অন্ত্য-লীলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘু-
নাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ। ১
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু-ব্যবহার ॥ ২
গোসাঞিঠাঞি নিত্য আইসে, করে নমস্কার।
প্রভুসনে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার ॥ ৩
প্রভুতে তাহার প্রীত, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীত সহিতে না পারে ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুকর্তৃক দামোদরের বাক্যদণ্ড-অঙ্গীকার এবং হরিদাস ঠাকুরের গুণবর্ণনাদি বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। অন্বয়াদি ৩।২।১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটীও আছে:—"দামোদরাদ্ বাক্যদণ্ডমঙ্গীকৃত্য দয়ানিধিঃ। গৌরঃ স্বাং হরিদাসাস্যাদ্ গূঢ়লীলামথাশৃণোৎ ॥—দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ দামোদরের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার করিয়া হরিদাসের মুখ হইতে নিজের গূঢ়লীলা শ্রবণ করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকটিতে এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; সুতরাং এস্থলে এই শ্লোকটী থাকা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। প্রভুর গূঢ়লীলা সম্বন্ধে পরবর্তী ১৩-১৬ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

২। প্রভুকর্তৃক দামোদরের বাক্যদণ্ড-অঙ্গীকার বর্ণিত হইতেছে। এক সুন্দরী যুবতী ব্রাহ্মণ-বিধবার পুত্রকে প্রভু অত্যন্ত প্রীতি করিতেন বলিয়া প্রভুর পরমপ্রিয় দামোদর প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড করিয়াছিলেন; অবশ্য, বালকটী যে সুন্দরী যুবতী ব্রাহ্মণ বিধবার পুত্র, প্রভু তাহা জানিতেন না।

পুরুষোত্তমে—শ্রীনীলাচলে; পুরীতে। **পিতৃশূন্য**—যাহার পিতা নাই। **মৃদু ব্যবহার**—যাহার ব্যবহার মৃদু; বিনয়ী, নম্র ও কোমল-স্বভাব।

৩। **গোসাঞি-ঠাঞি**—প্রভুর নিকট। **নিত্য আইসে**—প্রতিদিন আইসে। **বাত কহে**—কথা বলে; প্রভুর সঙ্গে আলাপ করে। **প্রভু প্রাণ তার**—প্রভু বালকটীর প্রাণতুল্য প্রিয়; প্রভুকে ছাড়িয়া বালক যেন এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না।

৪। **প্রভুতে তাহার প্রীত**—প্রভুর প্রতি ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রীতি।

দামোদর—প্রভুর একজন প্রিয়ভক্তের নাম। প্রভুর প্রতি ইঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল; ইনি কোনও সময়েই কাহারও কোনও অপেক্ষা রাখিতেন না; যখন যাহা ভাল মনে করিতেন, নিঃসঙ্কোচে তখনই তাহা বলিয়া

বারবার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥ ৫
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাহাঁ প্রীত তাহাঁ আইসে—বালকের রীত ॥ ৬
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে ॥ ৭
আরদিন সে বালক গোসাঞিঠাঞি আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীত করি বার্ত্তা পুছিলা ॥ ৮
কথোক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারে দামোদর কহিতে লাগিলা ॥ ৯
অন্যোপদেশে পণ্ডিত—কহে গোসাঞির ঠাঞি ॥
গোসাঞি গোসাঞি—এবে জানিব গোসাঞি ॥ ১০
এবে গোসাঞির গুণযশ সবলোকে গাইবে।
তবে গোসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ফেলিতেন। গাঢ় প্রীতির ফলে এবং নিজের নিরপেক্ষতাবশতঃ ইনি প্রভুকেও সময় সময় বাক্যদ্বারা শাসন করিতেন। **দামোদর তার প্রীত** ইত্যাদি—ব্রাহ্মণ-কুমারটী প্রত্যহ প্রভুর নিকটে আসিতেন, প্রভুর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল, প্রভু তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় ছিলেন, প্রভুও তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন; কিন্তু এত মাখামাখি ভাব দামোদরের ভাল লাগিত না। প্রভুর সঙ্গে এই বালকটির এত মিশামিশি যে দামোদরের সহ্য হইত না, ইহার কারণ, বালকের প্রতি তাঁহার ঈর্ষ্যা নহে; ইহার কারণ, প্রভুর প্রতি দামোদরের প্রীতির আধিক্য। বালকের সঙ্গে অত মিশামিশিতে পাছে প্রভুর প্রতি কেহ কটাক্ষ করে, এই আশঙ্কা করিয়াই দামোদরের ইহা ভাল লাগিত না—পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

৫। **বার বার নিষেধ করে**—দামোদর অনেকবার বালকটিকে বলিয়াছেন, সে যেন প্রভুর নিকটে না আসে। কিন্তু বালক দামোদরের কথা তত গ্রাহ্য করে নাই; কারণ, প্রভুকে না দেখিলে, প্রভুর নিকটে না আসিলে, প্রভুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা না বলিলে বালক যেন বাঁচিতে পারে না।

৬। **বালকের রীত**—বালকদিগের স্বভাবই এই যে, যেখানে তাহারা প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পায়, সেখানেই তাহারা যায়; সেখানে না যাইয়া যেন তাহারা থাকিতে পারে না। প্রভুর প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া এই বালকটিও দামোদরের নিষেধ সত্ত্বেও প্রভুর নিকটে আসিত।

৭। **তাহা দেখি**—বালক নিত্যই প্রভুর নিকটে আসে, ইহা দেখিয়া।

দুঃখ পায় মনে—বালকের নিত্য আসা-যাওয়াতে কেহ পাছে প্রভুর নামে কলঙ্ক রটায়, এজন্য দামোদরের দুঃখ।

৮। **বার্ত্তা**—কুশল-সংবাদ। **পুছিলা**—জিজ্ঞাসা করিলেন।

৯। **কহিতে লাগিলা**—মহাপ্রভুকে দামোদর বলিতে লাগিলেন। কি বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত আছে।

১০-১১। দামোদর সপ্রেম-ক্রোধে প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হাঁ, গোসাঞি! গোসাঞি! পরকে উপদেশ দিতে গোসাঞি খুব পণ্ডিত! কিন্তু নিজের বেলায় গোসাঞির খোঁজ নাই! দেখা যাবে এবার গোসাঞির গোসাঞিগিরি! এবার নীলাচলের সকলেই গোসাঞির সুখ্যাতি গাহিয়া বেড়াইবে।"

প্রভুর প্রতি দামোদরের উক্তি যেন স্বীয় কান্তের প্রতি প্রখরা নায়িকার উক্তির মতনই হইয়াছে। ইহার হেতুও আছে। দামোদর ব্রজলীলায় প্রখরা শৈব্যা ছিলেন। তাঁহাতে সরস্বতী দেবীও আছেন; তাই বোধ হয় তাঁহার বাক্‌চাতুরী। "শৈব্যা যাসীৎ ব্রজে চণ্ডী স দামোদরপণ্ডিতঃ। কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী ॥ —গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ১৫৯।" **অন্যোপদেশে পণ্ডিত**—পরকে উপদেশ দেওয়ার বেলায় প্রভু খুব পণ্ডিত। **প্রতিষ্ঠা**—সুখ্যাতি। **পুরুষোত্তমে**—নীলাচলে।

শুনি প্রভু কহে—কাহাঁ কহ দামোদর ! ।
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১২
স্বচ্ছন্দ আচার কর, কে পারে বলিতে।
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ? ॥ ১৩
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডীব্রাহ্মণীর বালকে প্রীত কেনে কর ? ॥ ১৪
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী ॥ ১৫
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোকের কাণাকাণিবাতে দেহ অবসর ? ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২। **শুনি প্রভু কহে** ইত্যাদি—দামোদরের সপ্রেম বক্রোক্তি শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"কি দামোদর, কি হইয়াছে ? কি বলিতেছ ? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

বাস্তবিক প্রভুর বুঝিবার কথাও নয় ; তাঁহার সরল প্রাণে কোনও বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল না ; তাই তিনি দামোদরের বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই।

১৩-১৬। প্রভুর কথা শুনিয়া দামোদর বলিলেন—"প্রভু, আমি কি আর বলিব। তোমার উপর তো কাহারও কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তুমি করিতে পার, তাতে কেহ কিছু বলিতে পারে না ; কিন্তু সাক্ষাতে কেহ কিছু না বলিলেও, মুখর লোক অসাক্ষাতে অনেক কথা বলিতে পারে ; তখন কেহই তাহাদের মুখ চাপা দিয়া রাখিতে পারিবে না। তুমি পণ্ডিত লোক, তুমি নিজেই বিচার করিয়া দেখিতে পার, তোমার আচরণ সঙ্গত হইতেছে কি না ? এই যে ব্রাহ্মণ-বালকটীকে এত প্রীতি করিতেছ, ইহা তোমার সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, তাহার মাতা বিধবা ব্রাহ্মণী ; তিনি সতী, সাধ্বী এবং তপস্বিনী হইলেও সুন্দরী এবং যুবতী ; আর তুমিও পূর্ণ যুবা ও পরমসুন্দর ; সুতরাং সুন্দরী যুবতীর ছেলের সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে লোকে অনেক কানাঘুষা করিতে পারে।"

স্বতন্ত্র ঈশ্বর—যিনি কোনও বিষয়ে কাহারও অধীন নহেন, তিনি স্বতন্ত্র ; আর যিনি সর্ব্বশক্তিশালী প্রভু, তিনি ঈশ্বর। **স্বচ্ছন্দ আচার**—নিজের ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার। **মুখর**—যাহারা কাহারও কোনও অপেক্ষা না করিয়া সকলের সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে মুখর বলে। **মুখর জগতের**—মুখর লোকের। **আচ্ছাদিতে**—ঢাকিতে, বন্ধ করিতে। **রাণ্ডী**—বিধবা। **তপস্বিনী**—ব্রহ্মচর্য্যাদি কঠোর ব্রত-পরায়ণা। **তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী**—বিধবাটি সুন্দরী এবং যুবতী, ইহাই তাহার দোষ। সৌন্দর্য্য এবং যৌবন অবশ্যই স্বরূপতঃ দোষের বিষয় নহে ; কিন্তু সুন্দরী এবং যুবতী বিধবার সংস্রবে আসাটা দোষের ; বিধবার সৌন্দর্য্য এবং যৌবন স্থল-বিশেষে তাহার পক্ষে এবং অপরের পক্ষে চরিত্র-হীনতা-রূপ দোষের হেতু হইতে পারে বলিয়াই এস্থলে তাহার সৌন্দর্য্য এবং যৌবনকে তাহার দোষ-মধ্যে ধরা হইয়াছে। **পরম যুবা**—পূর্ণ যৌবন যাহার। **কাণাকাণি বাতে**—কাণাঘুষা করিয়া যে সব কথা বলা হয়। **অবসর**—সুযোগ।

এস্থলে একটি বিষয় বিবেচ্য এই যে, প্রভুকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলা হইল, অথচ মুখর লোক তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ কানাঘুষাও করিতে পারে, ইহাও বলা হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা কুকথা উঠাইয়া মহামুখর লোকও কিরূপে কানাঘুষা করিতে পারে ? তাঁহার ঐশ্বর্য্যদ্বারাই তো তিনি মুখর লোকের মুখ সকলের অজ্ঞাত-সারে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের আচরণ লইয়া কানাঘুষা করিলেও ঈশ্বরের তাহাতে ক্ষতি কি ? উত্তর—প্রথমতঃ, ঈশ্বর স্বতন্ত্র হইলেও এবং জীব সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য হইলেও জীবের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। (৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ; এই অণু-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারে জীব ঈশ্বর-সম্বন্ধেও সমালোচনা করিতে পারে। আবার কোনও কোনও সংসারাবদ্ধ জীব নানাবিধ অপরাধে পতিত হইয়া এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, অপর জীব-সম্বন্ধে তাহারা অনেক অসঙ্গত আলোচনা তো করেই, স্বয়ং ভগবানের নিন্দা করিতেও তাহারা ইতস্ততঃ করে না ; অপরাধের ধর্ম্মই এই যে, একটা অপরাধ দশটা অপরাধকে টানিয়া আনে।

এতবলি দামোদর মৌন করিলা।
অন্তরে সন্তোষ গোসাঞি হাসি বিচারিলা—॥১৭
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদরসম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥ ১৮
এত বিচারিয়া প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
আরদিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥ ১৯
প্রভু কহে—দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহাঁ যাঞা ॥ ২০
তোমা বিনা তাহেঁ রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান। ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চ্ছিদ্রেষ্বনর্থাবহুলীভবন্তি। বিশেষতঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইলেও এমন কোনও কোনও মায়াবদ্ধজীবও থাকিতে পারে, যাহারা তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, একজন বিশিষ্ট লোক বলিয়াই আবার কেহ কেহ মনে করিতে পারে; তাই তাহারা অপর লোকের যেমন সমালোচনা করে, প্রভু সম্বন্ধেও তদ্রূপ সমালোচনা করিতে পারে। প্রভুর লীলা অনেক স্থলে লৌকিক-লীলা বলিয়া এই জাতীয় সমালোচনার সম্ভাবনা আরও বেশী। দ্বিতীয়তঃ—তিনি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় কোনও আলোচনায় তাঁহার ক্ষতি অবশ্যই হইত না, কিন্তু লোকের ক্ষতি হইত; যাহারা আলোচনা করিত, তাহাদের ভগবন্নিন্দাজনিত অপরাধ হইত; আর যাহারা প্রভুর লোক-লীলাকে আদর্শ বলিয়া মনে করে, তাঁহাদের ক্ষতি হইত।

জীব-শিক্ষাই প্রভুর লীলার একটি উদ্দেশ্য। জীব-শিক্ষার জন্য কুসুম-কোমল হৃদয় ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু বজ্র-কঠোর-হৃদয় হইয়া স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত ছোট-হরিদাসকে বর্জ্জন করিলেন—স্ত্রীলোকের সংস্রব সাধকের পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা দেখাইলেন। কেবল ছোট-হরিদাসের উপর দিয়া এই বিষয় শিক্ষা দিয়াই যে প্রভু ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে; নিজের উপর দিয়াও শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কল্পের ফলেই বোধ হয় দামোদরের বাক্য-দণ্ড-লীলা। ছোট-হরিদাসের দৃষ্টান্তে দেখাইলেন—স্ত্রীসম্ভাষণের অপকারিতা; তারপর, অন্য-স্ত্রীতে প্রীতি—এমন কি স্বস্ত্রীতেও আসক্তি তো দূরের কথা, স্ত্রীলোকের সম্পর্কিত কোনও বস্তুতে প্রীতিও যে সাধকের পক্ষে অনিষ্টজনক, তাহা দেখাইবার জন্যই প্রভু ব্রাহ্মণ বালকের চিত্তে নিজের প্রতি প্রীতি প্রকট করিলেন; তৎপরে তাহার প্রতি প্রভু নিজের প্রীতি প্রকটন করিয়া দামোদরের দ্বারা নিজেকে শাসন করাইলেন। এই একটি ব্যাপারে প্রভু অনেকটা বিষয় শিক্ষা দিলেন;—স্ত্রীলোকের সম্পর্কিত জিনিষের প্রতি প্রীতির দোষ, নিজের ভক্ত-বাৎসল্য, গাঢ় কেবল-প্রেমের ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ গাঢ় প্রেমের প্রভাবে একান্ত-ভক্ত যে স্বীয় প্রভুকেও শাসন করিতে পারেন, তাহা এবং নিরপেক্ষতার গুণ—এতগুলি বিষয় শিক্ষা দিলেন।

১৭। **অন্তরে সন্তোষ**—দামোদরের কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন। দামোদরের শুদ্ধ প্রীতিই প্রভুর সন্তোষের হেতু।

১৮। **ইহাকে কহিয়ে** ইত্যাদি—যে প্রেমের প্রভাবে ভক্ত স্বীয় প্রভুর অপযশ-আদি আশঙ্কা করিয়া স্বীয় প্রভুকেও শাসন করিতে পারেন, সেই প্রেমই শুদ্ধ প্রেম। ইহা মদীয়তাময়-ভাবের চরম পরিণতি। **শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ**—বিশুদ্ধ-প্রেমের বিলাস বা ক্রিয়া। কামগন্ধহীন প্রেমকেই শুদ্ধ প্রেম বলে। **অন্তরঙ্গ**—অত্যন্ত প্রিয়। যে অন্তরের কথা জানে, তাহাকে অন্তরঙ্গ বলে। এই বাক্য-দণ্ড-লীলায় প্রভুর আন্তরিক উদ্দেশ্যই ছিল, স্ত্রীলোকের সম্পর্কিত বস্তুতে নিজের প্রীতি প্রকটিত করিয়া দামোদরের দ্বারা নিজের শাসন করান। দামোদর ঐ উদ্দেশ্যানুরূপ শাসন করাতেই—এই শাসন প্রভুর হৃদ্‌গত ভাবের পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হয় প্রভু বিশেষভাবে তাহাকে অন্তরঙ্গ বলিয়াছেন; ইহাও "অন্তরঙ্গ" শব্দের একটি ব্যঞ্জনা।

২১। **তাহেঁ**—সেই স্থানে; নদীয়ায় শ্রীশচীমাতার গৃহে। **যাতে**—ত্রুটী দেখিয়া তুমি যখন আমাকেই সাবধান করিলে, তখন অপর যে কোনও ব্যক্তিকেই তুমি ত্রুটীর জন্য শাসন করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। **সাবধান**—সতর্ক।

তোমাসম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥ ২২
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয় ॥ ২৩
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্দাচরণে ॥২৪
মধ্যে মধ্যে কভু আসি আমার দর্শনে।
করি শীঘ্র পুন তাহাঁ করিহ গমনে ॥ ২৫
মাতাকে কহিয় মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখকথা কহি সুখ দিহ তাঁরে ॥ ২৬
'নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাঁতে' ॥ ২৭
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইহ ॥ ২৮
'বারবার আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২। **নিরপেক্ষ**—উচিত কথা বলিতে, কি উচিত কাজ করিতে যে কাহারও অপেক্ষা রাখেনা, তাহাকে নিরপেক্ষ বলে।

আমার গণে—আমার পরিকরগণের মধ্যে।

নিরপেক্ষ না হৈলে ইত্যাদি—নিরপেক্ষ না হইলে নিজের ধর্ম্মরক্ষা করা যায়না। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন যেন, প্রাতঃকালে আমার হরি-নামাদি করার সময়। ঐ সময়ে যেন একজন বড়লোক কোনও বিষয়-কার্য্যবশতঃ আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আমি যদি নিরপেক্ষ হই, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে আলাপাদিতে সময় নিয়োজিত না করিয়া আমি আমার নিত্য কর্ম্ম হরিনামাদিই করিতে যাইব। কিন্তু যদি নিরপেক্ষ না হই, তাহা হইলে তিনি বড়লোক বলিয়া চক্ষুলজ্জাবশতঃ, কিম্বা তাঁহার প্রতি অমর্য্যাদার আশঙ্কায় তাঁহার নিকটে বসিয়াই কথাবার্ত্তা বলিব, কি তাঁহার অভীষ্ট কাজটী করিব। এইরূপ করিতে করিতে হয়তো আমার নিত্য-কর্ম্মের সময়ই অতীত হইয়া যাইবে; তারপর হয়ত পেটের দায়ে আমাকে বিষয়-কর্ম্মে যোগ দিতে হইবে—ঐ দিন আমার নিত্যকর্ম্মই হয়তো অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে। কাহারও আদেশে বা কাহারও ব্যবহারিক মর্য্যাদাহানির ভয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করাও ধর্ম্মহানির আর একটী দৃষ্টান্ত। তাই প্রভু বলিয়াছেন, নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্মরক্ষা করা যায় না।

২৪। **মাতার গৃহে**—নবদ্বীপে শ্রীশচীমাতার গৃহে। **তোমার আগে**—তোমার সাক্ষাতে। **কারও**—কাহারও। **স্বচ্ছন্দাচরণে**—নিজের ইচ্ছানুরূপ আচরণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গণে যাঁহারা নবদ্বীপে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কাহারও স্বচ্ছন্দাচরণ থাকে, তবে তাহার কথাই প্রভু উল্লেখ করিতেছেন। (৩।৩।৪৩-৪৪ পয়ার দ্রষ্টব্য) মাতার চরণে থাকিবার জন্য আদেশ করার হেতু—প্রভুর কথা বলিয়া শচীমাতার আনন্দ বর্দ্ধন করা। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

২৫। **তাহাঁ**—শচীগৃহে।

২৬। **মোর সুখ-কথা**—আমি খুব সুখে আছি, একথা বলিয়া মাতাকে সুখী করিও।

২৭। প্রভু দামোদরকে বলিলেন—দামোদর, তুমি মাতাকে বলিও "মা, সর্ব্বদা প্রভুর কথা তোমাকে শুনাইবার জন্যই প্রভু আমাকে তোমার চরণে পাঠাইয়াছেন।" **নিজকথা**—প্রভুর নিজের কথা। **তোমারে**—শচীমাতাকে।

২৮। **গুহ্যকথা**—গোপনীয় কথা। এই গোপনীয় কথাটী পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে ব্যক্ত করা হইয়াছে—"বার বার আসি" হইতে "তোমার নিকট নেওয়ায়" ইত্যাদি পর্য্যন্ত ২৯-৩৮ পয়ারে।

তাঁরে—শচী-মাতাকে।

২৯। **বারবার আসি আমি**—আবির্ভাবে যায়েন।

ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য বিরহে তাহা স্বপ্ন করি মান ॥ ৩০
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা পিঠা-ব্যঞ্জন-ক্ষীর-পায়স রান্ধিলা ॥ ৩১
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
আমাস্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ৩২
আস্তেব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাইএ দেখি তোমার বড় সুখ হৈল ॥ ৩৩
ক্ষণেকে অশ্রু মুছি শূন্য দেখ পাত।
স্বপন দেখিল যেন নিমাঞি খাইল ভাত ॥ ৩৪
বাহ্য-বিরহ-দশায় পুন ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল—এইসব জ্ঞান হৈল ॥ ৩৫
পাকপাত্রে দেখ—সব অন্ন আছে ভরি।
পুন ভোগ লাগাইলে স্থান সংস্কার করি ॥ ৩৬
এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তব শুদ্ধ প্রেমে আমা করে আকর্ষণ ॥ ৩৭
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
তোমার নিকটে নেওয়ায় আমা তোমার প্রেমবলে ॥ ৩৮
এইমত বার বার করাইহ স্মরণ।
আমার নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ' ॥ ৩৯
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল ॥ ৪০
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥ ৪১
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা পণ্ডিত তাহা আচরিল ॥ ৪২
দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সভে করে সঙ্কোচ-ব্যবহার ॥ ৪৩
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩০। **স্বপ্ন করি মান**—স্বপ্ন বলিয়া মনে কর। সাক্ষাৎ ভোজন করিতেছি বলিয়া মনে কর না। "স্বপ্ন"-স্থলে "স্ফূর্ত্তি" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন কেন? **বাহ্যবিরহে**—বাহিরে প্রভুর বিরহে। বহির্দৃষ্টিতে প্রভু আছেন নীলাচলে, আর শচীমাতা আছেন নবদ্বীপে; সুতরাং একজন আর একজনের নিকটে নাই; ইহাই বাহিরের বিরহ। যখন প্রভুকে নিজের গৃহে আহারাদি করিতে দেখেন, তখন শচীমাতা মনে করেন—"নিমাই তো নীলাচলে, এস্থানে তাঁহার আহার করা তো সম্ভব নয়; তবে বুঝি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।"

৩৫। **বাহ্য-বিরহ-দশায়**—বাহ্যস্মৃতি হইলে বিরহ-দুঃখের উদয়ে। **ভ্রান্তি হইল**—ভোগ লাগানের কথা, আমার ভোজনের কথা, সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। এই ভ্রমবশতঃ শচীমাতার মনে হইল, তিনি যেন কৃষ্ণের ভোগই লাগান নাই।

৩৬। **সব অন্ন আছে ভরি**—শচীমাতা দেখিলেন, পাক-পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সমস্তই পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। অথচ পূর্ব্বে পাত্র খালি করিয়া সমস্ত-দ্রব্যই কৃষ্ণের ভোগে দিয়াছেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহা মিথ্যা নহে, অতিরঞ্জিতও নহে; ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতেই এই সমস্ত হইয়া থাকে। **স্থান সংস্কার করি**—গোময়-গঙ্গাজলাদি দ্বারা ভোগের স্থান বিশুদ্ধ করিয়া।

৩৯। **তাঁর**—মাতার। **বন্দিহ**—বন্দনা করিও; দণ্ডবৎ করিও।

৪০। **পৃথক্ পৃথক্**—মাতাকে দেওয়ার জন্য এক ভাগে, আর বৈষ্ণবদিগকে দেওয়ার জন্য এক ভাগে প্রসাদ দিলেন।

৪২। **আচার্য্যাদি**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভৃতি। **পণ্ডিত**—দামোদর পণ্ডিত।

৪৩। **স্বাতন্ত্র্য**—স্বচ্ছন্দাচরণ; নিজের ইচ্ছামত আচরণ।

এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাজে অজ্ঞান-পাষণ্ড ॥ ৪৫
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে ॥ ৪৬
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥ ৪৭
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা ॥ ৪৮
"হরিদাস। কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা করে মহা দুরাচার ॥ ৪৯
ইহাসভার কোন্‌মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার ॥" ৫০
হরিদাস কহে—প্রভু! চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ ॥ ৫১
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হারাম হারাম বোল কহে নামাভাসে ॥ ৫২
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হা রাম' 'হা রাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম ॥ ৫৩
যদ্যপি অন্যসঙ্কেতে অন্য হয় 'নামাভাস'।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৫। **ভাজে**—পলায়ন করে। "ভাগে"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

অজ্ঞান-পাষণ্ড—অজ্ঞতাবশতঃ যাহারা পাষণ্ডের ন্যায় আচরণ করে, স্ত্রীলোকের সংস্রবে যায়, কি অপরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, দামোদরের বাক্যদণ্ডের কথা শুনিলে তাহারাও শোধরাইয়া যায়।

৪৮। **গোষ্ঠী**—ইষ্টগোষ্ঠী; কৃষ্ণ-কথা।

৪৯। **যবন অপার**—অসংখ্য যবন (মুসলমান)।

৫০। **এ দুঃখ অপার**—সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্যই প্রভুর অবতার; কিন্তু যবনদিগের উদ্ধারের কোনও উপায় দেখিতেছেন না বলিয়াই তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে।

৫১। **সংসার**—সংসার-বন্ধন।

৫২। **হারাম হারাম** ইত্যাদি—যাবনিক "হারাম"-শব্দের অর্থ শূকর; যবনদিগের নিকটে শূকর অত্যন্ত ঘৃণিত বস্তু; তাই কোনও খারাপ জিনিস দেখিলে বা কোনও খারাপ কথা শুনিলে তাহারা ঘৃণাসূচক "হারাম"-শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে; "হারাম"-শব্দের মধ্যে "রাম" শব্দ আছে বলিয়া "হারামের" উচ্চারণে নামাভাস হয়; এই নামাভাসেই তাহাদের সংসার মুক্তি হইবে। পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫৩। **মহাপ্রেমে**—প্রেমিক ভক্ত অত্যন্ত প্রীতির সহিত "হা রাম," বলিয়া রামকে ডাকেন। যবনও সেই প্রেমবাচক 'হারাম' শব্দই উচ্চারণ করে; অবশ্য 'রাম'কে লক্ষ্য করিয়া তাহারা 'হারাম' বলেনা, শূকরকে লক্ষ্য করিয়াই বলে, তাতেই নাম না হইয়া নামাভাস হয়।

৫৪। এই পয়ারে নামাভাসের অর্থ করিতেছেন।

অন্য সঙ্কেতে—নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যদি নাম উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলে নাম না হইয়া নামাভাস হয়। অজামিলের পুত্রের নাম ছিল নারায়ণ। মৃত্যু-সময়ে তিনি পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন; তাতে, বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের প্রতি লক্ষ্য না থাকায়, পুত্রের প্রতিই লক্ষ্য থাকায় "নারায়ণ"-শব্দে নারায়ণের নাম উচ্চারণ হইল না, পরন্তু নামাভাস হইল। **তথাপি** ইত্যাদি—নাম না হইয়া নামাভাস হইলেও নামের শক্তি নষ্ট হয় না। নামীর প্রতি লক্ষ্য থাকুক বা নাই থাকুক, যে কোনও প্রকারে নামটি উচ্চারিত হইলেই নাম তাহার ফল (মুক্তি) প্রদান করিয়া থাকে। পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি নৃসিংহপুরাণে—

দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ২

অজামিল পুত্র বোলায় বলি 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি ছোড়ায় তাহার বন্ধন॥ ৫৫
'রাম' দুই অক্ষর ইহঁা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥ ৫৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

দংষ্ট্রিণঃ বরাহস্য দ্রংষ্ট্রেণ দন্তেন আহতো ম্লেচ্ছঃ যবনঃ হারামিতি পুনঃ পুনঃ বারং বারং উক্ত্বাপি উচ্চারণং কৃত্বা অপি মুক্তিং বৈকুণ্ঠবসতিম্ আপ্নোতি প্রাপ্নোতি। পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্তিকরণভূতয়া গৃণন্ সন্ মুক্তিঃ প্রাপ্যা ইতি কিং বক্তব্যম্। শ্লোকমালা। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতঃ (বৃহদ্দন্ত-বিশিষ্ট শূকরের দন্তদ্বারা আহত) ম্লেচ্ছঃ (যবনব্যক্তি) পুনঃ পুনঃ (বারম্বার) হারাম ইতি (হারাম—এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) অপি (ও) মুক্তিং (মুক্তি) আপ্নোতি (লাভ করে) কিং পুনঃ (কি আবার) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) গৃণন্ (কীর্ত্তনকারী)।

অনুবাদ। বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট শূকরের দন্তদ্বারা আহত যবনব্যক্তি বারম্বার "হারাম হারাম" শব্দ উচ্চারণ করিয়াও যখন মুক্তিলাভ করে, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিলে যে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? ২

৫২ ৫৪ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৫। অজামিলের কথা বলিয়া নামাভাসের দৃষ্টান্ত দিতেছেন। নামাভাসেই মুক্তি হয়।

ইহার হেতু এই; যে ব্যক্তি, যে কোনও ভাবে হউক, শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করে, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহাকে "আমার" বলিয়া ভাবেন, তৎক্ষণাৎই সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া যায়। "সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১০॥" ভগবান্ যাহাকে তাঁহার "নিজ" বলিয়া মনে করেন, তাঁহার আর কোনও বন্ধন থাকিতে পারে না; তাই পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, গীতালাপ-পূরণার্থই হউক, অথবা অবজ্ঞাক্রমেই হউক, যে কোনও প্রকারে ভগবান্ নারায়ণের নাম গ্রহণ করিলেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। "অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃ-শ্লোকনাম যৎ। সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৮॥" এসকল শাস্ত্রবচন নামাভাসের মুক্তিদায়কত্ব প্রমাণ করিতেছে।

বিষ্ণুদূত আসি—অজামিল ছিলেন অত্যন্ত পাপাসক্ত; তাই তাঁহার দেহত্যাগ-সময়ে তাঁহাকে যমালয়ে নেওয়ার নিমিত্ত যমদূতগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অজামিলের হৃদয়-মধ্য হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতে-ছিলেন, এমন সময় বিষ্ণুদূতগণ উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। নামাভাসে অজামিলের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায়, তাঁহার উপরে বিষ্ণুদূতগণেরই অধিকার হইল, যমদূতগণের আর কোনও অধিকার রহিল না; ৩।৩।১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বন্ধন—যমদূতগণের হস্তে পাশ-বন্ধন।

৫৬। যবনের মুখে 'হারাম'-শব্দ নামাভাস হইলেও ইহার যে একটি বিশিষ্টতা আছে, তাহা বলিতেছেন।

'রাম' দুই অক্ষর—'হারাম"-শব্দের অন্তর্ভুক্ত 'রাম' শব্দের দুইটি অক্ষর। **ইহঁা**—'হারাম' শব্দের মধ্যে। **ব্যবহিত**—ব্যবধানে স্থিত, পরস্পর দূরে স্থিত।

'হারাম' শব্দের অন্তর্গত যে 'রাম' শব্দ, তাহাতে 'রা' ও 'ম' এই দুইটি অক্ষর কাছাকাছি আছে; 'ম' অক্ষরটি 'রা' অক্ষর হইতে দূরে অবস্থিত নহে—এই দুইটি অক্ষরের মধ্যে অন্য কোনও অক্ষর বা শব্দ নাই। অন্যকোনও অক্ষর

নামের অক্ষর সভের এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব ॥ ৫৭

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।২৮৯)—
পদ্মপুরাণবচনম্—
নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এতদেব পরিপোষয়ন্ নামকীর্ত্তনে লাভপূজাথাত্যর্থতাং পরিত্যাজয়তি নামৈকমিত্যাদি। বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্ বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি। স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃ স্পৃষ্টমপি। শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি। শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা। ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমাণ-নারায়ণশব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

বা শব্দ মধ্যে থাকার দরুণ 'রা' অক্ষরটি 'ম' অক্ষর হইতে যদি দূরেও অবস্থিতি করে, তাহা হইলেও 'রাম' শব্দের ফল (মুক্তিদায়কত্ব) নষ্ট হয় না। যেমন 'রাজমহিষী' শব্দে 'রা' ও 'ম' এর মধ্যে 'জ' অক্ষরটি আছে ; তথাপি 'রাজমহিষী' শব্দ উচ্চারণ করিলেই 'রাম' শব্দ উচ্চারণের ফল পাওয়া যাইবে। "হারাম" শব্দে দুইটি অক্ষরই একসঙ্গে আছে ; সুতরাং ঐ শব্দের উচ্চারণেই যে যবনদিগের মুক্তিলাভ হইবে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই—ইহা একটি বিশেষত্ব। আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ঐ 'রাম' শব্দের পূর্ব্বে 'হা' শব্দটী আছে ; এই 'হা' শব্দে উচ্চারণকারীর প্রেম সূচিত হয়। সুতরাং 'হারাম'-শব্দ প্রেমবাচক 'হারাম' শব্দেরই আভাস ; তাই এই 'হারাম' শব্দটি যাহারা উচ্চারণ করে, তাহাদের মুক্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। (পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। **প্রেমবাচী**—যাহা দ্বারা প্রেম বুঝা যায়। ভক্ত অত্যন্ত প্রেমের সহিত 'রাম'কে 'হা রাম' বলিয়া ডাকেন। 'হা' শব্দটি দ্বারা রামের উপাসক ভক্তের রামের প্রতি প্রেম সূচিত হইতেছে। এজন্য 'হা' শব্দকে প্রেমবাচী বলা হইয়াছে। **তাহাতে**—ঐ 'হা রাম' শব্দে। **ভূষিত**—অলঙ্কৃত। রাম-শব্দের পূর্ব্বে 'হা'-শব্দ থাকাতে 'রাম' শব্দের শোভা (মাহাত্ম্য) বর্দ্ধিত হইয়াছে—যেমন অলঙ্কার দ্বারা দেহের শোভা বৃদ্ধি হয়।

৫৭। নামের অক্ষর-সমূহের স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, অক্ষর-সমূহের মধ্যে অন্য অক্ষর বা শব্দ থাকার দরুণ অক্ষরগুলি পরস্পর দূরে সরিয়া পড়িলেও নাম তাহার ফল দান করিবে। যেমন "পরাবিস্তার মহিমা" এস্থলে "রা" ও "ম" এর মধ্যে "বিস্তার" শব্দটী আছে, তাহাতে "রা" ও "ম" অক্ষর দুইটী পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিত ; এমতাবস্থায়ও "পরাবিস্তার মহিমা" শব্দটী উচ্চারণ করিলেই "রাম" শব্দ উচ্চারণের (নামাভাসের) ফল পাওয়া যাইবে। ইহা আপ্তবাক্য ; এ সম্বন্ধে কোনও যুক্তি-তর্ক সঙ্গত নহে। পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। (পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। **নামের অক্ষর**—শ্রীভগবানের যে কোনও একটী নামের অক্ষর। **এই ত স্বভাব**—এইরূপই স্বরূপগত ধর্ম্ম। **ব্যবহিত**—দূরস্থিত। কোনও কোনও গ্রন্থে "অব্যবহিত" পাঠও আছে ; অব্যবহিত অর্থ অদূরস্থিত, একসঙ্গে স্থিত। **আপন প্রভাব**—নিজের ধর্ম্ম মুক্তি-দায়কত্ব।

পরবর্ত্তী "নামৈকং যস্য বাচি" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, ভগবানের একটী নাম যাহার মুখে উচ্চারিত হয়, কি কানে প্রবেশ করে, অথবা কোনওরূপে স্মরণ-পথে উদিত হয়, সেই নামটী শুদ্ধ হউক বা অশুদ্ধ হউক, নামের অক্ষরগুলি এক সঙ্গেই থাকুক, কিম্বা পরস্পর হইতে ব্যবধানেই থাকুক, তাহাতেই তাহার পাপ নষ্ট হইবে, সংসারক্ষয় হইবে (পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু "তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, ঐ নাম যদি দেহ, গেহ, ধন জনাদির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত বা শ্রুত কি স্মৃত হয়, তাহা হইলে ঐ নাম শীঘ্র তাহার ফল প্রদান করে না ; ঐ নাম যে নিষ্ফল হয় তাহা নহে, তবে ফল পাইতে বিলম্ব ঘটে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। একং নাম (একটী নাম—ভগবানের যে কোনও একটী নাম) যস্য (যাহার—যে

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তেন রহিতং সৎ। যদ্বা যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাদ্যুক্তৌ হকাররিকারয়োঃ বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা রাজমহিষী-ত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যম্, তথাপি তত্তন্নামমধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশব্যবধানরহিতম্ ইত্যর্থঃ। যদ্বা ব্যবহিতঞ্চ তৎ রহিতঞ্চাপি বা তত্র ব্যবহিতং নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চা-ন্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণম্ ইত্যেবং রূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতম্ ইত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং কেন-চিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিধ্য-তীত্যাহ তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং, দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিম্ অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ। শ্রীসনাতন। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্যক্তির) বাচি (বাক্যে—বাগিন্দ্রিয়ে) গতং (গত—প্রবৃত্ত হয়), স্মরণপথগতং (কিম্বা স্মরণপথগত হয়—মনকে স্পর্শ করে) শ্রোত্রমূলং গতং বা (অথবা কর্ণগোচর হয়)—শুদ্ধ (ঐ নাম শুদ্ধই হউক) অশুদ্ধবর্ণং বা (কিম্বা অশুদ্ধবর্ণই হউক) ব্যবহিতরহিতং (কিম্বা, নামের অক্ষরগুলি পরস্পর অব্যবহিত হউক—অথবা, নামের অক্ষরগুলি পরস্পর ব্যবহিতই হউক এবং নামটী শেষাংশবর্জ্জিতই হউক) তৎ (তাহা—সেই নাম) তারয়তি এব (সেই লোককে উদ্ধার করেই—সকল পাপ হইতে, এবং সংসারবন্ধন হইতে সেই ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করে); সত্যম্ (ইহা সত্য); তৎ (সেই নাম) চেৎ (যদি) দেহ-দ্রবিণ-জনতালোভপাষণ্ডমধ্যে (দেহ, ধন এবং জনতাতে লুব্ধ পাষণ্ডিমধ্যে—অথবা দেহ, ধন এবং জনতাদির নিকট হইতে সুখ্যাতির নিমিত্ত) নিক্ষিপ্তং (বিন্যস্ত—বা কৃত—হয়), বিপ্র (হে বিপ্র)! অত্র (ইহলোকে) শীঘ্রং (শীঘ্র) ফলজনকং (ফলদায়ক) ন এব (হয়ই না)।

অনুবাদ। ভগবানের যে কোনও একটী নাম যদি কাহারও বাগিন্দ্রিয়ে প্রবৃত্ত হয়, অথবা মনকে স্পর্শ করে, কিম্বা কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে—ঐ নাম শুদ্ধবর্ণই হউক, বা অশুদ্ধবর্ণই হউক, কিম্বা নামের অক্ষরগুলি যদি পরস্পর অব্যবহিত (অথবা পরস্পর ব্যবহিত এবং নামটী যদি শেষাংশবর্জ্জিতও) হয়, তাহা হইলেও—সেই নাম নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে ও সংসার হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। কিন্তু যদি সেই নাম, দেহ, ধন এবং জনতাতে লুব্ধ পাষণ্ডিমধ্যে বিন্যস্ত হয় (অথবা যদি সেই নাম, দেহ, ধন এবং জনতাদির নিকট হইতে সুখ্যাতি লাভের নিমিত্ত কৃত হয়) তাহা হইলে ইহলোকে শীঘ্র ফলদায়ক হয় না (বিলম্বে ফলজনক হয়)। ৩

শ্রীভগবানের অসংখ্য নাম; তন্মধ্যে যে কোনও একটী নাম যদি কাহারও **বাচিগতম্**—বাক্যমধ্যে আগত হয়, কথাপ্রসঙ্গেও বাক্যমধ্যে প্রবৃত্ত বা উচ্চারিত হয়, কিম্বা **স্মরণপথগতম্**—স্মরণপথে উদিত হয়, কিঞ্চিন্মাত্রও মনকে স্পর্শ করে, কিম্বা **শ্রোত্রমূলং গতং বা**—অন্যকর্তৃক উচ্চারণ-কালেও শ্রুত হয়, তাহা হইলে সেই (উচ্চারিত, শ্রুত বা স্মরণপথগত) নামই—তাহা **শুদ্ধম্**—শুদ্ধই হউক, কি **অশুদ্ধবর্ণং** বা—অশুদ্ধবর্ণই হউক, **ব্যবহিত-রহিতম্**—ব্যবহিত (শব্দান্তর বা অক্ষরান্তরদ্বারা যে ব্যবধান, তদ্দ্বারা) রহিত; তদ্রূপ ব্যবধানশূন্য; সেই নামের অক্ষরগুলি পরস্পর অব্যবহিত হইলে, নামের অক্ষরগুলির মধ্যে মধ্যে অন্য শব্দ বা অক্ষর অবস্থিত থাকিয়া নামের অক্ষরগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া না দিলে; নামের যে অক্ষরের অব্যবহিত পরে যে অক্ষর থাকিলে নামটী বেশ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, ঠিক সেই অক্ষরের পরে সেই অক্ষর থাকিলে; অথবা—ব্যবহিত (শব্দান্তর বা অক্ষরান্তরদ্বারা ব্যবধানপ্রাপ্ত, পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য) এবং রহিত (শেষাংশ বর্জ্জিত; নাম-উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়া কতক অংশ উচ্চারণের পরে কোনও কারণে অন্য কোনও শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, তাহার উচ্চারণের পরে, নামের বাকী অংশ উচ্চারিত না হইলেও, এইরূপে নাম অঙ্গহীন হইলেও), তাহা সেই ব্যক্তিকে পাপ ও সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে; (কিন্তু নাম-সেবনের মুখ্য ফল সদ্য পাওয়া যায় না); এইরূপই নামের

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয় ॥ ৫৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।৫১)—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতি রতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্ ॥
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নাভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তং নির্ব্যাজমিতি প্রায়ো ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীবিদুরোপদেশঃ। নাম্নি চাভাসত্বম্। নামৈকং যস্ত বাচি স্মরণ-পথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাঽশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়েত্যেব সত্যমিত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। শ্রীজীব ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপূর্ব্ব মহিমা; কিন্তু এতাদৃশ নামও যদি **দেহ-দ্রবিণ-জনতা**লোভ-পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্তম্—দেহ (শরীর, দৈহিক সুখাদি), দ্রবিণ (অর্থ), জনতা (জনতাদিতে, প্রতিষ্ঠার জন্য) লোভ আছে যাহাদের, তাদৃশ পাষণ্ডগণের মধ্যে ন্যস্ত হয়—দৈহিক সুখাদি বা অর্থাদি লাভের উদ্দেশ্যে যদি কেহ ভগবন্নামের ব্যবহার করে, তাহা হইলে সেই নাম শীঘ্র ফলদায়ক হয় না; কিন্তু বিলম্বে ফলদায়ক হয়। শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামীর টীকানুযায়ী অর্থ। কিন্তু এই বিলম্বের হেতু কি? নামাপরাধই বোধ হয় এই বিলম্বের হেতু; যে পর্য্যন্ত নামাপরাধ ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত নামের ফল পাওয়া যাইবে না; নামাপরাধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই ফল পাওয়া যাইবে; তাই ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে বিলম্ব।

কিন্তু এই নামাপরাধ কি পূর্ব্বসঞ্চিত, না কি নূতন? পূর্ব্বসঞ্চিত নামাপরাধও থাকিতে পারে; কিন্তু দেহ-বিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্ত্তন করাতেও নূতন করিয়া নামাপরাধ হইয়া থাকে (পরবর্ত্তী ৩।৩।১৭৭ পয়ারের টীকায় **(ণ)** অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৫৭ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৮। নামাভাসেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। হন্ত (অহো)! যন্নামভানোঃ (যাঁহার নামরূপ সূর্য্যের) আভাসঃ অপি (আভাসমাত্রও) অন্তঃকরণকুহরে (অন্তঃকরণ-গহ্বরে) প্রোদ্যন্ (উদিত হইয়া) মহাপাতক-ধ্বান্তরাশিং (মহাপাতকরূপ অন্ধকার-রাশিকে) ক্ষপয়তি (বিনষ্ট করে), গুণনিধে (হে গুণনিধে)! শ্রদ্ধারজ্যন্মতিঃ (দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ উল্লসিতচিত্ত হইয়া), পাবনানাং পাবনং (পাবনেরও পাবন) তং উত্তমঃশ্লোকমৌলিং (সেই উত্তমঃশ্লোক-শিরোভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে) অতিতরাং (অত্যন্তরূপে) নির্ব্যাজং (অকপটভাবে) ভজ (ভজন কর)।

অনুবাদ। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুর বলিলেন—যাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাস মাত্রও অন্তঃকরণ-গহ্বরে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকার-রাশিকে বিনষ্ট করে, হে গুণনিধে! পাবনেরও পাবন এবং উত্তমঃশ্লোকগণের শিরোভূষণ সেই শ্রীকৃষ্ণকে—অকপট ভাবে এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আসক্ত-চিত্ত হইয়া ভজন কর। ৪

যন্নামভানোঃ—যাঁহার (যে ভগবানের) নামরূপ ভানুর (সূর্য্যের) **আভাসঃ অপি**—(কিরণও) **অন্তঃকরণকুহরে**—অন্তঃকরণ (চিত্ত) রূপ কুহরে (গহ্বরে) **প্রোদ্যন্** (উদিত হইয়া) **মহাপাতকধ্বান্তরাশিং**—মহাপাতকরূপ ধ্বান্ত (অন্ধকার) রাশিকে ধ্বংস করে। (এস্থলে ভগবন্নামকে সূর্য্যের সঙ্গে, নামাভাসকে সূর্য্যের কিরণের সঙ্গে, চিত্তকে গুহার সঙ্গে এবং মহাপাতককে অন্ধকার রাশির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সূর্য্য তো দূরের কথা, সূর্য্যের কিরণও যদি গুহায় প্রবেশ করে, তাহাহইলে গুহাস্থ অন্ধকাররাশি যেমন বিদূরিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবন্নাম তো দূরের কথা, নামাভাসও যদি চিত্তে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলেও জীবের মহাপাতকরাশি তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়, চিত্ত পবিত্র হয়। এতাদৃশ যাঁহার নামের মহিমা) সেই ভগবান্‌কে **নির্ব্যাজং**—নির্নাস্তি (নাই) ব্যাজ (ছলন বা কপটতা) যাহাতে, তদ্রূপভাবে, অকপট ভাবে; স্বসুখ-বাসনাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবৎ-প্রীতিকাম হইয়া **অতিতরাং**—বিশেষরূপে ভজন কর—**শ্রদ্ধারজ্যন্মতিঃ সন্**—শ্রদ্ধা (দৃঢ়বিশ্বাস)-হেতু রজ্যন্তী (উল্লাসবতী)

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥ ৫৯

তথাহি (ভাঃ ৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ৫

নামাভাসে মুক্তি হয়—সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহাঁ অজামিল সাক্ষী॥ ৬০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ম্রিয়মাণঃ অবশত্বেন শ্রদ্ধাবিহীনোঽপি। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মতি (বুদ্ধি) যাঁহার, তাদৃশ হইয়া, দৃঢ়শ্রদ্ধাবশতঃ ভজন-বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত উল্লাস, তাদৃশ হইয়া ভগবানের ভজন করিবে। সেই ভগবান্ কিরূপ? **পাবনং পাবনানাং**—পাবনদিগেরও পাবন; তীর্থস্থানাদির পাবনত্ব বা গঙ্গাদির পাবনত্ব যাহা হইতে পাওয়া যায়, সেই ভগবান্; পবিত্রতাসাধক যত বস্তু আছে, তৎসমস্তের পবিত্রতার মূল উৎস হইলেন ভগবান্; তাই তাঁহার নামাভাসেও জীবের চিত্ত পবিত্র হইতে পারে। **উত্তমঃশ্লোকমৌলিম্**—উৎ (উদ্গত বা দূরীভূত) হয় তমঃ (তমোগুণ) যাঁহাদের শ্লোক (গুণমহিমাকীর্ত্তনাদি) হইতে, তাঁহারা উত্তমঃশ্লোক, তাঁহাদের মৌলী (মস্তক বা শিরোভূষণ) যিনি, তাঁহাকে। যাঁহাদের গুণকীর্ত্তনের প্রভাবেই চিত্তের মলিনতাসম্পাদক তমোগুণ দূরীভূত হয়, তাদৃশ ভুবনপাবন-মহাত্মাদেরও শিরোভূষণতুল্য হইলেন শ্রীভগবান্; তাই তাঁহার ভজনের কথা তো দূরে, তাঁহার নামাভাসেও জীবের চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে। ৩।৩।১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৯। নামাভাস হইতে সংসারে আসক্তি নষ্ট হয়। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

সংসারের ক্ষয়—দেহ, গেহ, ধন, জন, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তির ক্ষয়।

শ্লো।৫। অন্বয়। ম্রিয়মাণঃ (মৃত্যুমুখে পতিত) অজামিলঃ অপি (অজামিলও—মহাপাতকী হইয়াও) পুত্রোপচারিতং (পুত্রকে ডাকিবার ছলে) হরেঃ (হরির—নারায়ণের) নাম (নাম) গৃণন্ (উচ্চারণ করিয়া) ধাম (বৈকুণ্ঠধাম) অগাৎ (প্রাপ্ত হইয়াছিল), কিং উত (কি আর বলা যায়) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) গৃণন্ (কীর্ত্তনকারী —কীর্ত্তনকারী যে বৈকুণ্ঠধাম পাইবে) ?

অনুবাদ। মহাপাতকী-অজামিলও যখন মৃত্যু-সময়ে পুত্রকে ডাকিবার ছলে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলে যে অনায়াসেই বৈকুণ্ঠলাভ হইবে, তাহা কি আবার বলিতে হইবে? ৫

কান্যকুব্জদেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু এক দাসীতে আসক্ত হইয়া তাহার সংসর্গে তাঁহার অধঃপতন হইয়া গেল; চৌর্য্য, বঞ্চনাদি দ্বারাই তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। ঐ দাসীর গর্ভে তাঁহার দশটী পুত্র জন্মিয়াছিল; কনিষ্ঠটীর নাম ছিল নারায়ণ; এই নারায়ণের প্রতি অজামিল অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। অজামিল যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলেন, যখন তিন জন ভীষণদর্শন যমদূত তাঁহাকে বাঁধিয়া নেওয়ার জন্য উপস্থিত হইলেন; তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া অদূরে ক্রীড়ারত স্বীয় প্রিয়পুত্রকে অজামিল ডাকিতে লাগিলেন। পুত্রকে ডাকিবার উপলক্ষ্যে "নারায়ণের" নাম উচ্চারিত হওয়াতে নামাভাস হইল; তাহাতেই অজামিলের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল; তাই তাঁহাকে নেওয়ার জন্য বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া উপনীত হইলেন। নরকের পরিবর্ত্তে অজামিল পরে বৈকুণ্ঠে নীত হইলেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১।২ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫-পয়ারের এবং ৩।৩।১৭৭ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৬০। শ্রীভাগবতে—শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১।২ অধ্যায়ে। **তাহাঁ**—সেই বিষয়ে; নামাভাসেও যে মুক্তি হয়, সেই বিষয়ে। **অজামিল সাক্ষী**—অজামিলের উপাখ্যানই প্রমাণ। পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শুনিয়া প্রভুর সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে—॥ ৬১
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর-জঙ্গম।
ইহাসভার কি প্রকারে হইবে মোচন ?॥ ৬২
হরিদাস কহে—প্রভু! যাতে এ কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গমের প্রথম করিয়াছ নিস্তার॥ ৬৩
তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ॥ ৬৪
শুনিতেই জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগে—তাতে প্রতিধ্বনি হয়॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬১-৬২। নামাভাসে যবনদিগের মুক্তি হইবে শুনিয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল। ইহার পরে প্রভু বলিলেন, "হরিদাস, যাহারা কোনওরূপে নাম উচ্চারণ করিতে পারে, নামের গুণে বা নামাভাসের গুণে তাহাদের মুক্তি হইতে পারে, সত্য। কিন্তু যাহারা উচ্চারণ করিতে পারে না,—যেমন বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীব, কৃমি-কীটাদি, পশু-পক্ষী-আদি জঙ্গমজীব—ইহারা তো নাম উচ্চারণ করিতে পরে না, ইহাদের কি গতি হইবে ?"

স্থাবর—যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না, যেমন বৃক্ষ-লতাদি।

জঙ্গম—যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে, যেমন পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, মনুষ্য প্রভৃতি। এস্থলে, যাহাদের কথা বলিবার শক্তি নাই, সুতরাং ভগবানের নাম উচ্চারণের শক্তি নাই, এইরূপ জঙ্গম-জীবের কথাই বলিতেছেন; মনুষ্যের কথা নহে।

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতাদি সমস্তই জীব। মানুষ যেমন একটী জীব, ক্ষুদ্র কীটাণুটীও তদ্রূপ একটী জীব, ক্ষুদ্র-তৃণটীও তদ্রূপ একটী জীব। জীব কর্ম্ম-ফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রবেশ করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাদি ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করে; স্বরূপতঃ একজন মানুষ ও একটী ক্ষুদ্র কীটাণুতে, কি ক্ষুদ্র তৃণগুল্মে কোনও প্রভেদ নাই; সকলেই বিভিন্নাংশ জীব; সকলের মধ্যেই জীবাত্মা আছে।

৬৩। **প্রথম**—পূর্ব্বেই; উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারকালে; প্রথমেই কিরূপে স্থাবর-জঙ্গমের উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন।

৬৪। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—"যদিও বাক্‌শক্তিহীন স্থাবর-জঙ্গমাদি জীব ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তথাপি তোমার কৃপায় তাহাদের মুক্তি হইবে। তুমি উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ; উচ্চ-সংকীর্ত্তন-কালে স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল জীবই উচ্চস্বরে উচ্চারিত ভগবানের নাম শুনিতে পায়; এই শ্রবণের প্রভাবেই তাহাদের মুক্তি হইবে।" বৃক্ষলতাদি স্থাবর-জীব কিরূপে নাম শুনিতে পায়, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন।

৬৫। **শুনিতেই**—শ্রবণ-শক্তি যাদের আছে, পশু-পক্ষী আদি এমন জঙ্গম জীবগণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে ভগবন্নাম সাক্ষাদ্‌ভাবেই শুনিতে পায়; আর তাহাতেই তাহাদের সংসার-বন্ধন ক্ষয় হয়।

স্থাবরে সে শব্দ লাগে—বৃক্ষ-লতাদি স্থাবর-প্রাণীর শ্রবণশক্তি নাই; তাই তাহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের ভগবন্নাম শুনিতে পায় না। কিন্তু তাহা না হইলেও তাহাদের দেহে ঐ নামের ধ্বনি লাগে, তাহাতেই তাহাদের মুক্তি হইয়া থাকে।

আধুনিক জড় বিজ্ঞান বলে যে, শব্দ-সমূহ শব্দায়মান বস্তুর স্পন্দনের ফল। প্রতি পলে বা বিপলে কতকগুলি কম্পন হইলে কি শব্দ উচ্চারিত হইবে, তাহাও বিজ্ঞান-শাস্ত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছে। পুকুরের মধ্যে একটী ঢিল ছুড়িলে ঢিলের আঘাতে জলের মধ্যে কম্পন উপস্থিত হয়; এই কম্পন আঘাতস্থান হইতে চারিদিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে; ইহার ফলেই জলের মধ্যে তরঙ্গ উপস্থিত হয়; এই তরঙ্গ যাইয়া তীরে আঘাত করিলে তীরেও একটা শব্দ উৎপাদিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ জিহ্বার আলোড়নে মুখগহ্বরস্থ বায়ুরাশি আলোড়িত হইতে থাকে; এই আলোড়ন বাহিরে বায়ুরাশিতে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে তরঙ্গায়িত করে। পুকুরস্থিত জলের তরঙ্গের ন্যায় বায়ুরাশির এই তরঙ্গ

প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীর্ত্তন ।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥ ৬৬
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম ॥ ৬৭
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে ।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছে আমাতে ॥ ৬৮
বাসুদেব জীব-লাগি কৈল নিবেদন ।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সঞ্চারিত হইয়া যখন আমাদের কর্ণ-পটহে আহত হয়, তখন ঐ কর্ণপটহও তরঙ্গায়িত বা স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং জিহ্বার আলোড়নে প্রতি পলে যতগুলি স্পন্দন হইয়াছিল, কর্ণপটহেও ততগুলি স্পন্দন হয়, তাহাতেই জিহ্বায় উচ্চারিত শব্দটী আমরা শুনিতে পাই ; কারণ, কর্ণপটহের স্পন্দনের ফলে তাহা আমাদের কর্ণে উচ্চারিত হয়। এইরূপে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে ভগবন্নামের উচ্চারণে বায়ুমণ্ডলে যে স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহা স্থাবরাদির গাত্রে সংলগ্ন হইয়া স্থাবরাদিকেও অনুরূপ ভাবে স্পন্দিত করিতে থাকে ; তখন স্থাবরাদির মধ্যেও অনুরূপ স্পন্দনের ফলে ঐ নাম উচ্চারিত হইতে থাকে। এই উচ্চারণের ফলেই স্থাবরাদির মুক্তি হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, স্থাবরাদির মধ্যে যদি অনুরূপ স্পন্দনই হয় এবং তাহার ফলে স্থাবরাদির দেহে যদি নাম উচ্চারিতই হয়, তাহা হইলে স্থাবরাদির দেহোচ্চারিত নাম নিকটবর্ত্তী লোক শুনিতে পায় না কেন ? ইহার দুইটী কারণ :—প্রথমতঃ, উৎপত্তিস্থান হইতে যতই দূরে যাইবে, ততই বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গের তীব্রতা ক্ষীণ হইতে থাকিবে ; দ্বিতীয়তঃ, স্পন্দনের তীব্রতা আহত স্থানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ; মানুষের কর্ণপটহ যেরূপ সূক্ষ্ম ও কোমল, স্থাবর-দেহ তেমন নহে ; তাই, স্থাবর-দেহের স্পন্দন মানুষের অনুভূতির যোগ্য নহে। এজন্য তাহাদের ক্ষীণ শব্দ মানুষ শুনিতে পায় না ; কিন্তু স্পন্দন হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

তাতে প্রতিধ্বনি হয়—উচ্চ পাহাড়ের নিকটে কোনও শব্দ উচ্চারণ করিলে বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, তাহা পাহাড়ের গাত্রে আহত হইয়া কিছু অংশ পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাহাড়কে মৃদুভাবে তরঙ্গায়িত করে এবং বাকী অংশ পাহাড়ের গাত্রে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে (যেমন পাহাড়ের গায়ে একটা ঢিল ছুড়িলে তাহা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে) এবং উচ্চারণকারীর বা নিকটবর্ত্তী লোক-সমূহের কর্ণ-পটহে প্রবেশ করিয়া অনুরূপ শব্দ উচ্চারিত করে—ইহাই প্রতিধ্বনি। পাহাড় কেন, যে কোনও বস্তুতে প্রতিহত হইয়াই শব্দ-তরঙ্গ এই ভাবে প্রতি-শব্দ বা প্রতিধ্বনি উৎপাদিত করিতে পারে। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। স্থাবর-দেহ হইতে এইরূপে ভগবন্নামের যে প্রতিধ্বনি হয়, তাহার কথাই এস্থলে বলা হইয়াছে। বৃহদ্‌বস্তুতে প্রতিধ্বনি যেরূপ স্পষ্টরূপে শুনা যায়, ক্ষুদ্র বস্তুতে তত স্পষ্ট শুনা যায় না। ইহার কারণ, প্রতিহত তরঙ্গের অল্পতা ও ক্ষীণতা।

৬৬। **প্রতিধ্বনি নহে** ইত্যাদি—স্থাবর-দেহ হইতে প্রতিহত শব্দ-তরঙ্গদ্বারা যে প্রতিধ্বনি হয়, তাহাকেই হরিদাস-ঠাকুর স্থাবরাদির কীর্ত্তন বলিতেছেন। ইহা কেবল উৎপ্রেক্ষা মাত্র নহে, ইহাও বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রতিধ্বনি-দ্বারাই বুঝা যায়, স্থাবর-দেহে, উচ্চারণ-স্থানের অনুরূপ স্পন্দন-সমূহ আহত হইয়াছে ; এইরূপে আহত হইলে স্থাবর-দেহেও ঐ (ভগবন্নামের) শব্দ উচ্চারিত হইবে। সুতরাং প্রতিধ্বনিদ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, স্থাবর-দেহে ঐ নাম উচ্চারিত হইতেছে।

সেই—স্থাবর।

৬৭। **নাচে স্থাবর জঙ্গম**—নাম শুনিয়া স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রেমে নৃত্য করে।

৬৮। **যৈছে কৈলে**—ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন যাওয়ার সময় স্থাবর-জঙ্গমাদিকে প্রভু হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন। **বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য**—ইনি প্রভুর সঙ্গে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। **কহিয়াছে আমাতে**—বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য সে সমস্ত কথা আমার নিকটে বলিয়াছেন।

৬৯। **বাসুদেব**—বাসুদেব-দত্ত। সমস্ত জীবের পাপ তাঁহাকে দিয়া সমস্ত জীবকে উদ্ধার করার জন্য

জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তগণ-আগে তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ॥ ৭০
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর-জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার ॥ ৭১
প্রভু কহে—সব জীব যবে মুক্ত হবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে সব শূন্য হবে ? ॥ ৭২
হরিদাস কহে—তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাহা—যত স্থাবর-জঙ্গম জীবজাতি ॥ ৭৩
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্মজীবে পুন কর্ম্ম উদবুদ্ধ করিবে ॥ ৭৪
সেই জীব হবে ইহাঁ স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম ॥ ৭৫
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা অন্যজীবে অযোধ্যা ভরিয়া ॥ ৭৬
অবতরি এবে তুমি পাতিয়াছ হাট।
কেহো নাহি বুঝে তোমার এই গূঢ়নাট ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর নিকটে বাসুদেব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সকলের পাপের জন্য বাসুদেবকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ না করাইয়াই কেবল মাত্র বাসুদেবের ইচ্ছাতেই সকলকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া প্রভুও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭০। **ভক্তগণ আগে**—বাসুদেবের প্রার্থনা পূরণ-সময়ে ভক্তমণ্ডলীর সাক্ষাতেই সমস্ত জীবকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া প্রভু অঙ্গীকার করিয়াছেন।

কোন কোন গ্রন্থে "ভক্তগণ আগে" স্থানে "ভক্তভাব" পাঠ আছে। এ স্থলে অর্থ হইবে ঃ—তুমি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সকলকে ভজন শিক্ষা দিয়া সকলের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছ।

৭১। **স্থির-চর-জীবের**—স্থাবর ও জঙ্গম জীবের। **চর**—জঙ্গম ; যাহারা চলিতে পারে।

হরিদাস-ঠাকুরের উক্তি-অনুসারে বুঝা যায়, জগতের সমস্ত জীবের উদ্ধারের হেতু এই কয়টী ঃ—(ক) বাসুদেব দত্তের প্রার্থনা-পূরণ, (খ) প্রভুর অবতারের একটী উদ্দেশ্যই সমস্ত জগদ্বাসীর উদ্ধার, (গ) ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সকলকে ভজন শিক্ষা দেওয়ায় সকলের উদ্ধারের সম্ভাবনা এবং (ঘ) উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার।

৭২-৭৫। হরিদাসের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"হরিদাস, সমস্ত জীবই যদি উদ্ধার হইয়া যায়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ড তো একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে। এখানে আর কোনও জীবই তো থাকিবে না।" শুনিয়া হরিদাস বলিলেন—"প্রভু, যতদিন তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকিবে, ততদিন এই ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম যত জীব থাকিবে, সকলেই উদ্ধার-লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে। তারপর, এই ব্রহ্মাণ্ড খালি পড়িয়া থাকিবে না। যে সমস্ত জীব এখনও প্রাকৃত-জগতে ভোগায়তন-স্থূলদেহ পায় নাই, যাহারা এখনও কর্ম্ম-ফলকে অবলম্বন করিয়া কারণ-সমুদ্রে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের কর্ম্ম ফল উদ্বুদ্ধ হইবে, তাহারাই আসিয়া আবার স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর ও জঙ্গমরূপে অবস্থান করিবে। তাহাতেই এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বের ন্যায় জীবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।"

সূক্ষ্মজীব—যে সমস্ত জীব এখনও ভোগায়তন স্থূলদেহ পায় নাই এবং যাহারা স্ব-স্ব-কর্ম্মফলাদি অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মরূপে কারণ-সমুদ্রে অবস্থান করিতেছে। **কর্ম্ম**—কর্ম্মফল ; অনাদি কর্ম্মফল বা পূর্ব্ব-জন্ম কৃত কর্ম্মের ফল। **উদ্বুদ্ধ**—জাগরিত।

৭৬। **রঘুনাথ**—শ্রীরামচন্দ্র। লীলা-সম্বরণের সময়ে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাবাসী স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবকে উদ্ধার করিয়া বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়াছিলেন। সূক্ষ্ম জীবগণের কর্ম্মফল উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা পুনরায় সমস্ত অযোধ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিশেষ বিবরণ রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

৭৭। **গূঢ়নাট**—গূঢ়লীলা।

পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইল সংসার ॥ ৭৮

তথাহি (ভাঃ ১০।২৯।১৬)—

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ৬

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৫।১০)—

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং
প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন চ ভগবতোঽয়মতিভার ইত্যাহ নচৈবমিতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে। স্বামী। ৬

দর্শনাদিভিঃ সর্ব্বেষাং মুক্তিদঃ অতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব পূর্ণৈশ্বর্য্যঃ ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৭

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

৭৮। ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীর সংসার-বন্ধন খণ্ডাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে দেওয়া হইয়াছে

"ব্রজে কৃষ্ণ"-স্থলে "ব্রজপুরে" এবং "খণ্ডাইল"-স্থলে "খণ্ডান" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থের পার্থক্য কিছু নাই।

শ্লো। ৬। অন্বয়। যতঃ (যাঁহা হইতে—যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে) এতৎ (এই চরাচর বিশ্ব) বিমুচ্যতে (মুক্তিলাভ করিতেছে), [তস্মিন্] (সেই) যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর) অজে (জন্মরহিত) ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে) এবং (এইরূপ) বিস্ময়ঃ (বিস্ময়) ভবতা (তোমাকর্ত্তৃক) ন চ কার্য্যঃ (কর্ত্তব্য নহে)।

অন্বয়। যাঁহা হইতে এই চরাচর জগৎ মুক্তিলাভ করিতেছে—যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর, জন্মরহিত সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে করিও না। ৬

ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোক। শারদীয়-পূর্ণিমা-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ উন্মত্তার ন্যায় বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইলেন; অনেকেই চলিয়া গেলেন; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনগণকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কয়েকজন গৃহমধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন; শ্রীকৃষ্ণের অসহ্য-বিরহ-দুঃখকাতরা এই সকল ব্রজসুন্দরী তীব্র ধ্যানের প্রভাবে গুণময়-দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাদের প্রাণকান্ত-মাত্র বলিয়াই জানিতেন, তথাপি—শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও—তাঁহার ধ্যানপ্রভাবে গোপসুন্দরীগণের গুণময়ত্ব দূরীভূত হইয়াছিল; কারণ, বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে না; দাহিকা-শক্তির কথা না জানিয়াও যদি কেহ আগুনে হাত দেয়, তাহা হইলেও তাহার হাত পুড়িবেই—আগুনের দহিকা-শক্তি স্বীয় কার্য্য-প্রকাশে বিরত থাকিবে না। তদ্রূপ, যে কেহ যে কোনও ভাবে পরমাত্মা-শ্রীকৃষ্ণের সংস্রবে আসিবেন, তাঁহার গুণময়ত্ব, তাঁহার সংসার-বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেই—শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পরমাত্মা বলিয়া জানিলেও হইবে, না জানিলেও হইবে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের সংস্রবে আসার স্বরূপগত-ফল। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধের এই অপূর্ব্ব ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—যে কোনও ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সংস্রবে আসিলেই যে উক্তরূপ ফল পাওয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; যেহেতু, তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা যোগেশ্বর, তাঁহাদেরও অসাধারণ শক্তির কথা শুনা যায়; শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর; সুতরাং জগতের উদ্ধার সাধনের শক্তি যে তাঁহার থাকিবে, তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

৭৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অয়ং হি ভগবান্ (এই ভগবান্) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট), কীর্ত্তিতঃ (কীর্ত্তিত) সংস্মৃতঃ চ (সংস্মৃত

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডজীবের করিলে নিস্তার ॥ ৭৯
যে কহে—চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুন এই ত নিশ্চয়—॥ ৮০
তোমার মহিমানন্তামৃতাপারসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগোচর নহে তার একবিন্দু॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলে) দ্বেষানুবন্ধেন অপি (দ্বেষরূপ দোষোৎপত্তি দ্বারাও—ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও) অখিল-সুরাসুরাদিদুর্ল্লভং (সমস্ত দেবতা ও অসুরদিগের পক্ষে দুর্ল্লভ) ফলং (ফল) প্রযচ্ছতি (দান করিয়া থাকেন); সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ (যাঁহারা তাঁহাতে সম্যক্‌রূপে ভক্তিমান্, তাঁহাদের পক্ষে) কিমুত (আর কি বলা যায়) ?

অনুবাদ। এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন, কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলেও তিনি তাঁহার দ্বেষকারীদিগকে পর্য্যন্ত সুর-অসুরাদির দুর্ল্লভ ফল দান করিয়া থাকেন ; এমতাবস্থায়, সম্যক্ ভক্তিমানদিগকে যে তাহা দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ৭

শিশুপাল ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন; এই বিদ্বেষের বশীভূত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিষয় চিন্তা করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের নামও গ্রহণ করিতেন; তাহারই ফলে শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাঁহাকে নিহত করিয়া—অসুরগণের কথা তো দূরে, দেবতাদেরও দুর্ল্লভ মুক্তি দান করিলেন। এইরূপে যিনি পরম শত্রুরও মোক্ষবিধান করিয়া থাকেন, জগদুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে "সকল ব্রহ্মাণ্ডজীবের সংসার" খণ্ডাইবেন—তাহা আর বিচিত্র কি ?

এই শ্লোকও ৭৮ পয়ারের প্রমাণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ শ্লোকে দেখান হইয়াছে—যাঁহারা প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন ; আর ৭ম শ্লোকে দেখান হইল—শিশুপালাদির ন্যায় বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাদি করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও মুক্তি দিয়া ধন্য করেন। "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব"।—তাই তিনি শত্রু, মিত্র সকলকেই উদ্ধার করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় :—"অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রুতো বা সর্ব্বেষাং মুক্তিদঃ পূর্ণৈশ্বর্য্যঃ কৃষ্ণ এতাদৃশ এব।"—এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে, তাঁহাকে স্মরণ করিলে বা তাঁহার গুণ-কথাদি শ্রবণ করিলে সকলকেই তিনি মুক্তিদান করিয়া থাকেন; পূর্ণৈশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণ এইরূপই (অর্থাৎ তাঁহার রূপ-গুণাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীদের মুক্তিদান করাই তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম)।

৭৯। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৮ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। "পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবের সংসার খণ্ডন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ (তৈছে) তুমিও নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবের সংসার খণ্ডন করিয়াছ।"

৮০-৮১। **মোর গোচর হয়**—আমি জানি। **মহিমানন্তামৃতাপারসিন্ধু**—মহিমা অনন্ত-অমৃত অপার-সিন্ধু। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মহিমা সমুদ্রের (সিন্ধুর) তুল্য অনন্ত (সীমাশূন্য) ও অপার (যাহা বর্ণনা করিয়া কেহ কখনও শেষ করিতে পারে না) এবং এই মহিমা অমৃতের মত মধুর। **বাঙ্মনোগোচর**—বাক্য ও মনের গোচর।

হরিদাসঠাকুর শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—"যে বলে, শ্রীচৈতন্যপ্রভুর মহিমা সে জানে, সে জানুক ; আমি কিন্তু ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রভুর মহিমা অনন্ত-অপার-অমৃতের সমুদ্রতুল্য ; ইহার একবিন্দুও আমার বাক্য ও মনের গোচর নহে।"

ব্রজে গো বৎস-হরণের পরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কিঞ্চিৎ অবগত হইয়া ব্রহ্মাও একথা বলিয়াছিলেন। "জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো। মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৩৮।" হরিদাস ঠাকুরে ব্রহ্মাও আছেন ; তাই বোধ হয় নবদ্বীপ-লীলায়ও তিনি ব্রজলীলার ঐ কথা কয়টীই বলিলেন।

এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হৈল—।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল? ॥ ৮২
অন্তরে সন্তোষ তারে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্যে প্রকাশিতে এ সব করিল বর্জ্জন ॥ ৮৩
ঈশ্বরস্বভাব—ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্তঠাঞি লুকাইতে নারে হয় ত বিদিতে ॥ ৮৪

তথাহি যমুনাচার্য্য-স্তোত্রে (১৮)—
উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৮

তবে মহাপ্রভু নিজভক্ত-পাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা ॥ ৮৫
ভক্তগুণ কহিতে প্রভুর বাঢ়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণশ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥ ৮৬
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহো কোন অংশে বর্ণে, নাহি পায় পার ॥ ৮৭
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবনদাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৮৮
সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহো কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র ॥ ৮৯
বৃন্দাবনদাস যাহা না করেন বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ৯০
হরিদাস যবে নিজগৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেণাপোলের বনমধ্যে কথোদিন রহিলা ॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮২। **গূঢ়লীলা**—ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবের উদ্ধার-সাধনরূপ গোপন উদ্দেশ্য-মূলক লীলা।

৮৩। **বাহ্যে প্রকাশিতে**—বাহিরে (অন্যের নিকটে এ কথা) প্রকাশ করিতে। **এসব**—স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর সঙ্কল্পাদির কথা। **করিল বর্জ্জন**—নিষেধ করিলেন। প্রভুর এসব সঙ্কল্পের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

৮৪। ঈশ্বরের প্রকৃতিই এই যে, তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য গোপন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ভক্ত সমস্তই জানিয়া ফেলেন, ভক্তের নিকটে তিনি কিছুই গোপন করিতে পারেন না। ১৩।৭০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৮। **অন্বয়**। অন্বয়াদি ১।৩।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৮৪-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৫। **শতমুখ হঞা**—প্রচুর পরিমাণে; একই সময়ে এক মুখের পরিবর্ত্তে একশত মুখে যে পরিমাণ প্রশংসা করা যায়, সেই পরিমাণে। **নিজ-ভক্তপাশে**—নিজের অন্যান্য পারিষদ্‌গণের নিকটে।

৮৬। সাধারণ ভক্তের গুণ-বর্ণনাতেই প্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন; শ্রীলহরিদাস-ঠাকুর ছিলেন সমস্ত ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তাই তাঁহার গুণ-বর্ণনায় প্রভুর আনন্দের আর সীমা ছিলনা; যতই বর্ণনা করেন, ততই যেন প্রভুর আনন্দ উছলিয়া উঠে; ততই যেন বর্ণনার আকাঙ্ক্ষাও বাড়িয়া যায়; তাই তিনি যেন শতমুখে তাঁহার গুণ-বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

৮৭। **অসংখ্য**—সংখ্যায় অনন্ত; অনেক। **অপার**—পরিমাণেও প্রত্যেকটী গুণ অসীম। **কেহো কোন অংশে** ইত্যাদি—শ্রীলহরিদাসের গুণ সম্যক্‌রূপে কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন; কেহ কেহ কোনও কোনও গুণের অংশমাত্র বর্ণন করেন। **নাহি পায় পার**—সীমায় পৌঁছিতে পারেনা; বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেনা।

৮৮। **চৈতন্যমঙ্গলে**—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের আগের নাম ছিল শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। ১।৮।১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯০। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা বর্ণন করেন নাই, কবিরাজ গোস্বামী এস্থলে তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

৯১। **হরিদাস**—শ্রীপাদ হরিদাস ঠাকুর। আজকাল কেহ কেহ বলিতে চাহেন—ব্রাহ্মণবংশেই হরিদাসের

নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসীসেবন।
রাত্রি-দিনে তিনলক্ষনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯২

ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জন্ম হইয়াছিল; পরে তিনি যবনকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে যবন-হরিদাস বলা হয়। কিন্তু শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল হরিদাসঠাকুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"জাতিকুল নিরর্থক—সভে বুঝাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥ অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়। তথাপি সে পূজ্য—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে। কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥ এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে। জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥ শ্রীচৈ, ভা, আদি ১৪শ অধ্যায়।" এই উক্তি হইতে জানা যায়—উত্তম ব্রাহ্মণকুলে হরিদাসের জন্ম হয় নাই। "নীচকুলে" বা "অধমকুলেই" তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু এই নীচ বা অধম কুল কি? তাহাও শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ডের ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুরকে "মুলুকের" যবন-"অধিপতি" বলিতেছেন—"কেনে ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি॥ কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন। তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥" কেবলমাত্র এই উক্তি হইতে কেহ মনে করিতে পারেন—হরিদাস পূর্ব্বে যবন ছিলেন না; পরে যবন হইয়াছেন। কিন্তু এই অনুমান যে ঠিক নয়, যবন "মুলুক-পতির" পরবর্ত্তী উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। তিনি হরিদাসকে বলিতেছেন—"আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত॥ জাতি-ধর্ম্ম-লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার। পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার॥ না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার। সে পাপ ঘুচাহ করি কল্‌মা-উচ্চার॥" মুলুক-পতির এসকল উক্তি হইতে জানা যায়—হরিদাস যবন-বংশ-জাত। যবন মুলুক-পতি যবন-বংশকেই "মহাবংশ—অতি উচ্চ বংশ" বলিয়াছেন; সকলেই নিজ নিজ বংশকে উচ্চ বংশ মনে করেন। হিন্দু নিজেকে উচ্চবংশ-জাত এবং যবনকে নীচবংশ-জাত বা অধম-কুল-জাত মনে করেন; আবার যবনও নিজেকে উচ্চবংশ-জাত এবং হিন্দুকে নীচবংশ-জাত মনে করেন। যাহা হউক, কল্‌মা-উচ্চারণই যে হরিদাসের "জাতি-ধর্ম্ম—বা জন্মগত ধর্ম্ম" মুলুক-পতির উক্তি হইতে তাহাও জানা যায়। সুতরাং হরিদাস ঠাকুর যে যবন-বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর পরিষ্কার ভাবেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। অন্যরূপ উক্তি কোনও বৈষ্ণব-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

নিজগৃহ—হরিদাস ঠাকুরের নিজ গৃহ বা পৈত্রিক গৃহ। যশোহর জেলার অন্তর্গত বূঢ়ন গ্রামেতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। "বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস। সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন-প্রকাশ॥ শ্রীচৈ, ভা, আদি ১৪শ অধ্যায়।" **বেণাপোল**—যশোহর জেলার অপর একটী গ্রাম। বূঢ়ন-গ্রাম ত্যাগের পরে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বেনাপোলে একটী বনের মধ্যে নির্জ্জন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কিছুকাল ভজন করিয়াছিলেন।

৯২। হরিদাস-ঠাকুরের ভজনের কথা বলিতেছেন। তিনি নিত্য তুলসী-সেবা করিতেন এবং তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। কথিত আছে, এই তিন লক্ষ নামের মধ্যে একলক্ষ নাম তিনি উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। স্থাবর-জঙ্গমাদি জীবের মায়াবন্ধন হইতে মুক্তির আশাতেই বোধ হয় পরমকরুণ হরিদাস উচ্চস্বরে নামকীর্ত্তন করিতেন—যেন সকলেই তাহা শুনিয়া কৃতার্থ হইতে পারে; ইহাই বাস্তবিক মুখ্য জীব-সেবা, ইহাতেই জীবের প্রতি তাঁহার কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়।

৯৩। **ব্রাহ্মণের ঘরে**—শাস্ত্র বলেন, যাহার জিনিষ গ্রহণ করা যায়, গ্রহীতার মধ্যে তাহার দোষ গুণ সংক্রামিত হয়। তাই বোধ হয় হরিদাস-ঠাকুর ব্রাহ্মণের গৃহে আহার করিতেন; যেহেতু, ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ সাত্ত্বিক-প্রকৃতি, সাত্ত্বিক-আহার-গ্রহণকারী ও ভগবৎ-পরায়ণ; এজন্য ব্রাহ্মণের অন্ন সাধারণতঃ পবিত্র। **ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ**—ভোজন, আহার। **প্রভাবে**—শ্রীহরিদাস-ঠাকুর নিষ্কিঞ্চন-ভাবে ভজন করিতেন; ভজন ব্যতীত দেহ-দৈহিক-

সেইদেশাধ্যক্ষ—নাম রামচন্দ্রখান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ডি-প্রধান॥ ৯৪

হরিদাসে লোকের পূজা সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিষয়ের কোনও অনুসন্ধানই তাঁহার ছিলনা; দিন-রাত্রি ভজনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন বলিয়া অন্য কোনও চিন্তা তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করার অবকাশও পাইতনা। এই সমস্ত কারণে সকল লোকেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

ভারতবাসী চিরকালই ধর্ম্ম-প্রাণ; ভারত-বাসীর নিকটে ধর্ম্মের স্থান, জাতি-কুল-বিদ্যা-ধনাদি সমস্তেরই উপরে। যেখানেই ধর্ম্মের বিকাশ দেখিয়াছে, ভারতবাসী অকুণ্ঠিতচিত্তে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সেখানেই মস্তক অবনত করিয়াছে। তাই যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রকট-মূর্ত্তি শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর সকলেরই পূজনীয় হইয়াছিলেন—এখনও ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তও তাঁহার নামে শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন।

৯৪। **সেই দেশাধ্যক্ষ**—বেণাপোল যে দেশে অবস্থিত, সেই দেশের জমিদার। **সেই**—জমিদার রামচন্দ্রখান। **পাষণ্ডী**—ধর্ম্ম-বিদ্বেষী; ঈশ্বর-বিদ্বেষী। **পাষণ্ডী-প্রধান**—পাষণ্ডীদিগের মধ্যে প্রধান; সর্ব্বাপেক্ষা পাষণ্ডী।

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ডের ২য় অধ্যায়ে এক রামচন্দ্রখানের উল্লেখ আছে। ইনি ছিলেন ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ছত্রভোগ-গ্রামের অধিকারী। সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচলে যাইতেছিলেন, তখন তিনি ছত্রভোগে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ছত্রভোগাধিপতি রামচন্দ্রখান বিষয়ী হইলেও পরম ভাগ্যবান্ ছিলেন; তিনি প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং প্রভুর নির্ব্বিঘ্নে নীলাচল গমনের যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ছত্রভোগের এই রামচন্দ্রখান এবং বেণাপোলের রামচন্দ্রখান একই ব্যক্তি নহেন। প্রভুর নীলাচল-গমনের পরে প্রভুরই ইচ্ছাতে নাম-প্রেম-প্রচারার্থ শ্রীমন্নিত্যানন্দ যখন নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে বেণাপোলে আসিয়াছিলেন, তখন রামচন্দ্রখান তাঁহার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার যে দুর্গতি হইয়াছিল, পরবর্ত্তী ১৩৬-৫৬ পয়ারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুর কৃপাপাত্র ছত্রভোগের রামচন্দ্রখানের পক্ষে শ্রীমন্নিত্যানন্দের সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবহার সম্ভব নয়।

৯৫। **হরিদাসে লোকের পূজা** ইত্যাদি—হরিদাসকে সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত; কিন্তু জমিদার রামচন্দ্রখানের তাহা সহ্য হইত না।

হরিদাসের পূজায় রামচন্দ্রখানের অন্তর্দাহ উপস্থিত হওয়ার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, হরিদাস ছিলেন পরমবৈষ্ণব, আর রামচন্দ্রখান ছিলেন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী; বৈষ্ণবের নামেই তাহার গাত্র-জ্বালা উপস্থিত হইত; তার উপর যদি বৈষ্ণবের সুযশঃ দেখিতেন, একজন বৈষ্ণবকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেছে দেখিতেন, তাহা হইলে রামচন্দ্র কি আর স্থির থাকিতে পারিতেন? দ্বিতীয়তঃ, হরিদাস ছিলেন অত্যন্ত ভজন-পরায়ণ; আর রামচন্দ্রখান ছিলেন পাষণ্ডী-প্রধান, ভয়ানক ঈশ্বর-বিদ্বেষী, সুতরাং ভজন-বিরোধী। তাতে হরিদাসের ভজন-পরিপাটী দেখিলেই তাহার ক্রোধ হইত; ইহার উপরে আবার দেশের সমস্ত লোককেই ভজন-পরায়ণতার জন্য হরিদাসকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে দেখিলে রামচন্দ্রখানের পক্ষে চিত্ত স্থির রাখা স্বভাবতঃই অসম্ভব হইয়া পড়িত। তৃতীয়তঃ, হরিদাস ছিলেন একজন নিতান্ত দরিদ্রলোক, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকে পরের ঘরে ভিক্ষা করিতে হইত। আর রামচন্দ্র ছিলেন একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত স্থানীয় জমিদার; স্থানীয়-জমিদার বলিয়া বোধ হয় তিনি মনে করিতেন, সমস্ত লোকের সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য। এই অবস্থায় যদি তিনি দেখেন—দেশের সমস্ত লোকই বনমধ্যস্থ ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষুক হরিদাসকেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেছে, আর দেশের এক আনা লোকও তাঁহার নিজেকে তদ্রূপ

কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥ ৯৬
বেশ্যাগণে কহে—এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নাশ ॥ ৯৭
বেশ্যাগণমধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সেই কহে—তিন দিবসে হরিব তার মতি ॥ ৯৮
খান কহে—মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে ॥ ৯৯
বেশ্যা কহে—মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়ে ধরিতে পাইক লইব তোমার ॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেছে না, তাহা হইলে প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার রামচন্দ্রখান মহাশয়ের চিত্ত অবিচলিত থাকা অসম্ভব; বাস্তবিক পরের সুনাম-সুযশঃ সহ্য করিবার মত উদারতা অনেক লোকেরই দেখা যায় না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-জনিত বৈষ্ণব-অপরাধের ফলেই রামচন্দ্রখানের নানাবিধ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল।

তার—হরিদাসের। হরিদাস ঠাকুরকে অপমানিত করার নিমিত্ত রামচন্দ্রখান নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৯৬। কোনও প্রকারে—নানা রকম অনুসন্ধান করিয়াও। **ছিদ্র**—দোষ, ক্রটী।

হরিদাসকে অপমানিত করার জন্য রামচন্দ্রখান দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু কোনও দোষ দেখাইতে না পারিলে তো লোকে তাঁহার কথা শুনিবেনা—হরিদাসের অপমান করাও সম্ভব হইবেনা; তাই হরিদাসের দোষ বাহির করার নিমিত্ত নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্ত অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল—হরিদাসের চরিত্রে কোনওরূপ দোষই রামচন্দ্র বাহির করিতে পারিলেননা। তখন হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার চরিত্রে দোষের সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিলেন। সাধারণ লোকের পক্ষে যাহা নাকি অমোঘ উপায়, রামচন্দ্র তাহাই অবলম্বন করিলেন—সুন্দরী যুবতী বেশ্যাদ্বারা হরিদাসের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মাইবার চেষ্টা করিলেন। কামিনী ও কাঞ্চনের তুল্য প্রলোভনের বস্তু সাধারণের নিকটে অপর কিছুই নাই; এই দুইটীর মধ্যে আবার কামিনীর প্রলোভনই অধিকতর শক্তিশালী; কাঞ্চনের বিনিময়েও লোকে কামিনী-লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে—কামিনীর বিলোল-কটাক্ষে মোহিত হইয়া ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিতেও কোনও কোনও লোককে দেখা যায়। যাঁহারা সংসারের সমস্ত সুখ-স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া ফলমূলাহারে কোনওরূপে জীবন ধারণ পূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্য আশ্রয় করিয়া সাধন-ভজনে রত, তাঁহাদের মধ্যেও এমন দুচার জনের কথা শাস্ত্রাদিতে শুনা যায়, যাঁহারা ব্যোমচারিণী অপ্সরার সৌন্দর্য্যদর্শন করিয়াই নিজেদের বহুকালব্যাপী সংযমকে দূরে অপসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং হরিদাস-ঠাকুরের সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য রামচন্দ্রখান যে উপায়টী অবলম্বন করিয়াছিলেন, লোকের আয়ত্তের মধ্যে তাহাই যে একমাত্র অমোঘ উপায়, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারেনা।

৯৭। বেশ্যাগণকে ডাকিয়া রামচন্দ্র বলিলেন—এই হরিদাস বৈরাগী, স্ত্রী-সঙ্গ করেনা, কোনও দিন করেও নাই; তোমরা সকলে মিলিয়া হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নষ্ট কর, তোমাদের সঙ্গ করাও।

বৈরাগ্য-ধর্ম্ম—স্ত্রীলোকের সঙ্গ না করা, এমন কি, স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না করাই বৈরাগীর একটী মুখ্য লক্ষণ।

৯৮। হরিব তার মতি—তাহার (হরিদাসের) মতি (মন) হরণ করিব; তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাইব; তাহার চিত্তকে ভজন হইতে ছাড়াইয়া আমাতে আসক্ত করাইব। তাহার রূপ এবং যৌবনের গর্ব্বেই বেশ্যাটি এত অল্প সময়ের মধ্যে হরিদাসের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মাইতে পারিবে বলিয়া ভরসা করিয়াছিল।

৯৯। খান কহে—রামচন্দ্র খান বলিল। **পাইক**—পেয়াদা, নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী। **একত্র**—সঙ্গম সময়ে।

১০০। দ্বিতীয়ে—দ্বিতীয় বারে। **ধরিতে**—আমার সঙ্গে হরিদাসকে একত্রে ধরিয়া আনিতে।

রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ করিয়া।
হরিদাসের বাসা গেলা উল্লসিত হৈয়া॥ ১০১
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥ ১০২
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখাই বসিলা দুয়ারে।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে—॥ ১০৩
ঠাকুর! তুমি পরমসুন্দর প্রথমযৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন? ১০৪
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥ ১০৫
হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥ ১০৬
তাবৎ তুমি বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন।
নামসমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০১। **সুবেশ**—উত্তম বেশ-ভূষা; মনোহর সাজসজ্জা। **উল্লসিত**—আনন্দিত; নিজের কৃতকার্য্যতা প্রায় নিশ্চিত জানিয়াই বেশ্যাটির উল্লাস হইয়াছিল।

১০২। **তুলসী নমস্করি**—তুলসীকে নমস্কার করিয়া। হরিদাসের কুটীরের সম্মুখে তুলসী মঞ্চ ছিল। বেশ্যাটী যাইয়া সর্ব্বাগ্রেই এই তুলসীকে নমস্কার করিল। **গোঁসাঞিরে নমস্করি**—হরিদাস-ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া। **দাণ্ডাইয়া**—দাঁড়াইয়া; বোধ হয় তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পূর্ণরূপে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই দাঁড়াইয়াছিল।

ইহাই বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবের ভজন-স্থানের মাহাত্ম্য। অশেষ-পাপ-চারিণী বেশ্যা পাপাচরণদ্বারা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত পাপ-উদ্দেশ্য লইয়া, হরিদাসের মত ভুবন-পাবন বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নষ্ট করার উদ্দেশ্য লইয়া, হরিদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে। তুলসীকে নমস্কার করার কথা—পরম-বৈষ্ণব হরিদাসকে নমস্কার করার কথা—কেহই তাহাকে উপদেশ দেয় নাই তথাপি বেশ্যাটী তুলসীকে নমস্কার করিয়া হরিদাসকে নমস্কার করিল—দুইটি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিল; কে তাহার এইরূপ মতি জন্মাইল? উত্তর—হরিদাসের মাহাত্ম্য, হরিদাসের ভজন-স্থানের মাহাত্ম্য।

১০৩। **অঙ্গ উঘাড়িয়া**—অঙ্গ-উদ্ঘাটন করিয়া। বক্ষঃস্থলাদির কাপড় সরাইয়া রাখিল, যাতে হরিদাস দেখিতে পারেন। এই অবস্থায় বেশ্যাটী হরিদাসের কুটীরের দুয়ারে বসিল। তারপর সুমিষ্ট-স্বরে হরিদাসকে বলিতে লাগিল। যাহা বলিল, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

১০৪-৫। "ঠাকুর, তোমার" হইতে "প্রাণ না যায় ধারণ" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে—হরিদাসের প্রতি বেশ্যার প্রথম উক্তি। **প্রথম যৌবন**—হরিদাসের নব যৌবন। **লুব্ধ মোর মন**—আমার লোভ জন্মিয়াছে।

বেশ্যাটী বলিল—"ঠাকুর, তোমার রূপ ও যৌবন দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। তোমাকে না পাইলে আমি প্রাণধারণ করিতে পারিবনা; ঠাকুর, কৃপা করিয়া আমাকে অঙ্গীকার কর।"

১০৬-৭। "হরিদাস কহে" হইতে "যে তোমার মন" পর্য্যন্ত দুই পয়ার হরিদাস ঠাকুরের উক্তি। বেশ্যার কথা শুনিয়া হরিদাস-ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, আমি তোমাকে অঙ্গীকার করিব; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমার অন্তকার নিয়মিত নাম-সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই; নাম-সংখ্যা পূর্ণ না হইতে আমি অন্য কোনও কাজ করি না। আমি নাম-সংখ্যা পূর্ণ করি, তুমি বসিয়া নাম-সংকীর্ত্তন শুন; নাম সমাপ্ত হইলে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব।"

করিব অঙ্গীকার—তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। হরিদাস ঠাকুরের কথাগুলির যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, তিনি বেশ্যার বিলাস-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই কথা দিলেন, অন্ততঃ বেশ্যাটী সম্ভবতঃ তাহাই মনে করিয়াছিল। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের উদ্দেশ্য তাহা ছিল না; তাঁহার তৃতীয় দিনের কথা হইতেই তাঁহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"সেই দিন যাইতাম আমি এস্থান ছাড়িয়া। তিনি দিন রহিলাম তোমা নিস্তার লাগিয়া।" ইহাতে

এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা। | কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্পষ্টই বুঝা যায়, বেশ্যাটির প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে শিষ্যারূপে অঙ্গীকার করাই হরিদাসের হৃদ্গত অভিপ্রায় ছিল—তাহাকে বিলাসিনীরূপে অঙ্গীকার নহে। হরিদাস শেষকালে তাঁহার এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। হরিদাসের মত পরম-বৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না।

সংখ্যা-নাম—প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করাই তাঁহার নিয়ম ছিল। বেশ্যাটি সন্ধ্যা-সময়ে আসিয়াছিল, তখনও তাঁহার সেই দিনকার নাম-সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছিল না। **যাবৎ**—যে পর্য্যন্ত। **শুন নাম-সংকীর্ত্তন**—ভঙ্গীতে হরিদাস-ঠাকুর বেশ্যাটির প্রতি বৈষ্ণবোচিত কৃপা করিলেন; তাহাকে হরিনাম শ্রবণের আদেশ করিলেন, একটী মুখ্য ভজনাঙ্গের উপদেশ দিলেন। **নাম সমাপ্তি** ইত্যাদি—নাম সমাপ্তি হইলে তোমার যাহা মন হয়, তাহাই করিব; যথাশ্রুত অর্থ এই যে, "এখন তোমার মনে যে বাসনা আছে, আমার নাম-সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাহা আমি পূর্ণ করিব।" অন্ততঃ বেশ্যাটি হয়ত এইরূপই বুঝিয়াছিল। কিন্তু হরিদাসের মনের গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, "নাম-সমাপ্তি হইলে তোমার যে মন হয়, তাহা করিব—বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন শুন, আমার সংখ্যানাম পূর্ণ হইলে তখন তোমার মনে যে বাসনা হইবে, তাহা আমি পূর্ণ করিব।"

বেশ্যাটীর সঙ্গে বিলাসের বাসনায় হরিদাস এ কথা বলেন নাই; হরিদাসের মত একান্তভাবে নামাশ্রয়ীয় চিত্তে স্ত্রী-সঙ্গের ক্ষীণ-বাসনাও জন্মিতে পারে না। তিনি ভগবচ্চরণে সম্যক্‌রূপে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন; ভগবান্‌ই মায়ার কুহক হইতে সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীতা ৭।১৪॥" মায়ার ছলনাতেই জীবের চিত্তে কামবাসনা জন্মে; নাম ও নামীতে ভেদ নাই; নামের ঐকান্তিক আশ্রয়েই নামী তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন; মায়া তাঁহার নিকটেও যেঁষিতে সমর্থ নহে, তাই মায়া-জনিত কাম-বাসনা তাঁহার চিত্তে স্থান পাইতে পারেনা। শ্রীহরিনাম জীবের চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জন-স্বরূপ। হরিনাম গ্রহণ করিলে চিত্তের সমস্ত আবর্জ্জনা, সমস্ত কুভাব দূরীভূত হয়। সিদ্ধ-মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের নিকটে তাঁহার জনৈক অনুগত লোক বলিয়াছিলেন—"ঠাকুর, স্ত্রীর নিকটে গেলেই আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, স্ত্রী-সঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারি না। কি করিব, উপদেশ করুন।" তখন পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন—"দেখ, হরিনামে মনের কু-ভাব দূর হয়। যখনই চিত্তে স্ত্রী-সঙ্গের বাসনা জন্মিবে, তখনই তুই হরিনাম করিবি।" যে হরিনামের প্রভাবে চিত্ত হইতে পূর্ব্বস্থিত কাম-বাসনা দূরীভূত হইয়া যায়, সেই মহাশক্তি হরিনামকে যিনি একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তে কামভাব উদিত হইতে পারেনা।

বিশেষতঃ বেশ্যাটীর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই যদি হরিদাসের ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে নাম-সংখ্যাপূরণের নিমিত্ত তিনি অপেক্ষা করিতেন না। রাত্রিকাল, নির্জ্জন স্থান, (গভীর বনের মধ্যে তাঁহার কুটীর), সাক্ষাতে সুসজ্জিতা সুন্দরী যুবতী, সঙ্গমের জন্য যুবতীরও বলবতী বাসনা, যুবতী উপযাচিকা হইয়াই তাঁহার নিকটে আসিয়া স্বীয়-সম্ভোগ-বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছে। হরিদাসের নিজেরও পূর্ণ যৌবন—সমস্তই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুকূল। এই অবস্থায় যাহার হৃদয়ে অভিসারিকা-রমণীর সঙ্গে বিলাস-বাসনার ক্ষীণ আভাও উদিত হয়, তাহার মনে স্বীয়-ব্রত-রক্ষার চিন্তাই স্থান পায় না—প্রথমে স্থান পাইলেও কিছুক্ষণ পরে এতসব প্রলোভন ও সুযোগের প্রভাবে ঐ চিন্তা বহুদূরে অপসারিত হইয়া যায়; উপযাচিকা সুন্দরী যুবতীকে সাক্ষাতে রাখিয়া সমস্ত রাত্রি ব্রত-পালনের চেষ্টা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

১০৮। হরিদাসের কথা শুনিয়া বেশ্যা বসিয়া রহিল, আর হরিদাসের মুখে শ্রীহরিনাম শুনিতে লাগিল; কিন্তু রাত্রিমধ্যে হরিদাসের নাম পূর্ণ হইল না। নাম করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল; প্রাতঃকাল দেখিয়া বেশ্যাটী উঠিয়া চলিয়া গেল; সমস্ত বিবরণ রামচন্দ্র খানের নিকটে বলিল।

প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সব সমাচার যাই খানেরে কহিলা ॥ ১০৯
আজি আমা অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥ ১১০
আর দিন রাত্রি হৈল, বেশ্যা আইলা।
হরিদাস তারে বহু আশ্বাস করিলা—॥ ১১১
কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লৈবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥ ১১২
তাবৎ ইহাঁ বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন ॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৯-১০। রামচন্দ্র খানের নিকটে বেশ্যাটী বলিল—"হরিদাস আজ মুখে আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার সংখ্যানাম পূর্ণ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে বলিয়া আজ আমার সঙ্গে সঙ্গম হয় নাই বটে, কল্য অবশ্যই আমাদের সঙ্গম হইবে।"

বচনে—বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

১১১। **আরদিন**—আর একদিন; পরের দিন। **আশ্বাস**—আপ্‌শোস, দুঃখ-প্রকাশ। আশ্বাসের প্রকারটী পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত হইয়াছে। আশ্বাস-স্থলে "কৃপাশ্বাস"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; **কৃপাশ্বাস**—কৃপাসূচক আশ্বাস; যে আশ্বাসে বেশ্যাটীর প্রতি হরিদাসের কৃপাই প্রকাশ পাইয়াছে।

১১২। **কালি দুঃখ পাইলে**—কল্য রাত্রিতে তুমি বড়ই কষ্ট পাইয়াছ। সমস্ত রাত্রি নিঃশব্দে তোমাকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছে; শুইতে পার নাই, ঘুমাইতে পার নাই, তাতে তোমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। আশায় আশায় বসিয়া রহিয়াছ, তোমার আশাও কল্য আমি পূর্ণ করিতে পারি নাই, তাতে তোমার আরও কষ্ট হইয়াছে। **অপরাধ না লইবে আমার**—আমার অপরাধ গ্রহণ করিবে না। তোমার গতরাত্রির সমস্ত কষ্টের মূলই আমি; তজ্জন্য আমার কোনও অপরাধ লইবে না।

বৈষ্ণবের আচরণ-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে। ২।২২।৬৬॥" হরিদাস-ঠাকুর ইহার আদর্শ দেখাইলেন, নিজের আচরণে তাহার কষ্ট হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া বেশ্যার নিকটেও ক্ষমা চাহিলেন।

আপাতঃ-দৃষ্টিতে রাত্রি-জাগরণাদিতে বেশ্যাটীর কষ্ট হইয়াছে বলিয়াই মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক ইহা তাহার পরম সৌভাগ্য। হরিদাস ঠাকুরের মত ভুবন-পাবন বৈষ্ণবের মুখে শ্রীহরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণের সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে?

অবশ্য করিব ইত্যাদি—হরিদাস বেশ্যাটীকে বলিলেন "আমি নিশ্চয়ই তোমাকে অঙ্গীকার করিব, ইহাতে অন্যথা হইবে না।" এই উক্তির মূলে হরিদাস-ঠাকুরের গূঢ় উদ্দেশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১১৩। **তাবৎ**—যে পর্য্যন্ত আমার সংখ্যা নাম পূর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত। **ইহাঁ**—এইস্থানে; আমার কুটীরের দ্বারে। **নাম পূর্ণ হৈলে**—সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন শেষ হইলে। **পূর্ণ হবে তোমার মন**—তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে। যথাশ্রুত অর্থে মনে হইতে পারে—যে বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বেশ্যাটী হরিদাস-ঠাকুরের নিকটে আসিয়াছিল, মনের সেই বাসনা পূরণের কথাই যেন তিনি বলিতেছেন; বেশ্যাটীও হয়তো তাহাই বুঝিয়াছিল। কিন্তু হরিদাসের উক্তির আরও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয়; তাহা হইতেছে এইরূপ। জীব যে দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখের লোভে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে, ইহাই তাহার মনের অপূর্ণতার লক্ষণ। জীবস্বরূপের বাস্তবিক বাসনা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা; ইহাই প্রাকৃত মনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সুখের বাসনা বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং ইন্দ্রিয়-সুখের অনুসন্ধানে জীবকে চঞ্চল করিয়া তোলে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সুখে জীবস্বরূপের কৃষ্ণসেবা-সুখের বাসনা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। তাই সেই বাসনা সর্ব্বদাই থাকে অপূর্ণ।

তুলসীকে তাঁকে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে 'হরিহরি' ॥ ১১৪
রাত্রিশেষ হৈল বেশ্যা উষিমিষি করে।
তার রীত দেখি হরিদাস কহেন তাহারে—॥ ১১৫
কোটি নাম গ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে ॥ ১১৬
'আজি সমাপ্তি হইবে' হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম, সমাপ্তি করিতে নারিল॥১১৭
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহা যে জীবস্বরূপের পক্ষে কৃষ্ণসেবা-সুখেরই বাসনা, বহির্মুখ জীব তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়া এবং ইহাকে তাহার ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা বলিয়া ভুল করে বলিয়া জীব মনে করে, তাহার ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা অপূর্ণই রহিয়া গেল; তাই সেই অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে। কিন্তু কোনও ভাগ্যে জীব যদি শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিষয়ে উন্মুখ হইতে পারে, তাহা হইলেই সে তাহার বাসনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে এবং তখনই তাহার মনের অপূর্ণতা দূরীভূত হইতে থাকে এবং মন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখের এবং শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণাদির মাধুর্য্যের অনুভবে মন পূর্ণতা লাভ করে। হরিদাস ঠাকুর ভঙ্গীতে এই পূর্ণতার কথাই বলিয়াছেন।

১১৪। **তুলসীকে তাঁরে**—তুলসীকে ও হরিদাসকে। **দ্বারে বসি**—হরিদাসের কুটীরের দ্বারে বসিয়া। **বোলে "হরি হরি"**—বেশ্যা "হরি হরি"-শব্দ করে। পূর্ব্বরাত্রিতে হরিদাসঠাকুরের মুখে বেশ্যাটী নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছে; তাহাতেই—শ্রবণ-রূপ ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই—তাহার চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে। (শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে ২।২২।৫৭ ॥) তাই বোধ হয়, আজ স্ব-প্রকাশ শ্রীহরিনাম তাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হইতেছেন। আজ শ্রবণাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনাঙ্গ-ভজনও বেশ্যাটী-দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল।

বেশ্যাটীর বোধ হয় কোনও বৈষ্ণব-অপরাধ ছিলনা—ছিলমাত্র বেশ্যাবৃত্তি জনিত পাপ—যাহা নামাভাসেই দূরীভূত হইতে পারে। শ্রীহরিদাসঠাকুরের বৈরাগ্য নষ্ট করার সঙ্কল্পে যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাও তাহার প্রতি হরিদাসের প্রসন্নতাতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুলসীকে নমস্কার, বৈষ্ণবকে নমস্কার, বৈষ্ণবের দর্শন, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের মুখে ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ, সর্ব্বোপরি শ্রীহরিদাসের মুখে নামসংকীর্ত্তন শ্রবণের নিমিত্ত কৃপা-আদেশ—ইহার যে কোনও একটীতেই চিত্ত পবিত্র হইতে পারে; কিন্তু ভাগ্যবতী বেশ্যাটীর ভাগ্যে সমস্তই ঘটিয়াছে; এই অবস্থায় তাহার জিহ্বায় যে হরিনাম স্ফুরিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি? মহৎকৃপাই কৃষ্ণভক্তির মূল। বেশ্যাটীর ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে; ইহার মত সৌভাগ্য কয় জনের হয়?

১১৫। **রাত্রি শেষ হইল**—এই দিনও নাম-সংখ্যা পূর্ণ করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। বেশ্যাটী সাক্ষাতে আছে বলিয়াই যে হরিদাস প্রতিদিন সমস্ত রাত্রি নাম-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা নহে; বাস্তবিক সর্ব্বদাই তিনি সমস্ত রাত্রি নাম-কীর্ত্তন করিতেন। **উষিমিষি**—যাহাকে সাধারণ কথায় "উস্‌পিস্‌" বলে। উঠা-বসা-নড়া-চড়াপ্রভৃতি-দ্বারা অস্থিরতা প্রকাশ করা। আজও রাত্রি শেষ হইয়া গেল, তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না, ঠাকুর তাহার বাসনা পূর্ণ না করার উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে এ সব ছলনাই না জানি করিতেছেন, ইত্যাদি ভাবিয়া বেশ্যাটী যেন অস্থির হইয়া উঠিল; তাহার হাব-ভাবে তাহাই যেন ব্যক্ত হইল। **তার রীত দেখি**—বেশ্যাটীর 'উষিমিষি' দেখিয়া হরিদাস তাহাকে বলিতে লাগিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী তিন পয়ারে উক্ত হইয়াছে। **রীত**—রীতি; আচরণ।

১১৬-১৮। "কোটি নাম" হইতে "হইবেক সঙ্গ" পর্য্যন্ত তিন পয়ার। বেশ্যাটীকে হরিদাস বলিলেন—"দেখ, আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করিতেছি না। তুমি মনে কষ্ট নিও না। আমি একটী ব্রত গ্রহণ করিয়াছি যে,

বেশ্যা যাই সমাচার খানেরে কহিলা।
আর দিন সন্ধ্যা হৈতে ঠাকুর-ঠাঞি আইলা॥ ১১৯
তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে 'হরিহরি'॥ ১২০
'নাম পূর্ণ হবে আজি' বোলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব আজি তোমার অভিলাষ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক মাসে এক কোটি নাম গ্রহণ করিব। মাসও শেষ হইয়া আসিল, নামও প্রায় শেষ হইল, অল্প কিছু বাকী ছিল; মনে করিয়াছিলাম, আজ রাত্রিতেই কোটি সংখ্যা পূর্ণ হইবে; কিন্তু সমস্ত রাত্রি নাম করাতেও তাহা হইল না। কল্য অবশ্যই সংখ্যা পূর্ণ হইবে। তখন স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গ করিব।" **যজ্ঞ**—ব্রত। **দীক্ষা**—ব্রত। **ব্রতভঙ্গ**—কোটিনাম-গ্রহণরূপ ব্রত-পূর্ণ। **স্বচ্ছন্দে**—অবাধে।

হরিদাস-ঠাকুর বেশ্যাকে বলিলেন—"আমার ব্রতপূর্ণ হইলে অবাধে তোমার সঙ্গে সঙ্গ হইবে।" বেশ্যা হয়ত বুঝিল—হরিদাস-ঠাকুর তাহার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সঙ্গের কথাই বলিতেছেন। হরিদাসের উদ্দেশ্য কিন্তু তাহা নহে। হরিদাস পূর্ব্বে দুই দিন "সঙ্গে"র কথা বলেন নাই, বাসনা পূরণের কথাই বলিয়াছেন—প্রথম দিন "করিব যে তোমার মন," দ্বিতীয় দিন "পূর্ণ হবে তোমার মন" ইহাই বলিয়াছেন। তৃতীয় দিনে "সঙ্গের" কথা বলিলেন। এই সঙ্গ অর্থ (সঙ্গ—সম্+গম্+ড—সম্ অর্থ সম্যক্, গম্ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি)—সম্যক্‌রূপে প্রাপ্তি, যে প্রাপ্তিতে আর ছাড়াছাড়ি হয় না, চিরকালের জন্য প্রাপ্তি। দেহের প্রাপ্তিতে, দেহের মিলনে, এই জাতীয় প্রাপ্তি হইতে পারে না—দেহ-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক মিলন শেষ হইয়া যায়; আত্মা অবিনশ্বর, নিত্য; আত্মার সহিত মিলনেই এই জাতীয় প্রাপ্তি, এই জাতীয় "সঙ্গ" সম্ভব। কিন্তু বেশ্যার সহিত হরিদাস-ঠাকুরের আত্মার মিলন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে পারে,—যদি হরিদাস কৃপাবশতঃ বেশ্যাটীকে ভজনোন্মুখ করিয়া শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করেন; বাস্তবিক হরিদাস করিয়াছেনও তাহাই। কিন্তু এইরূপ মিলনের পক্ষে তখনও বাধা ছিল—বেশ্যার চিত্তের অবস্থা তখনও এইরূপ মিলনের অনুকূল হইয়াছিল না। যদিও তুলসী-দর্শন, তুলসী-নমস্কার, বৈষ্ণব-নমস্কার, হরিনাম-শ্রবণ ও হরিনাম-গ্রহণাদি দ্বারা বেশ্যার পূর্ব্ব পাপ দূরীভূত হইয়াছিল, প্রারব্ধ-পাপ-বাসনার মূলও উৎপাটিত হইয়াছিল, তথাপি পাপ-বাসনার ছায়া যেন তখনও তাহার চিত্তে রহিয়াছিল। গাছের মূল উঠাইয়া ফেলিলে গাছ আর জমিতে শিকড় গজাইতে পারে না সত্য; কিন্তু মূল-উৎপাটনের পরেও কতক্ষণ জীবিত থাকে; ক্রমশঃ ভূমি হইতে রস-আকর্ষণের অভাবে এবং রৌদ্রের তাপে শুষ্ক হইয়া তারপর একেবারে মরিয়া যায়। প্রথম দিনই তুলসী-নমস্কার, হরিনাম-শ্রবণাদির প্রভাবে, বেশ্যার প্রারব্ধ-পাপ-বাসনার মূল উৎপাটিত হইয়াছে, তারপর বৃথা-আশারূপ বাতাস পাইয়া থাকিলেও মূলোচ্ছেদ হওয়ায় চিত্ত-রূপ ভূমি হইতে জীবনের অনুকূল—কোনওরূপ রস আকর্ষণ করিতে পারে নাই; বিশেষতঃ, চিত্তে অনুকূল রস ছিলও না—পূর্ব্ব-সঞ্চিত পাপরাশি নাম-শ্রবণাদির প্রভাবে ধ্বংস হওয়ায় ঐ রসের উৎসও নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছে। তার উপরে হরিদাসের সদিচ্ছা ও হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপ প্রখর সূর্য্যের কিরণে ঐ উন্মূলিত পাপ-বৃক্ষ তীব্রবেগেই বিশুষ্ক হইতেছিল। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালেও বেশ্যার "উষিমিষি"তে হরিদাস বুঝিলেন, উৎপাটিত পাপ-বৃক্ষে পূর্ব্ব-সঞ্চিত রস এখনও কিছু আছে; কিন্তু অতি সামান্য। এই সামান্য রসটুকুই বোধ হয়, তখন তাহাদের আত্মার মিলনের বাধা দিতেছিল। কিন্তু হরিদাস মনে করিলেন, আর এক দিনের রৌদ্রেই এই সামান্য রসটুকু নিঃশেষে শুকাইয়া যাইবে, তখন মিলনের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অন্তর্হিত হইবে। তাই তিনি বলিলেন—কল্য স্বচ্ছন্দে, অবাধে তোমার সহিত আমার সঙ্গ (সম্যক্ মিলন) হইবে।

১১৯-২০। হরিদাসের আশ্রম হইতে বেশ্যাটী প্রাতঃকালে চলিয়া গেল, গিয়া রামচন্দ্র খানের নিকটে সমস্ত বলিল। আবার সন্ধ্যা-সময়ে হরিদাসের আশ্রমে আসিল এবং তুলসীকে ও হরিদাসকে দণ্ডবৎ করিয়া কুটীরের দ্বারে বসিয়া নাম-কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল এবং নিজেও "হরি হরি" বলিতে লাগিল।

১২১। হরিদাস বলিলেন,—"আজ আমার সংখ্যা-নাম পূর্ণ হইবে; তখন তোমার বাসনা পূর্ণ করিব; অর্থাৎ

কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল ॥ ১২২
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের চরণে।
রামচন্দ্রখানের কথা কৈল নিবেদনে—॥ ১২৩
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার।
কৃপা করি কর মো-অধমের নিস্তার ॥ ১২৪
ঠাকুর কহে—খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি ॥ ১২৫
সেইদিন আমি যাইতাঙ্‌ এ স্থান ছাড়িয়া।
তিনদিন রহিলাঙ্‌ তোমা-নিস্তার লাগিয়া ॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমার নাম পূর্ণ হইলে তোমার যে বাসনা (অভিলাষ) হইবে, তাহা আমি পূর্ণ করিব।" ৩,৩,১১৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অথবা "আমার নাম পূর্ণ হইলেই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।" যখন হৃদয়ে আর কোনও বাসনার উদয় হয় না, তখনই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলা যায়। হরিদাস-ঠাকুরের উক্তির মর্ম্ম এই যে "আমার নাম পূর্ণ হইলে, তোমার চিত্তের এমন একটী অবস্থা হইবে যে, তোমার চিত্তে তখন আর ইন্দ্রিয়-সুখের নিমিত্ত কোনও বাসনাই থাকিবে না।" বাস্তবিক হইয়াছিলও তাহাই।

১২২-২৪। "কীর্ত্তন করিতে" হইতে "মো অধমের নিস্তার" পর্য্যন্ত তিন পয়ার। নাম-সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ হইতে হইতে এই দিনও রাত্রি শেষ হইয়া গেল। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গের মাহাত্ম্যেই, নাম-সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার পরে, বেশ্যাটীর মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা তাহার চিত্ত হইতে দূরীভূত হইল। তখন তাহার নিজের আচরণের জন্য আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল; পূর্ব্বপাপের কথা স্মরণ করিয়া তীব্র যাতনা উপস্থিত হইল; হরিদাস-ঠাকুরের চরণে অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়াও তাহার ভয় হইল। তখন বেশ্যাটী হরিদাস-ঠাকুরের চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল এবং রামচন্দ্র-খানের প্ররোচনাতেই যে নিতান্ত ঘৃণিত জঘন্য পাপ-বাসনা লইয়া হরিদাস-ঠাকুরের আশ্রমে আসিয়াছে, তাহাও বলিল। এই সমস্ত বলিয়া আরও বলিল—"ঠাকুর, আমি বেশ্যা, বেশ্যাবৃত্তি করিয়া আমি যত পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার কুলকিনারা নাই। ঠাকুর, আমার কি উপায় হইবে? আমি নিতান্ত অধম, আমি পশু হইতেও হীন; ঠাকুর, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার কর। তোমার চরণে দাসীর ইহাই কাতর প্রার্থনা।"

সাধু-সঙ্গে, শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে বেশ্যাটীর চিত্তের মলিনতা সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইল, তাহার নির্ব্বেদ অবস্থা উপস্থিত হইল।

ঠাকুরের সঙ্গে—হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গ-মাহাত্ম্যে; হরিদাসের নিকটে বসিয়া থাকার প্রভাবে। বেশ্যাটী প্রথমে যে জাতীয় সঙ্গের বাসনা করিয়া আসিয়াছিল, সে জাতীয় ঘৃণিত সঙ্গ নহে।

১২৫-২৬। বেশ্যার কথা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন—"রামচন্দ্র-খানের কথাতেই যে তুমি আসিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। এজন্য তাহার প্রতি আমার ক্রোধও নাই, দুঃখও নাই। কারণ, সে মূর্খ, অজ্ঞ। কি জঘন্য কাজ করিতেছে, ইহার ফল কি হইবে, তাহা সে জানেনা। যাহা হউক, যেদিন রামচন্দ্র তোমাকে এখানে পাঠাইবার যোগাড় করিয়াছিল, সেই দিনেই এই স্থান ত্যাগ করিয়া আমি অন্যত্র চলিয়া যাইতাম; কেবল তোমার উদ্ধারের নিমিত্তই এই তিনদিন অপেক্ষা করিয়াছি।" **অজ্ঞ মূর্খ সেই**—সেই রামচন্দ্রখান, সে মূর্খ, অজ্ঞ, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য, বিচার-বুদ্ধি-শূন্য। **তারে**—রামচন্দ্র খানেরে।

হরিদাসের মহিমা এবং হরিনামের মহিমা-খ্যাপনার্থই বোধ হয় পরম-করুণ ভক্তবৎসল ভগবান্‌ বেশ্যাটীর উদ্ধারের জন্য হরিদাসের মনে বাসনা জাগাইয়াছিলেন। বেশ্যার ন্যায় পাপচারিণীও যে মহতের কৃপায় এবং শ্রীনামের কৃপায় উদ্ধার লাভ করিতে পারে, নাম-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া পরম-কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে—এই ব্যাপারে ভগবান্‌ তাহাই দেখাইলেন।

বেশ্যা কহে—কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ॥ ১২৭
ঠাকুর কহে—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥ ১২৮
নিরন্তর নাম লও, কর তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ ১২৯
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি 'হরিহরি'॥ ১৩০
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥ ১৩১
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে॥ ১৩২
তুলসী-সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৭। **ভবক্লেশ**—সংসার-যন্ত্রণা। বেশ্যাটী বলিল—"আমার এখন কি করিতে হইবে, কিসে আমার সংসার-যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে, কৃপা করিয়া তাহা আমাকে উপদেশ করুন।"

১২৮-২৯। হরিদাস বলিলেন—"তোমার যাহা কিছু আছে, সমস্তই ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ফেল। তারপর নিষ্কিঞ্চনভাবে আমার এই কুটীরে আসিয়া বাস কর; এখানে থাকিয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে, আর তুলসী সেবা করিবে। তাহা হইলে শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইলে আনুষঙ্গিক-ভাবেই তোমার ভব-বন্ধন দূর হইবে।" **ঘরের দ্রব্য**—তোমার ঘরে যাহা কিছু আছে। **এই ঘরে**—আমার এই কুটীরে।

বেশ্যাটীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীহরিদাসের মুখে নাম-উপদেশ, তাহার সিদ্ধ-ভজন-কুটীরে থাকিয়া ভজন করার উপদেশ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?

১৩০। **এত বলি**—বেশ্যাটীকে কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়াই।

বেশ্যাটীর কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়াই হরিদাস-ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং "হরি হরি" বলিতে বলিতে ঐস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। হরিদাস এস্থান হইতে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসের অধিকৃত সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরে গিয়াছিলেন। এই সপ্তগ্রামই রঘুনাথদাস গোস্বামীর জন্মস্থান।

১৩১। **গুরুর আজ্ঞা**—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আদেশ। **লইল**—গ্রহণ করিল। হরিদাস-ঠাকুর যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই করিল। **গৃহবিত্ত**—গৃহ এবং বিত্ত (সম্পত্তি); অথবা গৃহে যে বিত্ত (সম্পত্তি) ছিল, তাহা।

১৩২-৩৩। **মাথা মুড়ি**—মাথা মুড়াইয়া ফেলিল। **একবস্ত্রে**—কেবল মাত্র পরিধানের একখান কাপড় লইয়াই ভাগ্যবতী বেশ্যাটী গৃহত্যাগ করিয়াছিল; ঐ একবস্ত্রেই কুটীরে বাস করিতে লাগিল।

সেই ঘরে—হরিদাসের কুটীরে।

এইরূপই মহৎকৃপার ফল। বেশ্যাটী কত যত্নে কত বহুমূল্য সুগন্ধিতৈলাদি দ্বারা নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত যে কেশের সংস্কার করিত, কত সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে, কত বহুমূল্য মণি-মুক্তাদি দ্বারা যে কেশের সাজসজ্জা করিত, মাথা মুড়াইয়া সেই কেশকলাপ বেশ্যাটী ফেলিয়া দিল। সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের অলঙ্কারে, কত বহুমূল্য বস্ত্রে যাহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত করার জন্য কত বিলাসী পুরুষ অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে, সে কিনা আজ একখানা মাত্র অঙ্গাচ্ছাদন-বস্ত্র সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগিনী!! চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় কত উপাদেয় বস্তু সর্ব্বদা আহার করিয়াও যে তৃপ্তিলাভ করিত না, আজ সে দুই এক মুষ্টি ছোলা চিবাইয়া, কোনও দিন বা উপবাস করিয়াই পরম সুখ অনুভব করিতেছে!! কত কত দাসী সর্ব্বদা যাহার সেবার জন্য নিয়োজিত থাকিত, কত কত গণ্যমান্য পদস্থ লোক যাহার মনোরঞ্জনের জন্য সর্ব্বদা উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত, সুসজ্জিত অট্টালিকায় কত বিলাস-সামগ্রী-স্তূপের মধ্যে থাকিয়াও যাহার তৃপ্তি হইতনা, আজ কিনা সে প্রথম যৌবনে এক বস্ত্রে, একাকিনী, জীর্ণশীর্ণ পর্ণ কুটীরে গভীর অরণ্যের মধ্যে বাস করিয়া অনাহারে অনিদ্রায়

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান ত ॥ ১৩৪
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥ ১৩৫
রামচন্দ্রখান অপরাধবীজ রুইল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেত ফলিল ॥ ১৩৬
মহদপরাধের ফল অদ্ভুতকথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি, শুন ভক্তগণ ॥ ১৩৭
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্রখান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রতিদিন তিনলক্ষ হরিনাম ও তুলসী-সেবা করিয়াই পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছে !!! **চর্ব্বণ**—ক্ষুধা নিবারণের জন্য ছোলা আদি কখা শুকা বস্তু চর্ব্বণ। অথবা—তুলসী-চর্ব্বণ। (ইন্দ্রিয়-দমনার্থ)। **উপবাস**—কখনও ছোলা-আদি চিবাইয়া খাইত, কখনও বা একেবারেই উপবাস করিত। **ইন্দ্রিয় দমন হৈল**—ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা দূর হইল। নিয়মিত ভজনের প্রভাবে এবং উত্তেজক আহার্য্যত্যাগের ফলে তাহার ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা দূর হইল এবং ভজনের প্রভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি হওয়াতে শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাবে চিত্ত সমুজ্জ্বল হইল, তাহাতে ক্রমশঃ প্রেমের বিকাশ হইল।

১৩০-৩৩ পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় :—"এত বলি নাম তারে উপদেশ কৈল। মাথামুণ্ডি একবস্ত্রে সেস্থানে রহিল ॥ রাত্রি দিবসে নাম তিনলক্ষ জপে। তুলসীসেবন করে তুলসী-সেবনে ॥

১৩৪। **তাঁর দর্শনেতে**—তাঁহাকে (ঐ বেশ্যাকে) দর্শন করিবার জন্য।

১৩৫। **হরিদাসের মহিমা**—সুন্দরী যুবতী বেশ্যার এইরূপ পরিবর্ত্তন, একমাত্র হরিদাসের কৃপাতেই—ইহা সকলেই বুঝিতে পারিল ; তাই সকলেই হরিদাসের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্রখান চেষ্টা করিয়াছিল, হরিদাসের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিতে, তাহার কলঙ্ক রটাইতে। ফল হইল, তাহার বিপরীত। বাস্তবিক যাঁহারা নিষ্কপট-চিত্তে ভজন করিয়া থাকেন, কেহই কোনও প্রকারে তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না।

১৩৬। **অপরাধ-বীজ**—অপরাধের বীজ। হরিদাসের অনিষ্ট করার চেষ্টাই রামচন্দ্রখানের অপরাধ-বীজ হইল। **রুইল**—রোপণ করিল। **আগেত**—ভবিষ্যতে।

হরিদাসের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করায় রামচন্দ্রখানের যে অপরাধ হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শেষকালে সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ-সাধন করিল। (সর্ব্বনাশের কথা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে)। অপরাধের ধর্ম্মই এই যে, একটী অপরাধই যেন অপর দশটীকে টানিয়া আনে। ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি।

বৈষ্ণব-অপরাধ বড় সাংঘাতিক জিনিষ। কাহারও আচরণে বৈষ্ণব নিজে অবশ্য কোনও অপরাধ গ্রহণ করেন না ; রামচন্দ্রের আচরণে হরিদাসও অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"অজ্ঞমূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি"। কিন্তু ভক্ত-বৎসল ভগবান্ বৈষ্ণবদ্বেষীকে ছাড়েন না। তাহাকে অপরাধের ফল ভোগ করিতেই হয়—যদি অপরাধ-খণ্ডনের চেষ্টা না করে।

১৩৭। **মহদপরাধ**—মহতের নিকটে যে অপরাধ, তাহা। কোনও মহাপুরুষের প্রতি বিরুদ্ধাচরণাদিবশতঃ যে অপরাধ হয়, তাহা।

প্রস্তাব—প্রসঙ্গ।

১৩৮। **সহজেই**—স্বভাবতঃই। **অবৈষ্ণব**—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ। **হরিদাসের অপরাধে**—হরিদাসের চরণে অপরাধবশতঃ। **অসুর-সমান**—অসুরের তুল্য ; ভগবান্ ও ভক্তের বিরুদ্ধাচরণ করাই অসুরের স্বভাব। রামচন্দ্রখানের অসুর-স্বভাবের পরিচয় পরবর্ত্তী পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥ ১৩৯
নিত্যানন্দগোসাঞি যবে গৌড়ে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥ ১৪০
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুইকার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥ ১৪১
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-উপরে॥ ১৪২
অনেক লোকজন সঙ্গে,—অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥ ১৪৩
সেবক কহে—গোসাঞি! মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসাস্থান॥ ১৪৪
গোয়ালের ঘরে গোহালি সে অত্যন্ত বিস্তার।
ইহাঁ সঙ্কীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার॥ ১৪৫
ভিতরে আছিল শুনি ক্রোধে বাহির হৈলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা—॥১৪৬

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৯। **বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-নিন্দা**—বৈষ্ণবের নিন্দা ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিন্দা। **বৈষ্ণব অপমান**—বৈষ্ণবের অপমান। **পাইল পরিণাম**—পরিণতি প্রাপ্ত হইল; ফল প্রসব করিতে লাগিল।

রামচন্দ্রখান বহুদিন যাবৎ বৈষ্ণবের নিন্দা, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিন্দা ও বৈষ্ণবের অপমান করিয়া আসিতেছিল। বহুকালের সঞ্চিত অপরাধ এখন ফল প্রসব করিতে লাগিল। এই সমস্ত পুঞ্জীভূত অপরাধের ফলেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে পর্য্যন্ত অপমানিত করার নিমিত্ত রামচন্দ্রখানের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল; শ্রীনিতাইএর অবমাননায় খানের যে শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে বিবৃত হইয়াছে।

১৪০। **গৌড়ে আইলা**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে নাম-প্রেম-প্রচারার্থ যখন নীলাচল হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ে (বঙ্গদেশে) আসিয়াছিলেন। গৌড়ে আসিয়া তিনি নাম-প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। **ভ্রমিতে**—দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে।

১৪১। **অবধূত**—শ্রীনিত্যানন্দ।

১৪২। **সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ**—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তাই তিনি রামচন্দ্রখানের অপরাধের কথা জানিতেন; ইহা জানিয়াই তাহার উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ীতে প্রভু গেলেন। কারণ, প্রেম-প্রচারের সঙ্গে পাষণ্ড-দলনও প্রভুর একটী কার্য্য। "পাষণ্ড-দলন-বানা নিত্যানন্দরায়।" **তার ঘরে**—রামচন্দ্রখানের বাড়ীতে। **দুর্গামণ্ডপ**—যে মণ্ডপঘরে দুর্গাপূজা হয়।

১৪৩। **অনেক লোকজন**—প্রভুর সঙ্গে অনেক লোক ছিলেন। **অঙ্গন ভরিল**—দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে যে অঙ্গন (উঠান) ছিল, প্রভুর লোকজনে তাহা পূর্ণ হইল। **ভিতর হৈতে**—বাড়ীর ভিতর হইতে।

১৪৪। **খান**—রামচন্দ্র খান। **গৃহস্থের ঘরে**—ইহা জমিদার বাড়ী, গৃহস্থের বাড়ী নহে; এস্থানে তোমার স্থান মিলিবে না, চল গৃহস্থের বাড়ীতে যায়গা করিয়া দেই।

১৪৫। **গোহালি**—গরু বাঁধিবার স্থান। কোন কোন গ্রন্থে "গোশালা"-পাঠও আছে। **অত্যন্ত বিস্তার**—গরু বাঁধিবার স্থান অত্যন্ত বিস্তীর্ণ (বড়)। **ইহাঁ**—এই দুর্গামণ্ডপে ও অঙ্গনে।

রামচন্দ্রখানের সেবক আসিয়া বলিল—"গোসাঞি, খান-মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমার অনেক লোকজন; দুর্গামণ্ডপে ও অঙ্গনে তাহাদের সকলের যায়গা হইবেনা, কারণ স্থানটী অতি সঙ্কীর্ণ। গোয়ালা-গৃহস্থের বাড়ীতে বড় বড় গোশালা (গরুঘর) আছে; তাহাতে তোমার লোকজন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। চল তোমাকে গোয়ালার বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

১৪৬। **ভিতরে**—দুর্গামণ্ডপের ভিতরে। নিত্যানন্দপ্রভু ছিলেন দুর্গামণ্ডপের ভিতরে। রামচন্দ্র-খানের সেবকের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং অট্টহাসির সহিত বলিতে লাগিলেন।

সত্য কহে—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তার যোগ্য হয়॥ ১৪৭
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড করিতে সেই গ্রামে না রহিলা॥ ১৪৮
ইহাঁ রামচন্দ্রখান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাহাঁ বসিলা তাহাঁ মাটি খোদাইল॥১৪৯
গোময়-জলে লেপিল সব মন্দির অঙ্গন।
তভু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥ ১৫০

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৭। প্রভু ক্রোধভরে বলিলেন—"খান সত্যই বলিয়াছে। এই ঘর বাস্তবিকই আমার থাকিবার যোগ্য নহে; যাহারা ম্লেচ্ছ, যাহারা গো-বধ করে, এ ঘর তাহাদেরই থাকিবার যোগ্য।"

যোগ্য নয়—বাস্তবিকও বৈষ্ণব-অপরাধী পাষণ্ড রামচন্দ্রখানের গৃহ, বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের বাসের যোগ্য নহে। যেখানে পবিত্রতা নাই, যেখানে ভক্তি নাই, সে স্থান বৈষ্ণবের বাসের যোগ্য নহে। যেস্থানে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, ভগবদ্-বিদ্বেষ, সেস্থানে বাস করিলে ভক্তের ভক্তি বিশুষ্ক হইয়া যায়। অবশ্য ভক্তি-বিশুষ্কতার ভয়ে শ্রীনিতাইচাঁদ রামচন্দ্রের গৃহত্যাগ করেন নাই; অফুরন্ত ভক্তির ভাণ্ডার মূর্ত্তিমন্ত গৌরপ্রেম-স্বরূপ শ্রীনিতাইচাঁদের ভক্তি বিশুষ্ক হওয়ার আশঙ্কা নাই। কেবল রামচন্দ্রের অপরাধের যথোচিত দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এবং বৈষ্ণব-অপরাধের কি শোচনীয় ফল, জীবজগৎকে তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু তাহার গৃহত্যাগ করিলেন।

আরও একটী কথা। শুনা যায়, শ্রীনিত্যানন্দের নাকি ক্রোধ নাই, অভিমান নাই। "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দরায়। অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥" কিন্তু রামচন্দ্রখানের প্রতি তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন কেন? জমিদারের দুর্গামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া গোয়ালা-গৃহস্থের গোশালায় থাকার প্রস্তাবে তিনি যে ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহাতে বুঝা যায়, তাঁহার অভিমানে আঘাত লাগাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন,—ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? অধিকন্তু, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি জানিতেন—রামচন্দ্র মহাপাষণ্ড, তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে না; তথাপি তিনি সেখানে গেলেন কেন?

রামচন্দ্রখানের বাড়ীতে যাওয়ার প্রভুর দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, তাহাকে উদ্ধার করা। প্রভুর আগমনে রামচন্দ্র আসিয়া যদি প্রভুর যথোচিত অভ্যর্থনা করিতেন, তাহা হইলে পতিত-পাবন পরমদয়াল শ্রীনিতাই নিশ্চয়ই তাঁহাকে কৃপা করিতেন এবং কিরূপে তাহার অপরাধের খণ্ডন হইতে পারে, তাহাও উপদেশ করিতেন। তাতে, রামচন্দ্র ধন্য হইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণব-অপরাধের ফল যে কিরূপ ভীষণ, একটী বৈষ্ণব-অপরাধ যে দশটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে এবং অবশেষে স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার পার্ষদগণকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়, রামচন্দ্রখানের দৃষ্টান্তে তাহা দেখাইয়া জীবজগৎকে বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধে সতর্ক করা। রামচন্দ্রখানের আচরণে প্রভুর অভিমানেও আঘাত লাগে নাই, বাস্তবিক তিনি ক্রুদ্ধ হন নাই; বাহিরে মাত্র ক্রোধের ভাণ দেখাইয়াছেন। ইহাও খানের প্রতি প্রভুর কৃপা-প্রকাশের একটি ভঙ্গীমাত্র। দুষ্ট-ছেলেকে সদুপদেশাদি দ্বারা পিতামাতা যখন কোন মতেই শোধরাইতে পারেন না, তখন তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন তাহাকে কঠোর শাস্তি দিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাও পিতামাতার কৃপাই, বাস্তবিক শাস্তি নহে। রামচন্দ্রখানও দুষ্ট ছেলের মত দুর্দ্দান্ত। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে তাহার সংশোধনের উপায় নাই—তাই পরম-করুণ শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন।

১৪৮। তারে দণ্ড করিতে—রামচন্দ্রখানকে শাস্তি দিতে। **সেই গ্রামে**—রামচন্দ্র যে গ্রামে থাকে, সে গ্রামেও।

১৪৯-৫০। নিত্যানন্দ-প্রভুর অবমাননায় রামচন্দ্রের অপরাধের মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়া তাহার দুর্ম্মতিকে আরও অগ্রসর করিয়া দিল। ইহার ফলে রামচন্দ্র কিরূপ আচরণ করিল, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে। দুর্ম্মতির প্রকোপে রামচন্দ্র মনে করিল, সপরিকর শ্রীনিতাইচাঁদের আগমনে তাহার বাড়ী অপবিত্র হইয়া গিয়াছে—অথবা শ্রীনিত্যানন্দ ও

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র—না দেয় রাজকর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥ ১৫১
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য-বধ করি মাংস সে-ঘরে রান্ধাইল॥ ১৫২
স্ত্রী-পুত্র-সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া॥ ১৫৩
সেই ঘরে তিন দিন করে অমেধ্য-রন্ধন।
আরদিন সভা লঞা করিল গমন॥ ১৫৪
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহার পরিকরবর্গ যে নিতান্ত হেয়, অপবিত্র, অস্পৃশ্য—ইহা লোককে জানাইবার নিমিত্ত রামচন্দ্র একটী সাংঘাতিক কাজ করিয়া ফেলিল। প্রভু যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সে ঘরের মাটী খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, সমস্ত ঘর ও অঙ্গন গোময়-জলে লেপাইল।

১৫১। প্রভুর অবমাননায় রামচন্দ্রের কি দুর্গতি হইল, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

রাজকর—খাজনা। **ক্রুদ্ধ হঞা**—খাজনা দেয়না বলিয়া ক্রোধ।

১৫২। **সেই দুর্গামণ্ডপে**—যে দুর্গামণ্ডপে প্রভু বসিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্র যে মণ্ডপের মাটী খুঁড়িয়া গোময়-জলে লেপাইয়াছিল। **অবধ্য**—যাহা বধের অযোগ্য। গরু। **অবধ্যবধ**—গো-বধ। **রান্ধাইল**—ম্লেচ্ছ উজীর পাক করাইল।

প্রভু যে বলিয়াছিলেন, "ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তার যোগ্য হয়" ইহা সত্য হইল।

১৫৩। **তার ঘর গ্রাম লুটে**—ম্লেচ্ছ উজীর যে কেবল রামচন্দ্রের ঘরেই লুটপাট করিলেন, তাহা নহে; সেই গ্রামের সকলের ঘরেই লুটপাট করা হইল। অসৎ-সঙ্গের ফলেই সমস্ত গ্রামবাসীর এত দুর্দ্দশা।

১৫৪। **সেইঘরে**—দুর্গামণ্ডপে। **অমেধ্য রন্ধন**—গোমাংস রন্ধন।

১৫৫। **উজাড়**—জনশূন্য।

আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি দেওয়ার জন্যই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার আদেশও ছিল—অনর্গল প্রেমভক্তি বিতরণ করিবে; কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। রামচন্দ্রখান কি প্রেমভক্তি হইতে বঞ্চিত হইল? তাহাই যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপামর সাধারণকে উদ্ধার করার জন্য প্রভুর সঙ্কল্পই তো আংশিক ভাবে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সঙ্কল্প এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার আদেশ হইতে মনে হয়—পরিণামে রামচন্দ্র খান বঞ্চিত হয় নাই। বৈষ্ণব-দ্বেষের গুরুত্ব জগতের জীবকে জানাইবার জন্য এবং স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য রামচন্দ্র খানের চিত্তে তীব্র অনুতাপ জাগাইবার জন্যই শ্রীমন্নিত্যানন্দের এই লীলাভঙ্গী। এই লীলা-ভঙ্গীদ্বারা তিনি জগতের জীবকে জানাইলেন—স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য তীব্র অনুতাপ না জন্মিলে অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে না। শ্রীবাসপণ্ডিতের চরণে অপরাধের ফলে চাপাল-গোপাল কুষ্ঠব্যাধিতে যখন অশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন একদিন তিনি প্রভুর চরণে পতিত হইয়া উদ্ধার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভু তখন বলিয়াছিলেন—"অরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু॥ ১।১৭।৪৭॥" তখন তাঁহাকে উদ্ধার করেন নাই। সন্ন্যাসের পরে নীলাচল হইতে প্রভু যখন একবার নদীয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন আবার চাপাল-গোপাল তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীবাসের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। চাপাল-গোপালের চিত্তে তীব্র অনুতাপ জাগাইবার উদ্দেশ্যে এবং বৈষ্ণব-অপরাধের গুরুত্ব খ্যাপনের উদ্দেশ্যেই প্রভু প্রথম প্রার্থনায় তাঁহাকে উদ্ধার করেন নাই। রামচন্দ্র খান সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ম্লেচ্ছ উজীরের কৃত অত্যাচারে রামচন্দ্র খানের সম্ভবতঃ অনুতাপ জন্মিয়াছিল এবং কেন তাহার

মহান্তের অপমান যেই গ্রামে দেশে হয়।
একজনের দোষে সব দেশ হয় ক্ষয় ॥ ১৫৬
হরিদাসঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম-আচার্য্যের ঘরে ॥ ১৫৭
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই—মুলুকের মজুমদার
তাঁর পুরোহিত—বলরাম নাম তাঁর ॥ ১৫৮
হরিদাসের কৃপাপাত্র—তাতে ভক্তিমানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেইগ্রামে ॥ ১৫৯
নির্জ্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরামাচার্য্যগৃহে ভিক্ষানির্ব্বাহণ ॥ ১৬০
রঘুনাথদাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাসঠাকুরে যাই করে দরশন ॥ ১৬১
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল তাঁরে চৈতন্য পাইবারে॥১৬২
তাহাঁ যৈছে হৈল হরিদাসের মহিমা-কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ ! ॥ ১৬৩
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া ॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই দুর্দ্দশা, তাহাও সম্ভবতঃ রামচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিল। অনুমান হয়, তাহার পরে খান প্রভুর চরণে শরণ নিয়া থাকিবে এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকিবে।

১৫৬। প্রশ্ন হইতে পারে—গ্রামবাসী এক জনের অপরাধে সেই গ্রামের সকলের অনিষ্ট কেন হইবে? গ্রামবাসী অন্যান্যের কি দোষ? অন্যান্যের দোষ বোধ হয় এই যে—মহতের অপমানে তাহারা কোনওরূপ বাধা দেয় নাই, মহতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা চেষ্টা করে নাই। গ্রামবাসীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন না থাকিলে কোনও গ্রামে কোনও মহতের অবমাননা হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদনই গ্রামবাসীর অপরাধ। হইতে পারে—রামচন্দ্র খানের ভয়ে কেহ তাহার আচরণের প্রতিবাদ করিতে সাহস করে নাই; কিন্তু ইহাও দেহাবেশেরই ফল, ইহাও পরোক্ষ অনুমোদন। ইহাও দণ্ডার্হ। যে অন্যায় করে এবং যে অন্যায় সহে, উভয়েই দণ্ডার্হ।

১৫৭। **চান্দপুরে**—সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম। **বলরাম-আচার্য্য**—সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসের পুরোহিত। ৩৩।২০১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৯। **হরিদাসের কৃপাপাত্র**—বলরাম আচার্য্যের প্রতি হরিদাস-ঠাকুরের অত্যন্ত কৃপা ছিল।

তাতে ভক্তিমানে—বলরাম আচার্য্য হরিদাসের কৃপা তো-পাইয়াছেনই, তার উপর তাঁর নিজেরও (অথবা ঐ কৃপার ফলেই তাঁহার) যথেষ্ট ভক্তি ছিল। এজন্য তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে হরিদাসকে সেই গ্রামে রাখিয়া দিলেন।

১৬০। **নির্জ্জনে**—জন-শূন্য স্থানে। **পর্ণশালায়**—খড়-কুটা-দ্বারা তৈয়ারী কুটীরে। **করেন কীর্ত্তন**—হরিদাস ঠাকুর নামকীর্ত্তন করেন। **ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ**—আহার, খাওয়া।

১৬১। হরিদাস-ঠাকুর যখন চান্দপুরে ছিলেন, তখন রঘুনাথ-দাস অত্যন্ত বালক,—পাঠশালায় লেখাপড়া শিখেন; রঘুনাথ-দাস অবসর-সময়ে বলরাম-আচার্য্যের গৃহে যাইয়া হরিদাস-ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। এই রঘুনাথই পরে শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামী নামে খ্যাত হইয়াছেন।

১৬২। হরিদাস-ঠাকুরও বালক রঘুনাথকে অত্যন্ত কৃপা করিতেন। আদৌ হরিদাসের কৃপার বলেই পরবর্ত্তী কালে রঘুনাথ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। **তাঁহার উপরে**—বালক-রঘুনাথের উপরে। **তাঁরে**—রঘুনাথ-সম্বন্ধে। **চৈতন্য**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব।

১৬৩। **তাঁহা**—ঐ চান্দপুরে। **যৈছে**—যে রূপে।

১৬৪। **বলরাম**—বলরাম-আচার্য্য। **বিনতি**—বিনয়; হরিদাসের নিকটে অনুনয় বিনয় করিয়া। **মজুমদারের সভায়**—স্থানীয় জমিদার হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসের সভায়। **ঠাকুর**—হরিদাসকে।

ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥ ১৬৫
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥ ১৬৬
হরিদাসের গুণ সভে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিঞা দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে॥ ১৬৭
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥ ১৬৮
কেহো বোলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহো বোলে—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥১৬৯
হরিদাস কহে—নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়ে॥ ১৭০

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৯॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥ ১৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হরিদাস কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না। সুতরাং জমিদার-সভায় যাওয়ার জন্য তাঁহার কোনও প্রয়োজনই ছিলনা; কেবলমাত্র বলরাম-আচার্য্যের অনুনয়-বিনয়ে বাধ্য হইয়াই সেখানে গিয়াছিলেন।

১৬৫। **দুই ভাই**—হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস। **অভ্যুত্থান**—গাত্রোত্থান; আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। **পায় পড়ি**—হরিদাসের পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিলেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সহিত বসিতে আসন দিলেন।

১৬৬। সভায় অনেক পণ্ডিত, অনেক ব্রাহ্মণ, অনেক সজ্জন (সাধুলোক) ছিলেন। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসও মহাপণ্ডিত ছিলেন।

১৬৭। **সভে**—সভাস্থ সকলে। **পঞ্চমুখে**—অত্যন্ত আনন্দের সহিত অনেক প্রকারে।

১৭০। **এই দুইফল**—পাপক্ষয় ও মোক্ষ।

এই দুই ফল নহে—হরিদাস বলিলেন, পাপক্ষয় ও মোক্ষ (মুক্তি) এই দুইটী-নামের মুখ্য ফল নহে। নামের মুখ্যফল হইল কৃষ্ণপ্রেম; পাপক্ষয় ও মোক্ষ আনুষঙ্গিক ফল মাত্র; তজ্জন্য কোনও চেষ্টা করিতে হয়না, নাম করিতে করিতে আপনা-আপনিই পাপক্ষয় হয় ও মোক্ষ হয়—যেমন সূর্য্যোদয় হইলে আপনা-আপনিই অন্ধকার দূরীভূত হয়।

প্রেম উপজায়ে—নামের ফলে যে কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। নাম করিতে করিতে যে হাসি, কান্না, নৃত্য এসমস্তই প্রেমের লক্ষণ।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

নামকীর্ত্তনের ফলে যে প্রেমোদয় হয়, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭১। **আনুষঙ্গিক ফল**—মুক্তি ও পাপ-নাশ এই দুইটী নামের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র, মুখ্য ফল নহে। যাহা বিনা-চেষ্টায় অন্য কাজের সঙ্গে আপনা-আপনিই উপস্থিত হয়, তাহাই আনুষঙ্গিক। যেমন আমি চাউল কিনিবার নিমিত্ত বাজারে গেলাম, যাওয়ার সময় পথে একটী আম পাওয়া গেল। আম-প্রাপ্তিটী হইল আনুষঙ্গিক লাভ; চাউল-প্রাপ্তিটী মুখ্য লাভ। আমের জন্য আমি বাজারে যাই নাই।

তাহার দৃষ্টান্ত ইত্যাদি—সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভেই যেমন অন্ধকার আপনা-আপনিই (আনুষঙ্গিকভাবে) দূর হয়, সূর্য্যোদয় হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি প্রকাশ পায় (সূর্য্যোদয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য), তদ্রূপ নাম-গ্রহণের প্রারম্ভেই পাপাদি বিনষ্ট হয়। নামের ফলে কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তি হয়। নিম্ন শ্লোক ইহার প্রমাণ।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১৬)—
অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ ১০ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সভে কহে—তুমি কহ অর্থবিবরণ ॥ ১৭২

হরিদাস কহে—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥ ১৭৩

চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয়-ত্রাস।
উদয় হৈলে ধর্ম্মকর্ম্ম-মঙ্গল-প্রকাশ ॥ ১৭৪

তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ১৭৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অংহঃ পাপং সকৃদুদয়াৎ একবারমুচ্চারণাৎ তরণিঃ সূর্য্যো যথা তিমিরজলধিং অন্ধকারসমুদ্রং সংহরন্ জয়তি তথেতি সম্বন্ধঃ। চক্রবর্ত্তী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১০। অন্বয়। তরণিঃ (সূর্য্য) তিমির-জলধিম্ (অন্ধকার-সমুদ্রকে) ইব (যেমন—শোষণ করে, দূরীভূত করে, তেমনি) হরেঃ (শ্রীহরির) জগন্মঙ্গলং (জগন্মঙ্গল—জগতের মঙ্গলজনক) নাম (নাম) সকৃৎ (একবার মাত্র) উদয়াৎ এব (উদিত—উচ্চারিত—হইলেই) লোকস্য (লোকের) অখিলং (সমুদয়) অংহঃ (পাপ) সংহরৎ (সংহার—বিনষ্ট—করিয়া) জয়তি (জয়যুক্ত হয়)।

অনুবাদ। সূর্য্য উদিত হইয়াই যেমন অন্ধকার-সমুদ্রকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম একবার মাত্র (জিহ্বাগ্রে) উদিত হইলেই লোকের সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া জয়যুক্ত হয়। ১০

১৭১-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। পরবর্ত্তী ১৭৩-৭৫ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে।

১৭২। এই শ্লোকের—পূর্ব্বোক্ত "অংহঃ সংহরদখিলমিত্যাদি" শ্লোকের। **অর্থ কর**—হরিদাসঠাকুর পণ্ডিতগণকে বলিলেন। **তুমি**—হরিদাসকে বলিলেন।

১৭৩। এই কয় পয়ারে হরিদাসঠাকুর শ্লোকটীর অর্থ করিতেছেন। **যৈছে**—যেমন। **উদয় না হৈতে**—সূর্য্যের উদয় হওয়ার পূর্ব্বেই। **আরম্ভে**—সূর্য্যোদয়ের আরম্ভেই। **তমের**—অন্ধকারের। **হয় ক্ষয়**—নাশ হয়, অন্ধকার দূর হয়।

১৭৪। চৌর—চোর। **প্রেত**—ভূত। **ভয়-ত্রাস**—ভয় ও ত্বরিত গতিতে পলায়নের চেষ্টা।

চৌর-প্রেত ইত্যাদি—সূর্য্যোদয়ের আরম্ভে ধরাপড়ার আশঙ্কায় চোর প্রভৃতির ভয় ও অসুবিধা হয়; তাই তাহারা তাড়াতাড়ি নিজ নিজ গৃহে পলায়ন করে। কোনও কোনও গ্রন্থে "ভয়-ত্রাস" স্থলে "ভয় নাশ" পাঠ আছে। এস্থলে এইরূপ অর্থ হইবে—সূর্য্যোদয়ের আরম্ভে লোকের পক্ষে চোর-ভূতাদি হইতে উৎপাতের ভয় নষ্ট হয়; যেহেতু, সেই সময়ে তাহারা ধরা-পড়ার ভয়ে ও নিজেদের অভিপ্রেত মন্দ কার্য্যাদি করার অসুবিধা দেখিয়া গৃহে পলায়ন করে। **উদয় হৈলে**—সূর্য্যের উদয় হইলে। **ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মঙ্গল প্রকাশ**—ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি মঙ্গলজনক কার্য্যের প্রকাশ হয়; সূর্য্যোদয় হইলেই লোকে ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, নিজের ও অপরের **মঙ্গল-জনক** কার্য্যও আরম্ভ করে

১৭৫। তৈছে—সেইরূপ। **নামোদয়ারম্ভে**—নাম-কীর্ত্তনের আরম্ভেই। নাম-কীর্ত্তনের সূচনাতেই। **উদয় হৈলে**—নামের উদয় হইলে; নাম জিহ্বায় ও চিত্তে স্ফুরিত হইলে। **হয় প্রেমোদয়**—যাঁহাদের বৈষ্ণব-অপরাধ নাই, আর যাঁহারা নিরপরাধ-ভাবে (নামাপরাধাদি বর্জ্জন করিয়া) নাম করিতে পারেন, তাঁহাদেরই নামকীর্ত্তন মাত্র প্রেমোদয় হয়, যাহাদের অপরাধ আছে, অপরাধের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের প্রেমোদয় হয় না।

মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে ॥ ১৭৬

তথাহি (ভাঃ ৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ১১

যেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥ ১৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৬। নামাভাস হইতেই মুক্তি পাওয়া যায়, তজ্জন্য আর নামের কোনও প্রয়োজন নাই ; নামের পক্ষে মুক্তি অতি সামান্য (তুচ্ছ) ফল। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ। পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয়াদি ৩.৩।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ১৭৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭৭। **যেই মুক্তি** ইত্যাদি—নামাভাস হইতে যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা ভক্ত নিতে চাহেন না, কৃষ্ণ দিতে চাহিলেও নিতে চাহেন না। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ। পরবর্ত্তী শ্লোকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য মুক্তির উল্লেখ আছে। ইহাতে বুঝা যায়, পাঁচ রকমের মুক্তিই নামাভাস হইতে পাওয়া যায়।

এবিষয়ে একটু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন যে, নামাভাসের ফলেই চতুর্ব্বিধা বা পঞ্চবিধা মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে ; শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের উপাখ্যানই এই উক্তির অনুকূলে একটী বড় প্রমাণ। এই প্রমাণটী দেখাইবার জন্য অজামিলোপাখ্যানের "ম্রিয়মাণো হরের্নাম" শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচরিতামৃতে এই পরিচ্ছেদেই দুইবার উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বিষয়টীর সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে অজামিলের উপাখ্যানটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অজামিল ছিলেন ব্রাহ্মণ, তিনি অত্যন্ত সদাচার-সম্পন্ন ও সদ্ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন ; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে এক ভ্রষ্টা তরুণী দাসীকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয় ; ক্রমশঃ তাঁহার ধৈর্য্য নষ্ট হয় এবং অবশেষে বৃদ্ধ মাতাপিতা এবং যুবতীভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ দাসীর সঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ গর্হিত উপায়ে জীবিকা-অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দাসী-গর্ভে তাঁহার দশটী পুত্র জন্মিয়াছিল, সর্ব্ব-কনিষ্ঠটীর নাম ছিল নারায়ণ। অজামিল এই নারায়ণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই নারায়ণ যখন অস্ফুটভাষী শিশু, তখন অজামিলের বয়স ৮৮ বৎসর। এই সময়ে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তিনজন ভীষণাকৃতি যমদূত পাশ হস্তে তাঁহাকে বাঁধিয়া নেওয়ার নিমিত্ত অজামিলের নিকটে আসিলেন। তাঁহাদের মুখ বক্র, গায়ের রোমগুলির অগ্রভাগ সব উপরের দিকে। চেহারা অত্যন্ত বিকট। অজামিল অত্যন্ত ভয় পাইলেন—শিশু নারায়ণ তখন কিছু দূরে খেলা করিতেছিল; অজামিল 'নারায়ণ' 'নারায়ণ" বলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। আসন্নমৃত্যু অজামিলের মুখে এই "নারায়ণ" নাম (বস্তুতঃ নামাভাস ; কারণ, নারায়ণ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল তন্নামক তাঁহার পুত্র ; যাহা হউক, এই "নারায়ণ" নাম) শুনিয়া চারিজন বিষ্ণুদূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যমদূতের হাত হইতে অজামিলকে মুক্ত করিলেন। বিস্মিত হইয়া যমদূতগণ বলিলেন—"এই ব্যক্তি মহাপাপী, সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তও করে নাই, আমরা ইহাকে দণ্ডধর যমরাজের নিকট লইয়া যাইব ; সেখানে কৃতপাপের দণ্ড ভোগ করিয়া এই ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিবে।" শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন,—"হাঁ, অজামিল মহাপাপী ছিল সত্য ; কিন্তু এখন আর সে মহাপাপী নহে ; যে মুহূর্ত্তে সে তাহার পুত্রকে ডাকিবার ছলে আভাস মাত্র চারি অক্ষর "নারায়ণ"-নাম উচ্চারণ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইয়াছে। তাহাতে সে কোটি-জন্মকৃত পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।"—"অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি। যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘ-নিষ্কৃতিম্। যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।৭-৮ ॥"

এই বলিয়া বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে পাশমুক্ত করিলেন। যমদূতগণ চলিয়া গেলেন। অজামিল আশ্বস্ত হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের দর্শনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণুদূতগণ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের মধ্যে যে সগুণ ও নির্গুণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছিল, অজামিল তাহা শুনিয়াছিলেন। নিজের পূর্ব্বকৃত গর্হিত কর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ জন্মিল, ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। অজামিলের ক্ষণকাল মাত্র সাধু (বিষ্ণুদূতদিগের)-সঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। অনন্তর তিনি পুত্রাদিস্নেহ-রূপ সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন। "ইতি জাতসুনির্ব্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু। গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্ত-সর্ব্বানুবন্ধনঃ॥ শ্রী ভা, ৬।২।৩৯॥"

গঙ্গাদ্বারে যাইয়া তিনি ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে মনঃসংযোগ করিলেন (প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যুযোজ মন আত্মনি। শ্রীভা, ৬।২।৪০॥) পরে চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা দেহ-ইন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া পরব্রহ্ম ভগবানে নিয়োজিত করিলেন। "ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা। যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি। শ্রীভা, ৬।২।৪১॥"

তদনন্তর শ্রীভগবানেই তাঁহার চিত্ত নিশ্চল হইল। এমন সময় তিনি পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূতগণের দর্শন পাইলেন এবং দেহত্যাগ করিয়া ভগবৎ-পার্ষদদিগের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুদূতগণের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। 'হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু। সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎ-পার্শ্ববর্ত্তিনাম্॥ সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃপতিঃ॥—শ্রীভ, ৬.২।৪৩-৪৪॥"

এই হইল অজামিলের সম্পূর্ণ উপাখ্যান। এই উপাখ্যান হইতে মোটামুটি ইহাই বুঝা যায় যে, নারায়ণের নামাভাস উচ্চারণ করায় অজামিলের পূর্ব্বকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে; বিষ্ণুদূতগণের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার নির্ব্বেদ অবস্থা লাভ হইয়াছে; তাহাতেই তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে যাইয়া একান্ত চিত্তে ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে দেহত্যাগ করিয়া ভগবৎ-পার্ষদ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন। যমদূতগণ যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন, বিষ্ণুদূতগণ তখন তাঁহাকে লইয়া যায়েন নাই; তাহার পরেও অজামিল জীবিত ছিলেন এবং ভজন করিয়াছিলেন। ভজনের পরে দেহত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যায়েন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—অজামিলের এই যে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি, ইহা কি যমদূতগণের দর্শনে পুত্রকে ডাকিবার ছলে নারায়ণের নামাভাসের ফল, নাকি তাঁহার ভজনের ফল? যথশ্রুত অর্থে মনে হয়, তাঁহার ভজনেরই ফল। যেহেতু, বিষ্ণুদূতগণের উক্তি হইতে বুঝা যায়, নামাভাসের ফলে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপই বিনষ্ট হইয়াছে, বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্বন্ধে তৎপ্রসঙ্গে কোনও উল্লেখ নাই। আবার শুকদেব-গোস্বামীও বলিলেন, বিষ্ণুদূতগণের সঙ্গ-প্রভাবেই অজামিলের নির্ব্বেদ অবস্থা জন্মিয়াছে; তাহাতেই তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইলেন। নামাভাসের ফলেই যে নির্ব্বেদ অবস্থা জন্মিয়াছে, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বরং যুক্তির অনুরোধে ইহাও কেহ বলিতে পারেন যে—নামকরণের সময় হইতে এই পুত্রটীকে অজামিল তো বহুবারই "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়া থাকিবেন; প্রত্যেকবারেই তো নামাভাস হইয়াছে, সুতরাং প্রত্যেক বারেই তো তাঁহার পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হওয়ার কথা। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে নামকরণ-সময়ে স্বীয় পুত্রকে "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিবার পরেও অজামিলের পুনরায় পাপ-প্রবৃত্তি হইল কেন? পুনরায় তিনি দাসীসঙ্গাদিই বা করিলেন কেন? নামকরণ-সময়ে "নারায়ণ"-নাম উচ্চারণের পরেও যখন অজামিলের কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, তখন মনে করা যাইতে পারে যে—নামাভাসে নির্ব্বেদ জন্মে নাই, পাপ-প্রবৃত্তির মূলও নষ্ট হয় নাই; পূর্ব্বকৃত পাপ-সমূহমাত্র নষ্ট হইয়াছে বলা যায়; পাপ-প্রবৃত্তির মূল নষ্ট না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পাপ-কর্ম্মানুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। বিশেষতঃ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—এই গীতার উক্তি-অনুসারে জানা যায়, শ্রীভগবানের শরণাপন্ন না হইলে কেহই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না এবং মায়ার কবল হইতে উদ্ধার না পাইলে, মায়াবন্ধন ঘুচিয়া না গেলে, বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির যোগ্যতাও কেহ লাভ করিতে পারে না। নামাভাসে শরণাগতি নাই; সুতরাং মায়াবন্ধন হইতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুক্তির সম্ভাবনাও দেখা যায় না, চিত্ত-চাঞ্চল্যের নিরসন হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। পুত্রকে ডাকিবার ছলে "নারায়ণ"-নাম উচ্চারিত হওয়ার পরেই যে অজামিলের চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়াছিল, কিম্বা নির্ব্বেদ অবস্থা জন্মিয়াছিল—উল্লিখিত শ্রীভাগবতের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে তাহাও জানা যায় না। ইহাই বরং জানা যায় যে, ভজনের প্রভাবেই অজামিলের চিত্ত নিশ্চল হইয়াছিল; ভজনের প্রভাবে ভগবানে চিত্তের নিশ্চলতা-লাভের পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয় এবং বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হয়। ভজনের অব্যবহিত পরে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হওয়ায়, ভজনকেই যেন বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির সাক্ষাৎ হেতু বলিয়া মনে হয়। এস্থলে নামাভাস পরম্পরাক্রমেই তাঁহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির হেতু হইল, কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে নহে—এইরূপই মনে হয়।—এই সমস্ত হইল পূর্ব্বপক্ষের কথা।

কিন্তু শ্রীল হরিদাসঠাকুর বলিতেছেন:—"নামাভাসে মুক্তি হয়—সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি। শ্রীভাগবতে তাহাঁ অজামিল সাক্ষী॥ ৩৷৩৷৬০॥" "মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে। যেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে। ৩৷৩৷১৭৬-৭৭॥" "হরিদাস কহে—যদি নামাভাসে মুক্তি নয়। তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়। ৩৷৩৷১৮৬॥"

ইহার উপর আর কথা চলে না। নামাভাসের মুক্তি দায়কত্ব-সম্বন্ধে এত সুদৃঢ় নিশ্চিত উক্তি বোধ হয় আর কোথাও নাই। বিশেষতঃ, সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভুও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। কেবল মাত্র নামাভাসেই মুক্তি লাভ হইতে পারে—ইহা ধ্রুব সত্য। "হরিদাস কহে—কেনে করহ সংশয়। শাস্ত্রে কহে—নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়। ৩৷৩৷১৮৩॥"

হরিদাসের সাক্ষী অজামিল। তাহা হইলে, উপরে আমরা অজামিলোপাখ্যানের যে যথাশ্রুত অর্থের কল্পনা করিয়াছি, তাহা প্রকৃত অর্থ নহে; নামাভাস বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির পরম্পরা-কারণমাত্র নহে, ইহা সাক্ষাদ্ভাবেই মুক্তির কারণ। একথা যে কেবল হরিদাস-ঠাকুরই বলিতেছেন, তাহা নহে—শ্রীমদ্ভাগবতও অজামিলের উপাখ্যানে তাঁহার দেহত্যাগের পরে ইহা বলিতেছেন:—"এবং স বিপ্লাবিত-সর্ব্বধর্ম্মা দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা। নিপত্যমানো নিরয়ে হতব্রতঃ সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নামগৃহ্নন্॥ ৬৷২৷৪৫

—সর্ব্ব-ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট, দাসীপতি, নিন্দিত-কর্ম্মাচরণ দ্বারা পতিত এবং ব্রতহীন সেই অজামিল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়, এইরূপ সময়ে ভগবান্নামগ্রহণ করিয়া **তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ** করিয়াছিল।"

(ক) দ্বাদশাব্দব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষাও নামের বৈশিষ্ট্য:

বিষ্ণুদূতগণও বলিয়াছেন—"স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহ' গুরুতল্পগঃ। স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোপরে॥ সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যত স্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ শ্রীভা, ৬৷২৷৯-১০॥—স্বর্ণস্তেয়ী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুতল্পগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, রাজহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, এবং অন্যান্য যে সকল পাতকী আছে, তাহাদের সকল পাপেরই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে এই নাম (ভগবানের নাম); যেহেতু, ভগবান্ বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করা মাত্রেই উচ্চারক-বিষয়ে ভগবানের মতি হয়, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎই ভগবান্ মনে করেন—"এই নাম-উচ্চারক আমারই জন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমারই কর্ত্তব্য।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ননু ভবতু নাম পাতকানাং নাশঃ কিন্তু কামকৃতানাং বহূনাং মহাপাতকানাং সহস্রশঃ আবর্ত্তিতানাং দ্বাদশাব্দ-কোটিভিরপ্যনিবর্ত্ত্যানাং কথমেকেনৈব নামাভাসেন প্রায়শ্চিত্তং স্যাদিত্যত আহুঃ। স্তেনঃ স্বর্ণস্তেয়ী ইদমেব সুনিষ্কৃতং পাপনির্ম্মূলীকরণাৎ শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তং নতু দ্বাদশাব্দাদিকম্। পাপনাশকত্বেঽপি পাপনির্ম্মূলনাসামর্থ্যাৎ নাপ্যেতন্মাত্রফলকং যতো নামব্যাহরণাৎ তদ্বিষয়া নামোচ্চারক-পুরুষ-বিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বথা রক্ষণীয়ঃ ইতি বিষ্ণোর্মতির্ভবতীতি স্বামিচরণাঃ।" এই টীকার তাৎপর্য্য:—"বাসনার বশীভূত হইয়া জীব অশেষবিধ মহাপাতক করিয়া থাকে—একবার দুইবার নয়, সহস্র সহস্র বার। দ্বাদশাব্দ-ব্যাপী কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্তেও ঐ পাপ-বাসনা দূরীভূত হয় না। এই অবস্থায় এক নামাভাসে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিরূপে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরেই বলা হইতেছে—নামোচ্চারণই ঐ সমস্ত মহাপাতকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত; দ্বাদশাব্দব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত নয়; কারণ, দ্বাদশাব্দব্যাপী প্রায়শ্চিত্তে, যে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হয়, সেই পাপ নষ্ট হইতে পারে; কিন্তু সেই পাপের মূল যে দুর্ব্বাসনা, তাহা দূরীভূত হয় না; তাই প্রায়শ্চিত্তের পরেও প্রায়শ্চিত্তকারী লোক আবার মহাপাতকে লিপ্ত হইতে পারে; কিন্তু ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে পাপের মূলই উৎপাটিত হইয়া যায়; মূল উৎপাটিত হইয়া গেলে নাম-উচ্চারণকারীর আর পাপ-কার্য্যে মতি হয় না; এজন্যই নামই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। নাম উচ্চারণ মাত্রে পাপের মূল উৎপাটিত হওয়ার হেতু এই যে—নামের উচ্চারণকারীকে ভগবান্ নিজেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন; তাহার হেতু এই যে, যখনই কেহ ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তখনই ভগবান মনে করেন—'এই নাম-উচ্চারণকারী আমারই জন, আমাকর্ত্তৃক এই ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়।' তাই সর্ব্ববিধ পাপ হইতে ভগবান্‌ই তাহাকে রক্ষা করেন এবং ভগবান্ রক্ষা করেন বলিয়া তাহার আর পাপ-কার্য্যে মতি হয় না। দ্বাদশাব্দব্যাপী প্রায়শ্চিত্তাদিতে প্রায়শ্চিত্তকারী সম্বন্ধে ভগবানের এইরূপ মতি হয় না, তাই প্রায়শ্চিত্তকারীর পাপমতিও দূরীভূত হয় না।"

(খ) ভগবন্নামের অসাধারণ মাহাত্ম্যের হেতু ঃ

ভগবন্নামের এইরূপ অসাধারণ মাহাত্ম্যের হেতু এই যে, নাম ও নামী ভগবান্—অভিন্ন; অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ভগবানের যেরূপ শক্তি, তাঁহার নামেরও সেইরূপ—বরং তদধিক শক্তি। দ্বাদশাব্দব্যাপী প্রায়শ্চিত্তাদির তদ্রূপ শক্তি নাই; যেহেতু, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তাদি ভগবান্ হইতে অভিন্ন নহে; সুতরাং প্রায়শ্চিত্তাদির শক্তি ভগবানের শক্তির তুল্য নহে।

(গ) পাপবাসনা-নির্ম্মূলীকরণে নামাভাসের শক্তিও নামের শক্তির তুল্য ঃ

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবন্নামের ঐরূপ অসাধারণ শক্তি না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু নামাভাসেরও কি পাপ-বাসনা-নির্ম্মূলীকরণে তদ্রূপ শক্তি থাকিতে পারে?

উত্তরে বলা যায়—পাপ-বাসনা-নির্ম্মূলীকরণে নামাভাসের শক্তিও নামেরই শক্তির তুল্য। তাহার হেতু এই। নাম ও নামাভাসের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হইতেছে কেবল প্রয়োগস্থলে; শব্দে পার্থক্য নাই। একই "নারায়ণ"-শব্দ স্বয়ং নারায়ণে প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ স্বয়ং নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইলে তাহা হয় নাম; আর নারায়ণে প্রযুক্ত না হইয়া অন্য বস্তুতে—পুত্রাদিতে—প্রযুক্ত হইলে, "নারায়ণ"-শব্দে পুত্রাদিকে লক্ষ্য করিলে, তাহা হয় নামাভাস। যাহাকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারণ করা হউক না কেন, উচ্চারিত তো হয় "নারায়ণ"-শব্দই। এই "নারায়ণ"-শব্দ উচ্চারিত হইলেই—তা এই শব্দ যেভাবে বা যাহাকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারিত হউক না কেন, উচ্চারিত হইলেই—স্বয়ং নারায়ণ নাম-উচ্চারণকারীকে আপনার জন এবং আপনাকর্ত্তৃক রক্ষণীয় বলিয়া—অঙ্গীকার করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত "নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ"-বাক্যে একথাই বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে—নারায়ণকে লক্ষ্য না করিয়া অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া "নারায়ণ"-শব্দ উচ্চারিত হইলে কিরূপে নামের ফল পাওয়া যাইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—ইহা নামেরই স্বরূপগত বা বস্তুগত ধর্ম্ম। নময়তি ইতি নাম। নাম, নামীকেও উচ্চারণকারীর নিকটে নামাইয়া আনিতে পারে; তাই যে কোনও প্রকারে নাম উচ্চারিত হইলেই নামী ভগবান্ নাম-উচ্চারণকারীকে অঙ্গীকার করেন। দাহ করা হইতেছে আগুনের স্বরূপগত বা বস্তুগত ধর্ম্ম; কেবল যজ্ঞাগ্নিই যে দাহ করিতে পারে, তাহা নয়; অপবিত্র অস্পৃশ্য আস্তাকুড়ে প্রজ্জলিত অগ্নিও দাহ করিতে পারে। তদ্রূপ যে বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নাম উচ্চারিত হউক না কেন, নাম স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিবেই। বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। নাম পরম-স্বতন্ত্র, চিদ্‌বস্তু, পরম-শক্তিশালী—সর্ব্বোপরি পরম-করুণ। ৩।২০।৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রুতি বলেন—এতদ্ধি এব অক্ষরং ব্রহ্ম—এই নামাক্ষরই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যেমন পরম-স্বতন্ত্র, চিদ্বস্তু, সচ্চিদানন্দ; ব্রহ্মের বাচক নামও তেমনি পরম-স্বতন্ত্র, চিদ্বস্তু, সচ্চিদানন্দ। "কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ-সম সব চিদানন্দ॥" তাই নামের এইরূপ অসাধারণ শক্তি, যাহা আমাদের চিন্তার অতীত। আমাদের প্রাকৃত-জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্কযুক্তিদ্বারা নামের—কেবল নামের কেন, কোনও অপ্রাকৃত বস্তুরই—মহিমা নির্ণয় করা যায় না। এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥—যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য; অচিন্ত্য ব্যাপার সম্বন্ধে প্রাকৃত অভিজ্ঞতা-মূলক তর্কযুক্তির অবতারণা করা সঙ্গত নহে।" এই ব্যাপারে শাস্ত্রবাক্যই মানিয়া লইতে হইবে। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥" নামের এইরূপ অচিন্ত্য-শক্তিবশতঃই পাপনির্মূলীকরণে নামাভাসও নামেরই তুল্য ফল প্রসব করিতে সমর্থ। নামের এইরূপ স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই নামের অক্ষর-সমূহ ব্যবহিত হইলেও নিষ্ফল হয় না। "নামের অক্ষর সভের এই ত স্বভাব। ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥ ৩।৩।৫৭॥"

(ঘ) নামের অক্ষরগুলি ব্যবহিত হইলেও নামের শক্তি নষ্ট হয় না ঃ

প্রশ্ন হইতে পারে—নামের অক্ষরগুলি পরস্পর হইতে ব্যবহিত হইলে কিরূপে নামের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে? একটী দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। রাজমহিষী-শব্দ। এই শব্দটীর মধ্যে "রা" এবং "ম"—অর্থাৎ "রাম"-শব্দের অক্ষর দুটী আছে; অবশ্য এই অক্ষর দুইটীর মধ্যে "জ" একটী অক্ষর থাকাতে "রাম"-শব্দের অক্ষর দুইটী পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন—ব্যবহিত—হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি "নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্"—ইত্যাদি পাদ্মবচনের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন, ব্যবহিত হইলেও "রাজমহিষী"-শব্দের উচ্চারণে "রাম"-শব্দ উচ্চারণের ফল হইতে পারে (৩.৩.৩-শ্লোকের সংস্কৃত টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। নাম চিদ্বস্তু, প্রাকৃত বস্তু নহে; সুতরাং নামের অক্ষরও চিদ্বস্তু, প্রাকৃত বস্তু নহে। আমরা প্রাকৃত অক্ষর দ্বারা ভগবন্নাম লিখিতে পারি; কিন্তু ভগবন্নাম লিখিত হইলেই অক্ষরগুলি বাস্তবিক চিন্ময়তা লাভ করে। প্রাকৃত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইলে যেমন চিন্ময়তা লাভ করে, তদ্রূপ। অবশ্য প্রাকৃত চক্ষুতে আমরা এই অক্ষরগুলিকে প্রাকৃত বলিয়াই দেখি। ইহা আমাদের মায়াকৃত দৃষ্টি-বিভ্রম। নীলবর্ণের চশমা চক্ষুতে দিলে সাদা বস্তুও নীল দেখায়; তাহা বলিয়া সাদা বস্তু বাস্তবিক নীল হইয়া যায় না। মায়াকৃত বিভ্রমবশতঃ প্রকট-লীলায় ভগবান্‌কেও কেহ কেহ সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করিয়া থাকে; একথা গীতায় ভগবান্ই বলিয়াছেন। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১॥" ভগবদ্বিগ্রহকেও মায়ান্ধ লোক প্রাকৃত প্রতিমা মনে করে; কিন্তু তাহাতেই শ্রীবিগ্রহ প্রাকৃত হইয়া যায় না। তদ্রূপ ভগবন্নামের অক্ষরসমূহও প্রাকৃত বা জড় বস্তু নহে; তাহারা চিদ্ বস্তু; চিদ্ বস্তু বলিয়া নিত্য অবিনশ্বর। "রাজমহিষী"-শব্দের অন্তর্গত "রা" এবং "ম" অক্ষর দুইটীও অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য, অবিনশ্বর। মাষ-মুদ্গাদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার সহিত মিশ্রিত স্বর্ণ-কণিকা যেমন নষ্ট হয় না, স্বর্ণ-কণিকার মূল্যও যেমন কমে না, তদ্রূপ "রাজমহিষী"-শব্দের অন্য প্রাকৃত অক্ষরগুলির সঙ্গে মিশ্রিত আছে বলিয়া ভগবন্নামাত্মক "রাম"-শব্দের অক্ষরদ্বয়ও তাহাদের মহিমা হারাইবে না। মনে করা যাউক, কোনও স্থানে "রাজমহিষী"-শব্দ লিখিত আছে; "রা" এবং "ম"-অক্ষর দুইটী স্বর্ণাক্ষরে এবং অন্য অক্ষরগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অক্ষরে স্থূলভাবে লিখিত আছে; কিন্তু মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অক্ষরগুলিও সোণার রংএ রঞ্জিত। দেখিতে মনে হয়, সমস্ত অক্ষরগুলিই স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত। কালবশে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অক্ষরগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও স্বর্ণনির্ম্মিত "রা" এবং "ম" অক্ষর দুইটী অবিকৃতই থাকিবে এবং অব্যবহিতই থাকিয়া স্পষ্ট ভাবেই ভগবন্নামাত্মক "রাম"-শব্দ জ্ঞাপন করিবে। "রাজমহিষী"-শব্দের "রা" এবং "ম" এই অক্ষর দুইটীই মহিমাময়; তাহারা তাহাদের মহিমা ব্যক্ত করিবেই; অন্য অক্ষরগুলির তদ্রূপ মহিমা নাই। ৩।২০।৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(ঙ) নামাভাসে কি সকলেরই মুক্তি হইবে ?

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—নামাভাসেরও যখন পাপ-নির্মূলীকরণ-শক্তি এবং মুক্তিদায়িনী শক্তি আছে, এবং জগতে প্রায় সকলেই যখন কোনও না কোনও সময়ে, কোনও না কোনও উপলক্ষ্যে নামাভাস উচ্চারণ করিয়া থাকে, তখন লোকের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পাপকার্য্যেই বা প্রবৃত্তি দেখা যায় কেন ? আর সকলেই কি মুক্ত হইয়া যাইবে ? উত্তর—সকলের পাপ-নির্মূলীকৃত হয় না, সকলে মুক্তির অধিকারীও হয় না। তাহার কারণ—নামাপরাধ। যাহাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত অপরাধ আছে, সেই অপরাধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত নাম স্বীয় ফল প্রসব করিবে না। "তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ ১।৮।॥" আবার, নামের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াও নামেতে তাহাদের অনেকেরই শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি জন্মে না। নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও নামগ্রহণে প্রবৃত্ত না হওয়াও একটী অপরাধ। অপরাধযুক্ত ব্যক্তির চিত্তে নাম ফল প্রসব করে না।

(চ) স্মৃতিবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান-প্রসঙ্গে উচ্চারিত নাম মুক্তিপ্রদ কিনা ?

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যাঁহারা স্মৃতিবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রসঙ্গে এবং অন্য সময়েও তাঁহারা ভগবন্নামের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সকলেরই কি মুক্তি হইবে ? এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীভা, ৬।২।৯—১০-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অপি চ যথা নামাভাসবলেন অজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপি অর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোর-সংসারমেব প্রাপ্যন্ত ইত্যতো নাম-মাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গোঽপি নাশঙ্ক্যঃ।—দুরাচার হইয়াও অজামিল যেমন নামাভাসের বলে বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার কিন্তু স্মার্ত্তাদি (স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের অনুসরণকারিগণ) সদাচারসম্পন্ন এবং শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এবং বহু প্রকারে ভগবন্নাম গ্রহণ করিয়াও অর্থবাদ-কল্পনাদিরূপ নামাপরাধের ফলে ঘোর সংসারই লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং নাম-মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন—সকলেরই মুক্তিলাভ হইবে।" যে কোনও প্রকারে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিলেই জীব মুক্ত হইতে পারে সত্য; কিন্তু যদি তাহার নামাপরাধ থাকে, তাহা হইলে মুক্তি হইবে না—ইহাই তাৎপর্য্য। চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তি সম্বন্ধে একটী কথা উঠিতে পারে এই যে—স্মার্ত্তাদির সম্বন্ধে তিনি অর্থবাদাদিরূপ নামাপরাধের কথা বলিলেন কেন ? ইহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে নামের মুখ্যফল ভগবৎ-প্রেম লাভ হইতে পারে এবং আনুষঙ্গিক ভাবেই স্মৃতি-শাস্ত্রাদি বিহিত কর্ম্মের ফলও পাওয়া যাইতে পারে; তথাপি নামের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের এই আচরণের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে—শাস্ত্রোল্লিখিত নাম-মাহাত্ম্যের কথায় তাঁহাদের বেশী বিশ্বাস নাই, নাম-মাহাত্ম্যে তাঁহারা অর্থবাদ কল্পনা করেন (অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্যের কথাকে তাঁহারা অতিরঞ্জিত উক্তি বলিয়া মনে করেন); ইহা একটী নামাপরাধ। অথবা নাম-মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াও নামে প্রবৃত্ত না হওয়া, বা নামগ্রহণে প্রাধান্য না দেওয়াও নামাপরাধ। স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে এসমস্ত নামাপরাধ হইতে পারে। যাহাহউক, এই প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলিয়াছেন—"তদেবং ভগবন্নাম সকৃৎ প্রবৃত্তমপি সদ্য এব সমূলং পাপং সংহরদপি ফলন্নপি বৃক্ষঃ কালে এব ফলতীতি ন্যায়েন প্রায়ঃ কিঞ্চিদ্‌বিলম্বত এব স্বীয় ফললিঙ্গং লোকে দর্শয়িত্বা বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমতোচ্ছেদা-ভাবার্থং ক্বচিন্ন দর্শয়িত্বা চ স্বব্যাহর্তৃ-জনান্ স্বাপরাধরহিতান্ ভগবদ্ধাম নয়তীতি সিদ্ধান্তো বেদিতঃ।—ভগবন্নাম একবার উচ্চারিত হইলেই সদ্যই পাপ সমূলে বিনষ্ট হয় সত্য; তথাপি কিন্তু ফলপ্রসূ বৃক্ষ যেমন যথা কালেই ফলধারণ করে, বৃক্ষ রোপিত হওয়া মাত্রেই ফল ধারণ করে না, কিঞ্চিৎ বিলম্বেই ফল ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবন্নামও কিঞ্চিৎ বিলম্বেই লোকে স্বীয় ফল প্রকাশ করিয়া থাকে; আবার বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমত যাহাতে উচ্ছেদপ্রাপ্ত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে কখনও বা বাহিরে ফল না দেখাইয়াও—যাঁহাদের নামাপরাধ নাই, সেই সমস্ত নাম-গ্রহণকারীদিগকে শ্রীনাম ভগবদ্ধামে লইয়া যায়েন—ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিতে হইবে।”

চক্রবর্ত্তিপাদের এই উক্তিতেও দুইটী কথা লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, স্বব্যাহর্তৃজনান্ স্বাপরাধরহিতান্ ইত্যাদি—নামাপরাধ-রহিত নামগ্রহণকারীদিগকেই ভগবদ্ধামে নেওয়া হয়, যাঁহাদের নামাপরাধ আছে, নাম গ্রহণ করিলেও তাঁহারা ভগবদ্ধামে যাইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, বহির্ম্মুখশাস্ত্রমতোচ্ছেদাভাবার্থম্ ইত্যাদি। নামের ফল লোক-জগতে বাহিরে প্রকাশিত হইলে বহির্ম্মুখশাস্ত্রমত উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে পারে; তাই কখনও কখনও বা নাম স্বীয় ফল বাহিরে প্রকাশ করেন না। প্রশ্ন হইতে পারে, বহির্ম্মুখশাস্ত্রমত উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে ক্ষতি কি? উত্তর বোধ হয় এই—যাঁহারা বহির্ম্মুখ জীব, তাঁহারাই দেহ-দৈহিক-বস্তু সম্বন্ধী স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের অনুসরণ করেন—দেহের সুখ বা দুঃখ-নিবারণের উদ্দেশ্যে। পারমার্থিক ভক্তিশাস্ত্রাদিতে তাঁহাদের অনুরক্তি দেখা যায় না; যেহেতু, এসকল পারমার্থিক শাস্ত্র দেহ-দৈহিক বস্তুতে আসক্তি ত্যাগের কথাই বলেন। তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে, বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমতের মূল্য বিশেষ কিছু নাই, তাহা হইলে তাঁহারা সেই শাস্ত্রমতের অনুসরণ করিবেন না (অনুসরণ না করাই শাস্ত্রমতের উচ্ছেদ-প্রাপ্তি); অথচ বহির্ম্মুখতা বশতঃ তাঁহারা পারমার্থিক শাস্ত্রমতেরও অনুসরণ করিবেন না। এই অবস্থায় তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়া অধঃপাতের মুখে অগ্রসর হইবেন। পারমার্থিক শাস্ত্রের অনুসরণ না করিয়া স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের অনুসরণ করিলেও চিত্তশুদ্ধির এবং সুচ্ছৃঙ্খল সংযত জীবন যাপনের সম্ভাবনা থাকে। তাই বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের অনুসরণও আপেক্ষিক ভাবে কল্যাণজনক। তাই অধিকারিভেদে এসকল শাস্ত্রেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু নামের ফল বাহিরে প্রকাশ পাইলে বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমতের উচ্ছেদপ্রাপ্তির আশঙ্কা কিরূপে থাকিতে পারে? উত্তর—বহির্ম্মুখ লোকগণ যদি দেখে যে, স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের অনুসরণ না করিয়াও কেবলমাত্র নাম গ্রহণেই জীবের দুঃখ-দুর্গতির অবসান হইতে পারে (যেমন অজামিলের হইয়াছিল), তখন কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল স্মৃতিবিহিত কর্ম্মাদির প্রতি তাহাদের উপেক্ষা জন্মিতে পারে, ক্রমশঃ সে-সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেই তাহারা বিরত হইতে পারে (অথচ, নাম গ্রহণেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে না—বহির্ম্মুখতাবশতঃ); এইরূপে স্থলবিশেষে (যেমন নিতান্ত বহির্ম্মুখদের সাক্ষাতে) নামের ফল বাহিরে প্রকাশ পাইলে বহির্ম্মুখ জীবের কিঞ্চিৎ কল্যাণকর বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমতের উচ্ছেদের আশঙ্কা আছে।

(ছ) প্রায়শ্চিত্তাদি প্রসঙ্গে নামাপরাধ হয় বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের ফল পাওয়া যাইবে কিনা? যোগ-জ্ঞানাদির অঙ্গভূত নামের ফল।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—স্মৃত্যাদি-বিহিত প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠানে আনুষঙ্গিক ভাবে নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে; কিন্তু বলা হইয়াছে, তাহাতে নামাপরাধ হয়। নামাপরাধ হইলে তো প্রায়শ্চিত্তকারীর অধঃপতনই হইবে; কিন্তু অধঃপতন হইলেও যে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হইল, নামের ফলে সেই পাপ বিনষ্ট হইবে কিনা? শ্রীভা, ৬।২।৯-১০ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—পাপের বিনাশ হইবে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তটীকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দৃষ্টান্তটী এই। কোনও এক মহাজনের আশ্রয়ে কয়েক জন লোক আছে; কিন্তু তিনি সকল আশ্রিতের প্রতি সমান ভাবে প্রসন্ন নহেন। এই প্রসন্নতার তারতম্যানুসারে আশ্রিতদের আশ্রয়েরও (আশ্রয়-স্থানাদির) তারতম্য হয়; আবার আশ্রয়ণ-তারতম্যানুসারে তাহাদের পালন-তারতম্যও হইয়া থাকে; সকল আশ্রিত সমান ভাবে প্রতিপালিত হয় না। যাহারা মহাজনের নিকটে কোনওরূপ অপরাধে অপরাধী, তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রসন্নতারও অভাব; অপরাধ গুরুতর হইলে তিনি হয় তো আশ্রিতের প্রতিপালনও করেন না। এইরূপ আশ্রয়ণের বা প্রতিপালনের তারতম্যের হেতু মহাজনের অসামর্থ্য নয়; হেতু হইতেছে—তাঁহার প্রসন্নতার তারতম্য। আশ্রিতদের অপরাধ ক্ষয়ের তারতম্যানুসারেই তাহাদের প্রতি মহাজনের প্রসন্নতার—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং প্রতিপালনেরও—তারতম্য। সমস্ত অপরাধ ক্ষয় হইলেই প্রসন্নতারও পূর্ণ বিকাশ। "যথা মহাজনঃ স্বাশ্রিতানাম্ আশ্রয়ণ-তারতম্যেন পালন-তারতম্যম্, পালন-তারতম্যং কুর্ব্বন্নপি তানেব পালয়তি, যদি তে তদপরাধিনঃ স্যুরিতি তস্যাপ্রসাদ এব স্বাশ্রিতাপালনে কারণম্, ন তু পালনাসামর্থ্যং কল্পনীয়ম্। তেষাং অপরাধক্ষয়-তারতম্যেন তেষু তস্য প্রসাদ-তারতম্যঞ্চ; সর্ব্বাপরাধক্ষয়ে প্রসাদ এব।" এইরূপে নামোপলক্ষিতা ভক্তিও স্বীয় প্রসন্নতার তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফল দান করিয়া থাকেন। যাঁহারা ফলানুসন্ধিৎসু হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মাদির ফল-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারাও ভগবন্নাম-গ্রহণাদি করিয়া থাকেন; নামগ্রহণ হইল ভক্তির অঙ্গ নামোপলক্ষিতা ভক্তি; কিন্তু ফলাভিসন্ধান আছে বলিয়া ইহা হইল গুণীভূতা ভক্তি (২।১৯।২২ ২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এরূপ স্থলে কর্ম্মাদি (কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানাদি) এবং ভক্তি একসঙ্গে থাকিলেও কর্ম্মাদিরই প্রাধান্য; যেহেতু, কর্ম্মাদির ফলপ্রাপ্তিই হইতেছে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ; এস্থলে ভক্তির প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এইজন্যই গুণীভূতা ভক্তির সাহায্যে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানকারীদিগকে কর্ম্মী, যোগী, বা জ্ঞানী আদিই বলা হয়, ভক্ত বা বৈষ্ণব বলা হয় না। এরূপ কর্ম্মী, যোগী, বা জ্ঞানী সাধকগণ স্বরূপতঃই নামাপরাধযুক্ত; যেহেতু, তাঁহারা ভগবন্নামকে তাঁহাদের কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদিরূপ ধর্ম্মের অঙ্গরূপে মনে করেন—কর্ম্মাদিই হইল এস্থলে অঙ্গী, আর নাম হইল তাহার অঙ্গ। ফলদান-বিষয়ে নামকে যদি ধর্ম্ম, ব্রত, হুতাদি শুভক্রিয়ার সমান মনে করা হয়, তাহা হইলেই নামাপরাধ হয়; আর নামকে ধর্ম্মাদির অঙ্গ মনে করিলে যে নামাপরাধ হইবে, তাহাতো কৈমুত্য-ন্যায়েই সিদ্ধ হয়। এইরূপ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে নামাপরাধ হয় বলিয়া যে কর্ম্মাদির ফল পাওয়া যাইবে না, তাহা নহে। কর্ম্মী-আদি, যে উদ্দেশ্যেই হউক, নামের আশ্রয় তো গ্রহণ করিয়া থাকে; এই নামাশ্রয়-গ্রহণরূপ গুণলেশ বশতঃই নামাপরাধ হওয়া সত্ত্বেও, সুতরাং কর্ম্মী-আদিকর্তৃক স্বীয় অপকর্ষ-মনন সত্ত্বেও (নামের প্রাধান্য না দেওয়ায় অপকর্ষ), এই অপকর্ষকে স্বীকার করিয়াও, কেবল স্বীয় দাক্ষিণ্য বা অসাধারণ কৃপা বশতঃ—কর্ম্মাদির অঙ্গভূত হইয়াও নাম কর্ম্মাদির ফল দান করিয়া থাকে। তদ্রূপ, নামাপরাধ সত্ত্বেও প্রায়শ্চিত্তাদির অঙ্গভূত ভগবন্নাম প্রায়শ্চিত্তকারীর পাপকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। "এবমেব নামোপলক্ষিতাং ভক্তিদেবীং যে গুণীভাবেন আশ্রয়ন্তে কর্ম্মাদিফলসিদ্ধ্যর্থং তেষু গুণীভূতায়া ভক্তের্বর্ত্তমানত্বেঽপি প্রাধান্যেন ব্যাপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন তে কর্ম্মিজ্ঞান্যাদিশব্দেন অভিধীয়ন্তে, ন তু বৈষ্ণবশব্দেন, তে চ স্বরূপত এব একনামাপরাধবন্তঃ। যদুক্তম্। ধর্ম্মব্রতত্যাগ-হুতাদি সর্ব্বশুভ-ক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদ ইতি নাম্নো ধর্ম্মাদিভিঃ সাম্যমপরাধঃ কিমুত ধর্ম্মাদ্যঙ্গত্বেন গুণীভূতত্বমিত্যর্থঃ। তদপি তাদৃশ-স্বাশ্রয়ণ-গুণলেশগ্রহণেনৈব এষাং কর্ম্ম-যোগাদয়ো ন বিফলা ভবন্তিতি স্বীয় দাক্ষিণ্যেন স্বাপকর্ষং স্বীকৃত্যাপি ভক্তিদেবী তেষাং কর্ম্মাদ্যঙ্গভূতৈব কর্ম্মাদিফলং নিপ্রত্যূহমুৎপাদয়তি যথা তথৈব তেষাং পাপমপি প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূতৈব নাশয়তি।" নামকে কর্ম্মাদির অঙ্গভূত করিলে যে নামাপরাধ হয়, শ্রীভা, ৬।২।২০ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীব গোস্বামীও তাহা বলিয়াছেন। "তদেবং নাম্নঃ সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্যেঽপি কর্ম্মাদেঃ পূর্ত্ত্যর্থং তদঙ্গত্বেন কৃতমপরাধ এব হুতাদিসর্ব্বশুভ-ক্রিয়াসাম্যমপি পাদ্ম-দশাপরাধং গণিতম্।"

যাহাহউক, এই প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলিয়াছেন—"নান্যথেত্যত স্তৈরেবাকৃত-প্রায়শ্চিত্তৈ স্তত্তৎ-পাপফল-ভোগার্থং তেষু তেষু নরকেষু গন্তব্যমেব ন তু বৈষ্ণবৈঃ। যদি চ তে পুনঃ পুনরন্যানর্থবাদ-সাধুনিন্দাদীন্ নামাপরাধান্ কুর্ব্বাণা এব ধর্ম্মাদিকমনুতিষ্ঠন্তি তদা ধর্ম্মাদ্যঙ্গভূতাপি ন তত্তৎফলমুৎপাদয়তি। কে তেঽপরাধা বিপেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ। বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যমিত্যাদিবচনেভ্যঃ। কিঞ্চ, তেষামপি তত্তদপরাধেভ্যো নিবৃত্ত্য তদুপশমক-নামকীর্ত্তনাদি-পরাণাং নামাপরাধক্ষয়-তারতম্যেন কর্ম্মফলপ্রাপ্তি-তারতম্যম্। সাধুসঙ্গবশাৎ সর্ব্বনামাপরাধক্ষয়েতু ভক্তিদেব্যাঃ সম্যক্-প্রসাদেন নামফলপ্রাপ্তিরেব নির্ব্বিবাদা।" এই উক্তির সারমর্ম্ম এই—"যাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করেন না, পাপের ফল ভোগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নরকে গমন করিতে হয়; (প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও) কিন্তু বৈষ্ণবদিগকে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নরকে যাইতে হয় না (তাহার কারণ এই যে—বৈষ্ণবগণ ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাহাতেই তাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়)। কর্ম্মি-জ্ঞানীরা যদি পুনঃ পুনঃ নামে অর্থবাদ-কল্পনা এবং সাধুনিন্দাদিরূপ নামাপরাধ করিতে থাকেন, তাহা হইলে ধর্ম্মাদির অঙ্গভূত হইলেও ভগবন্নামাদি গুণীভূতা ভক্তিসাধন ধর্ম্মাদির ফল দান করেনা। 'কে তেঽপরাধা বিপেন্দ্র'—ইত্যাদি বচনই তাহার প্রমাণ। কিন্তু তাঁহারা যদি সেই সেই অপরাধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তদুপশমক নামকীর্ত্তনাদি-পরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে নামাপরাধ-ক্ষয়ের তারতম্যানুসারে কর্ম্মফল-প্রাপ্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। সাধু-সঙ্গের প্রভাবে সমস্ত নামাপরাধ ক্ষয় হইলে ভক্তিদেবীর সম্যক্ প্রসাদে নামের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

(জ) নামাপরাধই যদি হয়, কর্ম্মজ্ঞানাদির অঙ্গরূপে নামোচ্চারণের বিধান কেন?

প্রশ্ন হইতে পারে—কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে ভগবন্নামোচ্চারণাদিরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের কথা যখন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়, তখন এইরূপ বিধিবাক্যের পালনে নামাপরাধ হইবে কেন? "নমু কর্ম্মজ্ঞানাদ্যঙ্গত্বে ভক্তিং কুর্ব্বীতেতি যদি বিধিবাক্যমেবাস্তি তর্হি কুতস্তেষাং নামাপরাধঃ।" উত্তর—একমাত্র ভক্তির প্রভাবেই সমস্ত ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইতে পারে, মহাপাতকাদিও বিনষ্ট হইতে পারে। ইহাই শাস্ত্রের বিধান। যাঁহাদের এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস নাই, কর্ম্ম জ্ঞানাদিতেই যাঁহারা শ্রদ্ধালু, কর্ম্মাদির অঙ্গরূপে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে সে সমস্ত লোকের চিত্তে ভক্তির মহিমা স্ফুরিত হইতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই পরম করুণ বেদশাস্ত্র কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। (যাহারা অম্ল খাইতেই ভালবাসে, মিছরী খাইতে ভালবাসে না; অথচ মিছরীই যাহাদের পক্ষে উপকারী, তাহাদিগকে যেমন অম্লের সঙ্গে মিছরী মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া হয়, তদ্রূপ; উদ্দেশ্য—ক্রমশঃ মিছরীতে রুচি জন্মিতে পারে)। যজ্ঞার্থে পশু-হননের বিধানও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; পশু-হনন-মূলক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গ-প্রাপ্তিও হইতে পারে; কিন্তু স্বর্গ-প্রাপ্তি হইলেও পশু-হনন-জনিত পাপ যেমন নষ্ট হয় না, সেই পাপ যেমন থাকিয়াই যায়, তদ্রূপ কর্ম্মাদির অঙ্গভূত ভক্তির ফলে কর্ম্মাদির ফল পাওয়া গেলেও নামাপরাধ দূর হইবে না, তাহা থাকিয়াই যাইবে। "উচ্যতে ভক্ত্যৈব সর্ব্বেঽপি ধর্ম্মাঃ সম্যগেব সিদ্ধন্তি, ভক্তিলেশেনাপি মহাপাতকান্যপি নশ্যন্তীত্যাদি পরশ্শতশাস্ত্রবাক্যেষু অপি অবিশ্বসতাং কর্ম্মজ্ঞানয়োরেব শ্রদ্ধালূনাং ভক্তিবহির্ম্মুখানামশুদ্ধ-কুটিলচিত্তানামপি অনেনৈব প্রকারেণ ভক্তির্ভবত্বিতি দয়াময়মেব বেদশাস্ত্রং ধর্ম্মজ্ঞানাদ্যঙ্গত্বেন ভক্তিং বিধত্ত ইত্যতো ন শাস্ত্রবাক্যমুপালম্ভনীয়মিতি। ততশ্চ বৈধপশুহিংসাকৃতো বিধিবলাৎ স্বর্গপ্রাপ্তাবপি যথা তদ্ধিংসাদোষানপগম স্তথৈব ভক্তিগুণীভাব-করণরূপাপরাধবতো বিধিবলাৎ কর্ম্মফলপ্রাপ্তাবপি তদপরাধানপগম এব জ্ঞেয় ইতি।"

(ঝ) কিন্তু নামাপরাধ কিরূপে দূর হইতে পারে?

এই প্রসঙ্গে শ্রীভা, ৬।২।৯-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"অথ যে নামাপরাধিনো বৈষ্ণব্যা দীক্ষয়া বৈষ্ণবমেব গুরুং কৃত্বা ভক্তিদেবীং কৈবল্যেন প্রাধান্যেন বা আশ্রয়মাণাঃ নামকীর্ত্তনাদিভির্ভগবন্তং ভজন্তে, তেষামপি বৈষ্ণবশব্দেন অভিধীয়মানানাং ভক্তিতারতম্যেনৈব অপরাধক্ষয়তারতম্যং ভক্তে মুখ্যফলোদয়তারতম্যঞ্চ ভক্তিদেব্যাঃ প্রসাদতারতম্যেনৈব। যদুক্তং ভগবতৈব। যথাযথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তমিতি।" এই উক্তির সারমর্ম এইরূপ:—"যে সকল নামাপরাধী বৈষ্ণব-গুরুর নিকটে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক কেবলরূপে বা প্রধানরূপে ভক্তিদেবীরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নামকীর্ত্তনাদি-দ্বারা ভগবানের ভজন করেন, ভক্তির তারতম্যানুসারে তাঁহাদের প্রতি ভক্তিদেবীর প্রসাদ-তারতম্য হইয়া থাকে এবং এই প্রসাদ-তারতম্যানুসারে তাঁহাদের অপরাধ-ক্ষয়ের তারতম্য হইয়া থাকে, ভক্তির মুখ্য ফলোদয়েরও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তারতম্য হইয়া থাকে। শ্রীভা, ১১।১৪।২৬-শ্লোকে একথা শ্রীভগবান্‌ও উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—উদ্ধব, চক্ষু অঞ্জন-সংযুক্ত হইলেই যেমন সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ ভজনের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া আমার পুণ্যকাহিনী শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা সাধকের চিত্ত ক্রমশঃ যেমন যেমন ভাবে পরিশুদ্ধ হইবে, আমার রূপ-গুণ-লীলাদির স্বরূপ এবং আমার মাধুর্য্যের স্বরূপ ক্রমশঃ তেমনি তেমনি অনুভব করিতে পারিবে।" সারমর্ম্ম হইল এই যে—যথারীতি বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের দ্বারাই ক্রমশঃ অপরাধের ক্ষয় হইতে পারে। অপরাধ ক্ষয় হইয়া গেলে সাধকের ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। "অতস্তেষাং ক্ষীণসর্ব্বাপরাধত্বে সত্যেব ভগবন্তং প্রাপ্তানাং ন পুনর্ভবঃ।"

(ঞ) বৈষ্ণবের পূর্ব্বজন্ম ও পাপ।

অপরাধ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় না হইতে মৃত্যু হইলে বৈষ্ণবের কি পুনর্জ্জন্ম হয় না? নরকভোগ হয় না? উত্তর—এসম্বন্ধে উক্ত টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"সাপরাধানাং মধ্যে যদি কেচিদ্ ভজনাভ্যাসাভাবাদক্ষীণপ্রাচীনপাপাঃ ক্রিয়মাণ-পাপনামাপরাধাশ্চ স্যুস্তদপি তৈর্দেহত্যাগানন্তরং নরকেষু ন গন্তব্যম্—অপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভজনের অভ্যাসের অভাববশতঃ যদি কাহারও প্রাচীন পাপের ক্ষয় না হয়, কেহ কেহ যদি পাপ এবং অপরাধও করিতে থাকেন, তথাপি দেহত্যাগের পরে তাঁহাদের নরকে যাইতে হইবে না।" এসম্বন্ধে স্বয়ং যমরাজই বলিয়াছেন—"যাঁহারা ভক্তি-যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও আমার দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য নহেন। যদিও বা কোনও কারণে তাঁহাদের পাপ হয়, তাহা হইলেও ভগবন্নাম-কীর্ত্তনেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে সর্ব্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্। তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ॥ শ্রীভা, ৬৷৩৷২৬॥"

আর তাঁহাদের জন্মসম্বন্ধে কথা এই। তাঁহাদের জন্ম হয় সত্য; কিন্তু সেই জন্ম অপর লোকের ন্যায় পাপ-পুণ্যাদি-কর্ম্মফলনিবন্ধন নহে। "ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ইতি॥" শুদ্ধাভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে যাঁহারা প্রবৃত্ত, উপক্রমেও যদি তাঁহাদের কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তথাপি অঙ্কুর মাত্র ভক্তিও বিনষ্ট হয় না, দেহত্যাগ হইয়া গেলেও তাহা থাকিয়া যায়; স্বরূপতঃই তাহা অবিনশ্বর, পাপাদিদ্বারা অনতিক্রমণীয় এবং অমোঘ। দেহত্যাগের পূর্ব্বে কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তিও যদি নিষ্কামভক্তের চিত্তে আবির্ভূত হয়, দেহত্যাগের পরে পরজন্মে সেই ভক্তিই তাঁহাকে ভক্তি-সাধনে উদ্বুদ্ধ করিবে। তাই ভজনের জন্যই তাদৃশ ভক্তের জন্ম হয়। "কিঞ্চ নহ্যোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি ইতি ভগবদ্‌বাক্যাদ্ (শ্রীভা, ১১৷২৯৷২০) যৎ কিঞ্চিদ্‌ভক্ত্যঙ্কুরস্যাপি অনশ্বরস্বভাবাৎ পাপাদিভির্দুরতিক্রমত্বাদমোঘত্বাচ্চ অবশ্যমেব জনিষ্যমাণ পত্রপুষ্পাদ্যর্থমেব তেষাং জন্ম ভবেন্নতু নশ্যদবস্থ-পাপপুণ্য-নিবন্ধনম্।" জন্মান্তরে প্রাচীন-ভক্তিসংস্কার-জনিত নামকীর্ত্তনাদিদ্বারাই তাঁহাদের পাপ ও অপরাধের ক্ষয় হইয়া যায়, তখন ভক্তিদেবীর প্রসাদে তাঁহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। "অতো জন্মান্তরে তেষাং প্রাচীন-ভক্তিসংস্কারোত্থৈর্নামকীর্ত্তনাদ্যৈঃ পাপাপরাধক্ষয়ান্তে ভক্তিদেব্যাঃ প্রসাদেন ভগবৎ-প্রাপ্তিঃ।-চক্রবর্ত্তী॥"

(ট) অদীক্ষিত নামাশ্রয়ী:

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, যাঁহারা বৈষ্ণব-গুরুর নিকটে বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভজনের অপক্ক অবস্থায় দেহত্যাগ হইলেও তাঁহাদের নরকে যাইতে হইবে না। কিন্তু যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই, অথচ নামকীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কি গতি হইবে?

এসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তি-পাদ বলেন—"যে চ নামাপরাধিনঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিরহিতাঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তিমন্তঃ কিন্তু অনাশ্রিতগুরুচরণত্বাদদীক্ষিতাস্তেঽপি বৈষ্ণব-শব্দেনৈবাভিধীয়ন্তে। তথাহি বৈষ্ণব ইতি সাস্য দেবতেতি সূত্রে নানা-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তিরিতি সূত্রে নানা চ সিদ্ধান্ত্যতো যে দীক্ষয়া দেবতীকৃতবিষ্ণবো যে চ ভজনেন ভজনীয়ীকৃতবিষ্ণবস্তে উভে অপি ব্যপদেশান্তররাহিত্যাদ্ বৈষ্ণবা এব ইতি তেষামপি ন স্থান্নরকপাতাদি পূর্ব্ববদিতি।"—তাৎপর্য্য :—"যাঁহারা কর্ম্মজ্ঞানাদি-রহিত, নামাপরাধী, অথচ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে রত, কিন্তু শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করেন নাই বলিয়া অদীক্ষিত, তাঁহারাও বৈষ্ণব নামে অভিহিত। 'বৈষ্ণব ইতি সাস্য দেবতা'-ইত্যাদি সূত্র এবং 'নানা ভক্তিঃ'-ইত্যাদি সূত্র হইতে জানা যায়, দীক্ষিতেরা দীক্ষাদ্বারা বিষ্ণুকে তাঁহাদের ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অদীক্ষিত নামাশ্রয়ীরা ভজনের দ্বারা বিষ্ণুকে নিজেদের ভজনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়েরই ভজনীয় একই বিষ্ণু; উভয়ের মধ্যে ভজনীয়ত্ব-বিষয়ে পার্থক্য নাই। সুতরাং দীক্ষিতদের ন্যায় অদীক্ষিত নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবদেরও নরকপাত হইবে না।"

(ঠ) অদীক্ষিত নামাশ্রয়ীর সম্বন্ধে মতান্তর :

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"কেহ কেহ বলেন, এই সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত নহে। কেচিদাহুঃ নৈতৎ সুসঙ্গতম্।" যাঁহারা চক্রবর্ত্তিপাদের সিদ্ধান্তে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ। "নৃদেহমাদ্যম্-ইত্যাদি" (শ্রীভা, ১১।২০।১৭)-শ্লোকে শ্রীভগবান্ গুরু-করণের অপরিহার্য্যতার কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা অদীক্ষিত অথচ নামাশ্রয়ী, ভজনের প্রভাবে জন্মান্তরে গুরুচরণ আশ্রয় করিলেই তাঁহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে, অন্যথা নহে। অথচ অদীক্ষিত অজামিলের সহজেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত। গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় যাঁহারা বিষয়েতেই ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করেন, ভগবান্ কে, ভক্তিই বা কি, গুরুই বা কে—স্বপ্নেও যাঁহারা এসকল বিষয় জানেন না, নামাভাসের রীতিতে হরিনাম গ্রহণ করিলে নিরপরাধ অজামিলের ন্যায় কেবলমাত্র তাঁহাদেরই গুরু-করণ ব্যতীতও উদ্ধার লাভ হইতে পারে। হরি ভজনীয়ই, ভজনের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়, গুরুই ভজনাদির উপদেষ্টা এবং গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন—ইত্যাদি বিষয় জানিয়াও—নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়ামিত্যাদি (নাম—দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে॥ ইত্যাদি) প্রমাণবলে এবং অজামিলাদির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া যাঁহারা মনে করেন—গুরু-করণের শ্রম-স্বীকারে আমার কি প্রয়োজন, নামকীর্ত্তনাদিতেই আমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে, তাঁহারা গুরুর অবজ্ঞারূপ মহা অপরাধেই লিপ্ত হয়েন এবং এই অপরাধের ফলেই তাঁহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে না। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাঁহাদের এই অপরাধ ক্ষয় হইলে শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিলেই তাঁহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে। যতো নৃদেহমাদ্যমিত্যাদৌ গুরুকর্ণধারমিত্যুক্তে গুরুং বিনা ন ভগবন্তং সুখেন প্রাপ্নুবন্তি অতস্তেষাং ভজন-প্রভাবেনৈব জন্মান্তরে প্রাপ্তগুরুচরণাশ্রয়াণামেব সতাং ভক্ত্যা ভগবৎ-প্রাপ্তি র্নান্যথেত্যাচক্ষতে। অথচ অনাশ্রিতগুরোরপ্যজামিলস্য সুখেনৈব ভগবৎ-প্রাপ্তির্দৃশ্যত এব তস্মাদিয়ং ব্যবস্থা। যে গোগর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েষ্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি, কো ভগবান্ কা ভক্তিঃ কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি, তেষামেব নামাভাসাদি-রীত্যা গৃহীতহরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরূপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবত্ত্বেঽপি, নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ইতি প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি-দৃষ্টান্তেন চ কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎ-প্রাপ্তি র্ভাবিনীতি মন্যমানস্য গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণ-মহা-পরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতি।"

এই প্রসঙ্গে ২।১৫।১০৮-১০ পয়ার এবং ২।১৫।২-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

(ড) পুনঃ পুনঃ নামাভাস উচ্চারণসত্ত্বেও মৃত্যুপর্য্যন্ত অজামিলের পাপ-প্রবৃত্তি কেন ?

যাহাহউক, পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে ভগবন্নামের অসাধারণ মাহাত্ম্যের কথা জানা গেল। নামের এমনই মাহাত্ম্য যে, পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, (নিন্দাগর্ভ পরিহাস নয়, প্রীতিগর্ভ পরিহাসে—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যথা, ওহে কৃষ্ণনাম, তোমার কীর্ত্তির কথা তো অনেকই শুনা যায়; তোমার কীর্ত্তি তো দেখা গেল! আমাকে তুমি উদ্ধার করিতে পারিলে না!! শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী), গীতালাপ পূরণার্থই হউক, কিম্বা হেলাতেই (আহার-বিহার-নিদ্রাদিতে বিনা যত্নেই) হউক, যে কোনও প্রকারে ভগবানের নাম উচ্চারিত হইলেই অশেষ কলুষের ক্ষয় হইয়া থাকে। "সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ শ্রীভা, ৬।২।১৪॥" অবশ্য অপরাধ থাকিলে নামের উচ্চারণ মাত্রেই ফল পাওয়া যায় না, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতেই জানা গিয়াছে। কিন্তু অজামিল দুরাচার হইলেও তাঁহার নামাপরাধ ছিল না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম-করণের সময় হইতে বহুবারই তো তিনি "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া তাহাকে ডাকিয়াছেন। মৃত্যুর সময়ে মাত্র নহে, যখন তিনি সর্ব্বপ্রথম "নারায়ণ" বলিয়া তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন, তখনই তো নিরপরাধ অজামিলের সমস্ত পাপ ধ্বংস হওয়ার কথা। তাহাই যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পরেও দাসীসঙ্গে তাঁহার মতি কিরূপে রহিয়া গেল? তাহার পরেও কেন তিনি পাপকার্য্যে লিপ্ত রহিলেন? ইহাতে মনে হইতে পারে—প্রথম নামোচ্চারণের সময়ে যেন তাঁহার পাপ বা পাপ-বাসনা নির্মূল হয় নাই।

উক্তরূপ আশঙ্কার উত্তরে "এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য" ইত্যাদি শ্রীভা, ৬।২ ৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"তন্নামকরণে প্রথম তন্নাম্নৈব জন্মকোট্যংহসাং নাশোঽভূৎ—নামকরণ-সময়ে নামের প্রথম উচ্চারণেই কোটিজন্মের পাপ নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।" আর "স্তেনঃ সুরাপো"-ইত্যাদি শ্রীভা, ৬।২।৯-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও বলিয়াছেন—"বস্তুতস্তু পুত্রনামকরণসময়মারভ্যৈব পুত্রাহ্বানাদিষু বহুশো ব্যাহৃতানাং নাম্নাং মধ্যে যৎ প্রথমং তদেব সর্ব্বপাপপ্রশমকমভূদন্যানি তু ভক্তিসাধকানীতি ব্যাখ্যেয়ম্।—বস্তুতঃ পুত্রের নামকরণ-সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পুত্রের আহ্বানাদিতে অজামিল বহুবারই নামের উচ্চারণ করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে যে নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই অজামিলের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে; তাহার পরে উচ্চারিত নামগুলি ভক্তির সাধক—ভক্তির উদ্বোধকই—হইয়াছিল।" প্রশ্ন হইতে পারে—প্রথম নামোচ্চারণেই যদি অজামিলের সমস্ত পাপ এবং পাপের মূল অবিদ্যারও নিরসন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার তো আর পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না; তখনই তিনি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া দাসী এবং তৎপুত্রাদির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহাতো করেন নাই; মৃত্যুসময় পর্য্যন্তও তিনি পাপ-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল? ইহার উত্তরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"সংস্কারাৎ জীবন্মুক্তানাং কর্ম্মেব তস্যাপি তৎকালপর্য্যন্তং তত্তদেব পাপং পুনঃ পুনরুৎপাদ্যমানমপ্যুৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশবৎ ন ফলজনকম্।—পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ জীবন্মুক্তদিগকেও কর্ম্ম করিতে দেখা যায়; অজামিলও সেইরূপ মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন—পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ। কিন্তু যেই সাপের বিষদাঁত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার দংশনে যেমন কাহারও দেহে বিষের সঞ্চার হয় না, তদ্রূপ প্রথম নামোচ্চারণের পরে অজামিল পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছেন, সে সকল পাপকার্য্য কোনও ফল প্রসব করে নাই।"

(চ) যমদূতগণ অজামিলকে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে নিলেন না কেন?

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—অজামিল যদি অবিদ্যানির্মুক্তই হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে নাম গ্রহণমাত্রেই তাঁহার বৈকুণ্ঠে গমন হইত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃই প্রথম নাম গ্রহণের ফলে মায়ামুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাপকার্য্যে রত ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক যমদূতগণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার পরে তাঁহার আর পূর্ব্ব সংস্কার ছিল না; তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল; তিনি আর পাপকার্য্য করেন নাই। কিন্তু তখনই বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে নিয়া গেলেন না কেন?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"ত এবং সুবিনির্ণীয়···ববন্দে শিরসা বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ দর্শনোৎসবঃ॥"-ইত্যাদি শ্রীভাঃ ৬।২।২০-২২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীভগবন্নামগ্রহণং খলু দ্বিধা ভবতি কেবলত্বেন স্নেহসংযুক্তেন চ। তত্র পূর্ব্বেণাপি প্রাপয়ত্যেব সন্তস্তল্লোকং নাম। পরেণ চ তৎ-সামীপ্যমপি প্রাপয়তি। ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ইতি বাক্যাৎ॥ কিন্তু নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয় ইতি তদ্বাক্যদিশা বিলম্বেন প্রাপয়তি। স্নেহস্তু অমীষামনুবৃত্তির্মদনুসেবৈব বৃত্তি র্জীবনহেতুস্তদর্থমিত্যভিপ্রায়ো দর্শিতঃ। তদেবং সতি অজামিলোঽপ্যয়মারো-পিতন্নামঃ পুত্রস্য সম্বন্ধেন তন্নাম্নাপি স্নিহ্যতি স্ম তস্মিন্ চ নাম্নি শ্রীভগবতোঽপি অভিমানসান্দ্রো দৃশ্যতে। যতস্তদ্বিষয়া মতিরিত্যত্র। যতঃ পার্ষদানামপি মহানেব তত্রাদরো দৃষ্টঃ তস্মাৎ স্নেহসম্বলনয়া গৃহীতস্বনাম্নি তস্মিন্ উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক-সাক্ষান্নিজকীর্ত্তনাদিদ্বারা সাক্ষান্নিজস্নেহং প্রকৃষ্টং দত্ত্বা নেতুমিচ্ছতি প্রভুরিতি জ্ঞাত্বা সহসা নাস্মভিঃ সহঃ ন নীতবন্ত ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্।" ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই :—দুই রকমে ভগবন্নাম গ্রহণ করা যায়—কেবল রূপে এবং স্নেহসংযুক্ত রূপে। কেবল রূপে (অর্থাৎ ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত ঐকান্তিক ভাবে) নামগ্রহণ করিলে নাম সদ্যই নামগ্রহণকারীকে ভগবল্লোক প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। আর স্নেহযুক্ত ভাবে নাম গ্রহণ করিলে ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্তি করান। "ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥" ইত্যাদি শ্রীভাঃ ১০।৮২।৪৪-শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তিই তাহার প্রমাণ। (এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভক্তি-শব্দে কেবলা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলে যে অমৃতত্ব—পার্ষদদেহ—প্রাপ্তি হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—ভগবানে যে স্নেহ, তাহা 'মদাপন'-অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি করাইতে, ভগবানের সামীপ্য দান করিতে সমর্থ, তাহাই বলা হইয়াছে)। কিন্তু "নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে"—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরী-দিগের নিকটে বলিয়াছেন—সখিগণ, যাহারা আমার ভজন করে, আমার স্মরণ-মনন-ধ্যানাদিদ্বারা আমার সম্বন্ধে তাহাদের স্নেহ বা অনুরাগ যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তাহাদের ভজন করি না (স্নেহ বর্দ্ধিত হইলেই ভজন করি)"-ইত্যাদি শ্রীভাঃ ১০।৩২।২০-শ্লোকে শ্রীভগবদুক্তি হইতে জানা যায়, স্নেহযুক্ত নামে কিঞ্চিদ্ বিলম্বেই ভগবানের সামীপ্য পাওয়া যায়। (শ্লোকস্থ "অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে" শব্দ হইতেই বিলম্বের কথা ধ্বনিত হইতেছে; যেহেতু) অনুবৃত্তি-শব্দের অর্থ হইতেছে—অনু (নিরন্তর) সেবা; অনুবৃত্তি-বৃত্তি শব্দের অর্থ হইতেছে—অনুসেবাই বৃত্তি বা জীবনহেতু যাহার। স্নেহের জীবনহেতু হইল—অনুবৃত্তি, স্নেহের পাত্রের নিরন্তর সেবা বা ধ্যান; তাহাতেই স্নেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। (স্নেহসংযুক্ত ভাবে যিনি নামকীর্ত্তন করেন, ধ্যানাদিদ্বারা তাঁহার স্নেহবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই, তাঁহাকে ধ্যানাদির সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই, সহসা তাঁহাকে ভগবল্লোকে না নিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে নেওয়া হয়)। ইহাই অভিপ্রায়। অজামিলের ভগবানে স্নেহ ছিল না; স্নেহ ছিল তাঁহার নারায়ণ-নামক পুত্রে; পুত্রের প্রতি স্নেহ বশতঃই অজামিল পুনঃ পুনঃ পুত্রকে ডাকিতেন, তাহাতে "নারায়ণ—ভগবানের নাম" উচ্চারিত হইত। "যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ"-ইত্যাদি শ্রীভাঃ ৬।২।১০-শ্লোক হইতে বুঝা যায়, নামে শ্রীভগবানেরও বিশেষ প্রীতি আছে (নতুবা যে কোনও উপলক্ষ্যে কেহ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে ভগবান তাঁহাকে আপন জন বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন কেন?)। ভগবৎ-পার্ষদদিগেরও ভগবন্নামে বিশেষ প্রীতি দৃষ্ট হয় (নতুবা ভগবন্নামের উচ্চারণ-মাত্রেই তাঁহারা অজামিলকে যমদূতগণের হাত হইতে উদ্ধার করার জন্য ব্যাকুল হইবেন কেন?)। তাঁহারা ইহাও মনে করিয়াছিলেন—অজামিল তো নারায়ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "নারায়ণ"-নাম উচ্চারণ করেন নাই; এক্ষণে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উৎকণ্ঠার সহিত ভগবানের নামকীর্ত্তনাদি করুক এবং নামকীর্ত্তনাদির ফলে ভগবানে তাঁহার স্নেহ প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হউক; তাহার পরেই অজামিলকে বৈকুণ্ঠে নেওয়া হইবে—ইহাই যেন তাঁহাদের প্রভু ভগবানের ইচ্ছা। তাই বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎই তাঁহাদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে নিয়া যান নাই।

তথাহি (ভাঃ ৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ১২

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান॥ ১৭৮

গৌড়ে রহে, পাৎ-শাহা আগে আরিন্দাগিরী করে।
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাৎশার ঠাঞি ভরে॥ ১৭৯

পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতনযৌবন।
'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হৈল সহন॥ ১৮০

ক্রুদ্ধ হঞা বোলে সেই সরোষ বচন—।
ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ!॥ ১৮১

কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে—নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে বুঝা যায়—নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা ভগবানে এবং ভগবন্নামে অজামিলের প্রীতি উৎপাদন এবং প্রীতিবর্দ্ধনের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিষ্ণুদূতগণ যমপাশ হইতে মুক্ত করিয়াও অজামিলকে তাঁহাদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়েন নাই।

(ন) দেহ-বিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্ত্তনঃ

এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্ববর্ত্তী (৩।৩।৩) "নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্"-ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে—দেহ-বিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্ত্তনাদি করিলে নামের ফল শীঘ্র পাওয়া যায় না। ইহার হেতু কি? পূর্ব্ববর্ত্তী (ছ) এবং (জ) অনুচ্ছেদের আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত মিশ্রিত ভক্তি হয় গৌণীভক্তি; তাই কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে নামকীর্ত্তন করিলে নামাপরাধ হয়। দেহ-বিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্ত্তনাদি করিলেও তাহা গৌণীভক্তিই হইবে এবং শুভকর্ম্মাদির সহিত নামের সাম্য-মননরূপ নামাপরাধও তাহাতে হইবে। এই নামাপরাধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত নামের ফল পাওয়া যাইবে না; তাই ফল-প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭৭-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭৮। **মজুমদারের**—জমিদারের; হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের। **আরিন্দা**—যাহারা খাজানার টাকা বহন করিয়া নেয়, তাহাদিগকে আরিন্দা বলে। **আরিন্দা-প্রধান**—আরিন্দাগণের অধ্যক্ষ। যাহারা খাজানা বহন করিয়া নেয়, তাহাদের কর্ত্তা।

১৭৯। **গৌড়ে**—বাঙ্গালার রাজধানী। **পাৎশাহা-আগে**—বাঙ্গালার নবাবের সাক্ষাতে। **আরিন্দাগিরী করে**—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের পক্ষ হইতে নবাব-সরকারে খাজানার টাকা দাখিল করে। **বার লক্ষ মুদ্রা**—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস নবাব-সরকারে বার্ষিক বারলক্ষ টাকা খাজানা দিতেন; তাঁহাদের পক্ষ হইতে গোপাল-চক্রবর্ত্তীই এই টাকা দাখিল করিত।

১৮০। **পণ্ডিত**—গোপালচক্রবর্ত্তী অনেক শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে পণ্ডিত বলা হইত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি পণ্ডিত ছিলেন ইহা বলা যায় না—বাস্তবিক পণ্ডিত হইলে হরিদাস-ঠাকুরের শাস্ত্র-সম্মত কথার প্রতিবাদ তিনি করিতেন না। **না হৈল সহন**—সহ্য হইল না; তিনি চটিয়া উঠিলেন; তাঁহার মেজাজ গরম হইয়া গেল।

১৮১-৮২। **ক্রুদ্ধ হঞা**—নামাভাসে মুক্তি হয়, হরিদাস-ঠাকুরের মুখে একথা শুনিয়া গোপালচক্রবর্ত্তী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। ক্রোধভরে হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি একটু উপহাস করিয়াই যেন বলিলেন—"পণ্ডিত-সকল, আপনারা ভাবকের কথা শুনুন। কোটি-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন করিয়াও যে মুক্তি পাওয়া যায় না, এই ভাবক-লোকটী বলে কিনা, নামাভাসেই সেই মুক্তি অনায়াসে পাওয়া যায়! কি আশ্চর্য্য!!" **ভাবক**—ভাব-প্রবণ ব্যক্তি, যাহার নিজের কোনও বিচার-শক্তি নাই, অথচ অপরের কথায় অতি সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহাকে ভাবক

হরিদাস কহে—কেনে করহ সংশয় ?।
শাস্ত্রে কহে—নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয় ॥ ১৮৩

ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি ছোঁয় ॥ ১৮৪

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ১৪

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি নয়।
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥ ১৮৫

হরিদাস কহে—যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয় ॥ ১৮৬

শুনি সব সভার লোক করে হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥ ১৮৭

বলাই-পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন—।
ঘট-পটিয়া মূর্খ তুঞি ভক্তি কাহা জান ? ॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলে। **সিদ্ধান্ত**—মীমাংসা। গোপালচক্রবর্ত্তীর উক্তির মর্ম্ম এই যে, "নামাভাসের ফল-সম্বন্ধে হরিদাস যাহা বলিতেছেন, কোনও শাস্ত্র-বিচার-বিজ্ঞ লোকই ইহা অনুমোদন করিবেন না ; এ সমস্ত কেবল তরলমতি অতি-বিশ্বাসী ভাব-প্রবণ লোকের বাচালতা মাত্র।"

ব্রহ্ম-জ্ঞানে—নির্ব্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানে। **নয়**—হয় না। **এই কহে**—এই লোকটী (হরিদাস) বলে ; গোপাল-চক্রবর্ত্তী যেন আঙ্গুল দিয়া হরিদাসকে দেখাইয়া বলিতেছেন।

১৮৩। গোপালের কথা শুনিয়া হরিদাস ধীরভাবে বলিলেন—"ঠাকুর, নামাভাসের ফল-সম্বন্ধে তুমি কেন সন্দেহ করিতেছ ? নামাভাস-মাত্রই মুক্তিলাভ হয়—একথা যে শাস্ত্রই বলিতেছেন ; এ তো আমার নিজের মন-গড়া কথা নয়"।

১৮৪। নামাভাস-মাত্রই যদি মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলে ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না কেন ? কেন তাঁহারা এত কষ্ট করিয়া ভজন-সাধন করিয়া থাকেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**ভক্তি-সুখ আগে**—ইত্যাদি—ভক্তিতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় মুক্তিলব্ধ আনন্দ অতি তুচ্ছ—সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের তুল্য। এজন্য ভক্তিজাত আনন্দের লোভে লুব্ধ হইয়া মুক্তি তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহা স্পর্শ করেন না।

সাযুজ্য-মুক্তিতেও আনন্দ আছে বটে ; কিন্তু তাহা স্বরূপানন্দ-মাত্র, তাহাতে বৈচিত্রী নাই বলিয়া তাহা ততটা আস্বাদনীয় নহে। ভক্তিজাত আনন্দ বৈচিত্রীপূর্ণ, আনন্দ-চমৎকারিতাময়। যিনি ভক্তির এই আনন্দ-চমৎকারিতার সামান্য মাত্র স্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে ব্রহ্মানন্দ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ১৮৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৮৫। গোপালচক্রবর্ত্তী কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া হরিদাসের সঙ্গে বাজি ধরিলেন—বলিলেন, "আচ্ছা, যদি শাস্ত্রের প্রমাণে নামাভাসে মুক্তি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে, হরিদাস, তোমার নাক কাটা যাইবে, এই বাজি ধর।"

১৮৬। হরিদাস কোনওরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া বাজি গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন—বাস্তবিক যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তবে নিশ্চয়ই আমার নাক কাটিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

শাস্ত্রপ্রমাণে যদি নামাভাসে মুক্তিলাভের কথা জানা যায়, তাহা হইলে গোপালচক্রবর্ত্তী কি করিবেন, সে সম্বন্ধে কোনও বাজি রাখার জন্য হরিদাসঠাকুর তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। ইহাতেই বুঝা যায়—গোপালচক্রবর্ত্তীর কথায় হরিদাস চঞ্চল হন নাই এবং তাঁহার মনে জেদের ভাবও ছিলনা।

১৮৭। করে হাহাকার—নাম-মাহাত্ম্যের অবজ্ঞায় এবং পরমভাগবত শ্রীহরিদাসের অবজ্ঞায় অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। **বিপ্রে**—গোপালচক্রবর্ত্তীকে।

১৮৮। বলাই পুরোহিত—বলরাম আচার্য্য, যিনি হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসের পুরোহিত ছিলেন এবং যিনি হরিদাস-ঠাকুরকে অনুনয়-বিনয় করিয়া সভায় আনিয়াছিলেন। **ঘট-পটিয়া**—তার্কিক। ঘটাকাশ, পটাকাশ

হরিদাসঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ ॥ ১৮৯
এত শুনি হরিদাস উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥ ১৯০
সভাসহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে— ॥ ১৯১
তোমাসভার কি দোষ, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥ ১৯২
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবেক সে এই সব তত্ত্ব? ॥ ১৯৩
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সভার।
আমার সম্বন্ধে যেন দুঃখ না হয় কাহার ॥ ১৯৪
তবে সে হিরণ্যদাস নিজঘর আইলা।
সেই ত ব্রাহ্মণে নিজদ্বার মানা কৈলা ॥ ১৯৫
তিনদিন ভিতরে সে বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥ ১৯৬
চম্পক-কলিকাসম হাতপায়ের অঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি ॥ ১৯৭
দেখিয়া সকল লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমস্কার ॥ ১৯৮
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল ॥ ১৯৯
ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে ॥ ২০০
বিপ্রের কুষ্ঠ শুনি হরিদাস দুঃখী হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা ॥ ২০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইত্যাদি বলিয়া যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহাদিগকে ঘট-পাটিয়া বলে। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু মায়াবাদীয়া বলেন—ঘটের মধ্যে অবস্থিত আকাশ (ঘটাকাশ) যেমন সুবৃহৎ আকাশই (পটাকাশই), অপর কিছু নহে; তদ্রূপ মায়িক দেহে বদ্ধ জীবও ব্রহ্মই অপর কিছু নহে। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন তাহার মধ্যস্থিত আকাশ বৃহৎ আকাশের সঙ্গে মিলিয়া একই হইয়া যায়, তদ্রূপ জীবের মায়াজনিত অজ্ঞান দূর হইয়া গেলেও জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়—ইহাই মুক্তি। মায়াবাদীরা ভক্তিবিরোধী বলিয়া সাযুজ্যমুক্তি ব্যতীত অন্য কোনওরূপ মুক্তির বা ভগবৎ-প্রাপ্তির পারমার্থিকতা স্বীকার করেন না এবং নাম-মাহাত্ম্যও সম্যক্ স্বীকার করেন না। তাই তাঁহারাও ঘটাকাশ-আদি বলিয়া ভক্তিবিরোধী কুতর্ক করিয়া থাকেন।

১৯০। **ত্যাগ করিলা**—চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলেন।

১৯২। গোপালচক্রবর্ত্তীর উদ্ধত ব্যবহারে হরিদাসের মনে কোনওরূপ কষ্ট হয় নাই; বরং চক্রবর্ত্তী অজ্ঞ ও মূর্খ বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি কৃপা করিলেন। বৈষ্ণব যে অদোষ-দর্শী, হরিদাসের চরিত্রেই তাহা প্রকাশ পাইল।

১৯৩। নাম চিৎ-স্বরূপ, সুতরাং প্রকৃতির অতীত—অপ্রাকৃত। প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক কোনও তর্কদ্বারা নামের মহিমা জানা যায় না। শাস্ত্রও বলেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" অপ্রাকৃত ব্যাপারে শাস্ত্রের উক্তি ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর উপর নির্ভর করা যায় না, শাস্ত্রের উক্তিকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বেদান্ত সূত্রও বলিয়াছেন—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥"

১৯৪। **আমার সম্বন্ধে** ইত্যাদি—আমার প্রতি গোপালচক্রবর্ত্তীর আচরণের কথা মনে করিয়া কেহ যেন দুঃখিত না হয়েন।

১৯৫। **সেই ত ব্রাহ্মণে**—গোপালচক্রবর্ত্তীকে। **দ্বার মানা**—গোপালচক্রবর্ত্তীকে তাঁহার নিকটে আসিতে নিষেধ করিলেন।

১৯৭। **চম্পক-কলিকা**—চাঁপা-ফুলের কলিকার মত সুন্দর।

২০১। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা হইতে জানা যায়—হরিদাস-ঠাকুর নিজগৃহ (বূঢ়ন) ত্যাগ করিয়া বেণাপোল গিয়াছিলেন (৩।৩।৯১)। বেণাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী চান্দপুরে (৩।৩।১৫৭) এবং

আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান ॥ ২০২
গঙ্গাতীরে গোঁফা করি নির্জ্জনে তারে দিল।
ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইল ॥ ২০৩
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
দুইজনা মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন ॥ ২০৪
হরিদাস কহে—গোসাঞি ! করোঁ নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন ? ২০৫
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন-সমাজ।
নীচে আদর কর, না বাসহ ভয় লাজ ? ॥ ২০৬
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে বাসেঁা ভয়।
সেই কৃপা করিবে, যাতে মোর রক্ষা হয় ॥ ২০৭
আচার্য্য কহেন—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয় ॥ ২০৮
'তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণভোজন।'
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥ ২০৯
জগত-নিস্তার-লাগি করেন চিন্তন—।
অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন ? ॥ ২১০
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল।
জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল ॥ ২১১
হরিদাস করে গোঁফায় নামসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে—এই তার মন ॥ ২১২
দুইজনার ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার ॥ ২১৩
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোক হয় চমৎকার ॥ ২১৪
তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ ২১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চান্দপুর হইতে তিনি শান্তিপুরে আসেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বেণাপোলে এবং চান্দপুরে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—"বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস। সেই ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ ॥ কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে। আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তি পুরে ॥ আদি ১৪শ অধ্যায়।" যে নিত্যানন্দ-প্রেমাবেশের ফলে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার সূত্রোল্লিখিত অনেক কথারও বর্ণনা দিতে পারেন নাই, সেই প্রেমাবেশের ফলেই সম্ভবতঃ হরিদাসঠাকুরের বেণাপোল এবং চান্দপুর গমনের প্রসঙ্গও বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

২০২। **আচার্য্যে**—শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে।

২০৩। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হরিদাসের ভজনের নিমিত্ত গঙ্গাতীরে নির্জ্জনস্থানে একটী গোঁফা করিয়া দিলেন। এবং তাঁহাকে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ভক্তিমার্গের ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন।

গোঁফা—মাটীর নীচের গর্ত্ত; অথবা ক্ষুদ্র গৃহ। কোন কোন গ্রন্থে "টোটা" পাঠ আছে। টোটা—বাগান।

২০৭। **মোর রক্ষা হয়**—আমার অপরাধ না হয়।

২০৯। **শ্রাদ্ধপাত্র**—১।১০।৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এক বৈষ্ণব-ভোজনের ফল কোটী ব্রাহ্মণ ভোজনের ফলের তুল্য—ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়।

২১০। **জগত-নিস্তার লাগি**—কিরূপে জগতের জীবসমূহ উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে, ইহাই শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

২১১। **পূজা করিতে**—শ্রীকৃষ্ণের পূজা। কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে।

২১২। **কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে**—শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হউন, ইহা শ্রীহরিদাস-ঠাকুরেরও ইচ্ছা।

২১৩। **দুইজনার**—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীহরিদাসের।

২১৫। **তর্কাগোচর তাঁর রীত**—তাঁর (শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের) আচরণ (রীত) তর্কের অগোচর; তর্কের

একদিন হরিদাস গোঁফাতে বসিয়া।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া॥ ২১৬
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিশা সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না করে ঝলমল॥ ২১৭
দুয়ারে তুলসী লেপা পিণ্ডির উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর॥২১৮
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা॥ ২১৯
তাঁর অঙ্গগন্ধে দশদিগ্ আমোদিত।
ভূষণ-ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥ ২২০
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোঁফাদ্বার॥ ২২১
যোড়হাথে হরিদাসের বন্দিল চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন—॥ ২২২
জগতের বন্দ্য তুমি রূপগুণবান্।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ॥ ২২৩
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে—এই সাধু-স্বভাব হয়॥ ২২৪
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ॥ ২২৫
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।
বলিতে লাগিলা তাঁরে হইয়া সদয়॥ ২২৬
সংখ্যানাম-সঙ্কীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥ ২২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাহায্যে ইহার কোনও মীমাংসা করা যায়না। যেহেতু, তাঁহার শক্তি ও প্রভাব অচিন্ত্য, সুতরাং তাঁহার আচরণও অচিন্ত্য। অচিন্ত্য বিষয় তর্কের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না; অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

২১৭। **দশ দিশা**—দশ দিক্। **সুনির্ম্মল**—পরিষ্কার; আকাশে মেঘাদি না থাকাতে অতি পরিষ্কার। **গঙ্গার লহরী** ইত্যাদি—গঙ্গায় তর তর করিয়া তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উপর চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়ায় ঝলমল করিতেছে।

১১৮। **দুয়ারে**—গোঁফার দুয়ারে। **লেপা পিণ্ডি**—তুলসী-বেদী, যাহা শ্রীহরিদাস-ঠাকুর মাটী গুলিয়া সুন্দর ভাবে লেপন করিয়া রাখিয়াছেন।

২১৯। **পীতবর্ণ হৈলা**—ঐ নারী উজ্জ্বল গৌরবর্ণা ছিলেন; তাঁহার অঙ্গ হইতেও পীতবর্ণ জ্যোতি বাহির হইতেছিল; সেই জ্যোতিতে ঐ স্থানটিও পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী পয়ারসমূহ হইতে জানা যাইবে, এই রমণীটি সাধারণ রমণী ছিলেন না; ইনি স্বয়ং মায়াদেবী; তাই তাঁহার দেহ হইতেও অলৌকিকী দিব্যজ্যোতি বাহির হইতেছিল। ইনি হরিদাস-ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ৩।৩।২৪৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২০। **ভূষণ-ধ্বনি**—রমণীর অলঙ্কারের মধুর-শব্দ।

২২৩। **জগতের বন্দ্য**—জগদ্বাসী জীব-সমূহের পূজনীয়। রূপবান্ ও গুণবান্। **এথাকে**—এই স্থানে। **প্রয়াণ**—আগমন।

২২৫। **নানাভাব**—বহুবিধ কামোদ্দীপক ভাব।

মুনির হয় ধৈর্য্য নাশ—অন্যের কথা আর কি বলিব, রমণীর হাবভাব দেখিলে মুনিদিগেরও ধৈর্য্য নষ্ট হয়, কামভাবের তাড়নায় মুনিগণও বিচলিত হয়েন।

২২৬। **নির্ব্বিকার**—রমণীর হাব-ভাব দেখিয়াও হরিদাসের চিত্তে কোনওরূপ বিকার উপস্থিত হইল না।

গম্ভীর আশয়—হরিদাসের আশয় (চিত্তবৃত্তি) অত্যন্ত গম্ভীর; তাঁহার মন শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে নিবিষ্ট; রমণীর কাম-কটাক্ষে তিনি বিচলিত হইবেন কেন? **সদয়**—দয়াশীল; দয়া করিয়া।

২২৭। **সংখ্যানামসংকীর্ত্তন**—নিয়মপূর্ব্বক প্রত্যহ (তিনলক্ষ) নামকীর্ত্তন। **মন্যে**—মনে করি।

যাবৎ কীর্ত্তন-সমাপ্তি নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন-সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥ ২২৮

দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তোমার
প্রীতি-আচরণ॥ ২২৯

এত বলি করেন তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ॥ ২৩০

কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল॥ ২৩১

এইমত তিন দিন করে আগমন।
নানাভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন॥ ২৩২

কৃষ্ণ নামাবিষ্ট-মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রী-ভাবের প্রকাশ॥ ২৩৩

তৃতীয় দিবসের যদি শেষরাত্রি হৈল।
ঠাকুরেরে তবে নারী কহিতে লাগিল—॥ ২৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৮। যাবৎ ইত্যাদি—নাম-সংখ্যা পূর্ণ না হইতে আমি অন্য কোনও কাজ করিনা, ইহাই আমার নিয়ম। **দীক্ষার বিশ্রাম**—ব্রত পূর্ণ; নামসংখ্যা পূর্ণ হইলে অন্য কাজ প্রয়োজন মত করিতে পারি।

২২৯। প্রীতি-আচরণ—যাতে তোমার প্রীতি হয়, তাহা করিব।

২৩২। যাতে ইত্যাদি—যে সমস্ত কামোদ্দীপক হাব-ভাব দেখিলে, অন্যের কথা তো দূরে, ব্রহ্মা পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠেন।

২৩৩। কিন্তু হরিদাসের মন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে নিবিষ্ট বলিয়া রমণীর হাবভাবে তাঁহার চিত্তে সামান্য মাত্র চঞ্চলতাও দেখা দিলনা; রমণী যে সমস্ত বিলাসিনী-স্ত্রী-জনোচিত হাব-ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সমস্তই নিষ্ফল হইল; অরণ্যে রোদন করিলে কেহই যেন উত্তর দেয় না, রমণীর হাব-ভাব দেখিয়াও হরিদাসের চিত্ত কোনওরূপ সাড়া দিল না।

এই পয়ারে কৃষ্ণভক্তির অপূর্ব্ব মহিমার কথাই বলা হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তি হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। স্বরূপ-শক্তির কার্য্য হইল শ্রীকৃষ্ণসেবা; স্বরূপশক্তি নিজেও নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন এবং ভক্তবৃন্দদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণসেবা করাইয়া থাকেন। বাস্তবিক, স্বরূপশক্তির কৃপাব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। ভক্তিমার্গের সাধনের প্রথম অবস্থাতেই এই স্বরূপ-শক্তি সাধকের চিত্তে প্রবেশ করেন, প্রবেশ করিয়া সাধকের মলিন চিত্তের শুদ্ধতা সম্পাদন করেন (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। চিত্ত শুদ্ধ হইয়া গেলে সেই স্বরূপ-শক্তি (বা তাহার বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্ব) সাধকের চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করান। তখন এই স্বরূপ-শক্তিই সাধকের চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন, চিত্তের উপর তখন আর মায়াশক্তির কোনও ক্রিয়া থাকেনা। স্বরূপ-শক্তি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণোন্মুখিনী; তিনি ভক্তের চিত্তবৃত্তিকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকেই চালিত করেন, ভক্তের নিজের দিকে—স্বসুখার্থে—চালিত করেন না। বহিরঙ্গা মায়ার কাজ হইতেছে—মায়াবদ্ধ জীবকে ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ-করান; উদ্দেশ্য—ভ্রান্ত জীব যে সংসারে সুখের অনুসন্ধান করিতেছে, সংসারে বাস্তবিক সুখ যে নাই, তাহা তাহাকে জানাইয়া দেওয়া (২।২০।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বহিরঙ্গা মায়ার কাজই হইতেছে—জীবের চিত্তবৃত্তিকে জীবের নিজের দিকে—জীবের স্বসুখার্থে—চালিত করা। ভক্তির কৃপায় ভক্তের চিত্ত হইতে মায়া যখন দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তাঁহার মনোবৃত্তিকে স্বসুখার্থ চালিত করার কেহ থাকেনা বলিয়া রমণীর হাব-ভাব-কটাক্ষাদিতে ভক্তের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না; ভক্তির কৃপায় ভক্ত তখন শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্য আস্বাদনেই নিবিষ্ট থাকেন। এই মাধুর্য্যের আস্বাদনে যে আনন্দ, তাহার নিকটে ইন্দ্রিয়-সুখের কথা তো দূরে, ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রি-দিনে নহে তোমার নাম সমাপন ॥ ২৩৫
হরিদাস ঠাকুর কহে—আমি কি করিব ?।
নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িব ? ॥ ২৩৬
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার—।
আমি মায়া, করিতে আইলাঙ্
পরীক্ষা তোমার ॥ ২৩৭
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সভারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥ ২৩৮
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন-কৃষ্ণনাম-শ্রবণে ॥ ২৩৯
চিত্ত মোর শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে ॥ ২৪০
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥ ২৪১
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে কভো তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৪২
পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমাসঙ্গে লোভ কৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥ ২৪৩
মুক্তিহেতুক 'তারক' হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে—করে প্রেমদান ॥ ২৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩৫। **আশ্বাসন**—আশা দিয়া দিয়া।

২৩৮। পূর্ববর্ত্তী ২৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪০। **চাহে**—আমার চিত্ত কৃষ্ণনাম করিতে ইচ্ছা করে। **উপদেশি**—উপদেশ করিয়া; আমাকে কৃষ্ণনামে দীক্ষিত করিয়া। **মোতে**—আমাকে।

২৪১। **প্রেমামৃত-বন্যা**—প্রেমরূপ অমৃতের-বন্যা (প্লাবন)। নদীতে বন্যা হইলে যেমন সমস্ত দেশ জলে ভাসিয়া যায়, শ্রীচৈতন্যও প্রেমের বন্যা বহাইয়া সমস্ত জগৎকে ভাসাইবেন। মায়া ভগবানের দাসী বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবী অবতারের কথা জানিতে পারিয়াছেন; তাই এই সকল কথা বলিতেছেন। **পৃথিবী হৈল ধন্যা**—পৃথিবী ধন্যা হইল; প্রভুর অবতারে পৃথিবীর ধন্যা হওয়া নিশ্চিত জানিয়াই "পৃথিবী ধন্যা হইল" বলিলেন।

২৪২। **ছার**—তুচ্ছ; নিতান্ত হতভাগ্য।

২৪৩। **তোমাসঙ্গে**—তোমার সঙ্গের প্রভাবে; তোমার নিকটে আসায়।

২৪৪। পূর্ব্বে একবার রাম-নাম পাইয়াও এখন আবার কৃষ্ণ-নামে লোভ হওয়ার হেতু বলিতেছেন। রাম-নাম জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কেবল মুক্তিমাত্র প্রদান করে; কিন্তু কৃষ্ণ-নাম সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম ও কৃষ্ণ-সেবার অসমোর্দ্ধ আনন্দ দান করে।

মুক্তি-হেতুক—মুক্তিই হেতু যাহার; মুক্তিদায়ক। **তারক**—ত্রাণ-কর্ত্তা; সংসার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। রামনামে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া মুক্তি পাওয়া যায়। **পারক**—সংসার হইতে পার করে (উদ্ধার করে)। কৃষ্ণ-নাম সংসার হইতে উদ্ধার করিয়াই (কেবল মুক্তিমাত্র দিয়াই) ক্ষান্ত হয় না, কৃষ্ণপ্রেমও দান করে।

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামি-সঙ্কলিত শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্-নামক গ্রন্থে পাদ্মোত্তর পাতালখণ্ড হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাদেবের মুখে মথুরামাহাত্ম্যশ্রবণের পরে "শ্রীপার্ব্বতীপ্রশ্নঃ। উক্তোঽদ্ভুতশ্চ মহিমা মথুরায়া জটাধর। মুনের্ভুবো বা সরিতঃ প্রভাবঃ কেন বা বিভো। কৃষ্ণস্য বা প্রভাবোঽয়ং সংযোগস্য প্রতাপবান্ ॥ শ্রীমহাদেবোত্তরম্ ॥ ন ভূমিকাপ্রভাবশ্চ সরিতো বা বরাননে। ঋষীণাং ন প্রভাবশ্চ প্রভাবো বিষ্ণুতারকে ॥ তথা পারকচিচ্ছক্তে রুভে তৎপদকারকে। তদেব শৃণু ভো দেবি প্রভাবো যেন বর্ত্ততে ॥ শ্রীকৃষ্ণমহিমা সর্ব্বশ্চিচ্ছক্তের্গ প্রবর্ত্ততে। তারকং পারকং তস্য প্রভাবোঽয়মনাহতঃ ॥ তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ ॥ তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্ ॥ উভৌ মন্ত্রাবুভৌ নাম্নী মদীয়প্রাণবল্লভে। নানা নামানি মন্ত্রাশ্চ তন্মধ্যে সারমুচ্যতে ॥ অজ্ঞাত-

কৃষ্ণনাম দেহ সেবোঁ, কর মোরে ধন্যা।
আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা॥ ২৪৫

এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে—কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥ ২৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মথবা জ্ঞাতং তারকং জপতে যদি। যত্র তত্র ভবেন্মৃত্যুঃ কাশ্যান্তু ফলমাদিশেৎ॥ বর্ত্ততে যস্য জিহ্বাগ্রে স পুমাল্লোঁকপাবনঃ। ছিনত্তি সর্ব্বপাপানি কাশীবাসফলং লভেৎ॥ ইতি তারকমন্ত্রোঽয়ং যস্ত কাশ্যাং প্রবর্ত্ততে। স এব মাথুরে দেবি বর্ত্ততেঽত্র বরাননে॥ অথ পারকমুচ্যেত যথামন্ত্রং যথাবলম্। পারকং যত্র বর্ত্তেত ঋদ্ধিসিদ্ধি-সমাগমঃ॥ পূজ্যো ভবতি ত্রৈলোক্যে শতায়ুর্জায়তে পুমান্। অষ্টসিদ্ধিসমাযুক্তো বর্ত্ততে যত্র পারকম্॥ পারকং যস্য জিহ্বাগ্রে তস্য সন্তোষবর্ত্তিতা। পরিপূর্ণো ভবেৎ কামঃ সত্যসঙ্কল্পতা তথা॥ দ্বিবিধা প্রেমভক্তিস্তক্রতা দৃষ্টা তথৈব চ। অখণ্ড-পরমানন্দস্তদ্‌গতো জ্ঞেয়লক্ষণঃ॥ অশ্রুপাতঃ ক্বচিন্নৃত্যং ক্বচিৎ প্রেমাতিবিহ্বলঃ। ক্বচিত্তস্য মহামূর্চ্ছা মদ্‌গুণো গীয়তে ক্বচিৎ॥” এসমস্ত প্রমাণ হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সারমর্ম্ম এই—চিচ্ছক্তি হইতেই ভগবানের মহিমা এবং তাঁহার নামের মহিমা উদ্ভূত। তাঁহার যত নাম বা মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে তারক (রামনাম) এবং পারক (কৃষ্ণনাম) হইতেছে সার। তারক (রামনাম)-জপের ফলে মুক্তি লাভ হয়, কাশীবাস হয়; আর পারক (কৃষ্ণনাম)-জপের ফলে প্রেমভক্তি লাভ হয়; যিনি পারক (কৃষ্ণনাম) জপ করেন, তিনি প্রেমবিহ্বল হইয়া কখনও অশ্রুপাত করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও প্রেমমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, কখনও ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন করেন।

কোন কোন গ্রন্থে “পাবক” পাঠ আছে; পাবক অর্থ যাহা পবিত্রতা-সাধন করে।

২৪৫। **কৃষ্ণ-নাম দেহ**—আমাকে কৃষ্ণ-নাম উপদেশ কর; কৃষ্ণ-নামে দীক্ষিত কর। **সেবোঁ**—আমি কৃষ্ণ-নাম সেবা করিব; নিয়মিত-ভাবে কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিব। **আমারে ভাসায়** ইত্যাদি—ঠাকুর, দয়া করিয়া তুমি আমাকে কৃষ্ণ-নাম উপদেশ কর, যেন আমিও শ্রীচৈতন্য-অবতারে প্রেম-বন্যায় ভাসিয়া ধন্য হইতে পারি।

২৪৬। শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের গোঁফাদ্বারে মায়াদেবীর আগমন, হরিদাসকে মোহিত করার নিমিত্ত তাঁহার চেষ্টা, হরিদাসের মুখে কৃষ্ণনাম-শ্রবণে তাঁহার আনন্দোল্লাস এবং হরিদাসের নিকটে কৃষ্ণনামোপদেশ প্রার্থনাদি সমস্তই মায়াদেবীর লীলা মাত্র। হরিদাসের মাহাত্ম্য এবং কৃষ্ণনামের মহিমা জগতে প্রচারই তাঁহার এই লীলার উদ্দেশ্য। হরিদাসের পরীক্ষাদ্বারা মায়াদেবী জগতের জীবকে জানাইলেন—নামরসে যাঁহার চিত্ত নিমগ্ন, দেহেন্দ্রিয়াদির কোনও ভোগ্যবস্তুর প্রলোভনেই, এমন কি, যিনি ব্রহ্মাদিকে পর্য্যন্ত মোহিত করিয়াছেন, সেই মায়াদেবী কর্ত্তৃক উপস্থাপিত কোনও প্রলোভনেও তাঁহার চিত্ত বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না; এমনই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-নামের। যে সুখের লোভে জীব ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া আছে, নাম-রসাস্বাদনের সুখের তুলনায় তাহা যে কত তুচ্ছ, তাহাই হরিদাসের পরীক্ষারূপ লীলায় মায়াদেবী দেখাইলেন। নাম যখন ভক্তের মুখে কীর্ত্তিত হয়, তখন তাহা স্বরূপতঃ মধুর হইলেও ভক্ত-চিত্তের প্রেমরস-নিষিক্ত হইয়া যে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া অভিব্যক্ত হয়, হরিদাসের মুখে নাম-শ্রবণজনিত স্বীয় আনন্দোল্লাসদ্বারা মায়াদেবী তাহাই দেখাইলেন এবং নাম-রসাবিষ্ট ভক্তের উপদিষ্ট নামের যে একটা অদ্ভুত শক্তি আছে, হরিদাসের নিকটে নামোপদেশ প্রার্থনা করিয়া মায়াদেবী জগতের জীবকে তাহাই শিক্ষা দিলেন।

মায়া ভগবৎ-শক্তি এবং মায়াদেবী সেই শক্তিরই মূর্ত্তরূপ; তিনিও শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি করিয়া থাকেন। “অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি। বহিরঙ্গা মায়া—তিনে করে প্রেমভক্তি॥ ২।৬।১৪৬॥” কিন্তু প্রেমভক্তির এমনই এক স্বভাব যে, যতই ইহার আস্বাদন করা যাউক, কিম্বা ইহার আনুকূল্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদির মাধুর্য্য যতই আস্বাদন করা যাউক, আস্বাদনের লালসা তাহাতে প্রশমিত তো হয়ই না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। হরিদাস ঠাকুরের নিকটে নামোপদেশ চাহিয়া মায়াদেবী এই তথ্যটীই প্রকাশ করিলেন। শক্তিরূপে মায়াদেবীও এক ভগবৎ-স্বরূপ (২।৮।১৪০-পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মারাম রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়

উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এ সব কথাতে কারো না জন্মে প্রতীত ॥ ২৪৭
প্রতীত করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সভার ॥ ২৪৮
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥ ২৪৯
কৃষ্ণনাম লয় নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে ॥ ২৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাম-রূপাদির মাধুর্য্য-আস্বাদনের লালসা যে কত বলবতী, মায়াদেবীর আচরণে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। রামনাম অপেক্ষা কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যের কথাও প্রসঙ্গক্রমে মায়াদেবী প্রকাশ করিয়াছেন (৩৷৩৷২৪৪ পয়ার)।

ভক্তের মুখে ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-শ্রবণের লোভ যে স্বয়ং ভগবানও সম্বরণ করিতে পারেন না, রায়-রামানন্দ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা দেখাইয়াছেন। ভগবানের শক্তি হইয়াও মায়াদেবী যে হরিদাস-ঠাকুরের মুখে নামকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন, এই ব্যাপারেও সেই তথ্যই সূচিত হইয়াছে।

জীবশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকট লীলায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সন্দীপনী মুনির এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর এবং শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর শিষ্যত্বের অভিনয় করিয়াছেন। ভগবৎ-শক্তি মায়াদেবীও হরিদাস-ঠাকুরের নিকটে নামোপদেশ গ্রহণ করিয়া এবং গুরুরূপে হরিদাস-ঠাকুরকে প্রণামাদি করিয়া তদনুরূপ লীলারই অভিনয় করিয়া জগতের জীবকে শিক্ষা দিয়া গেলেন যে, মহাভাগবত ব্যক্তি সকলেরই গুরুস্থানীয়।

হরিদাস-ঠাকুরে ব্রহ্মাও আছেন বলিয়া কথিত হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মায়াদেবীর এই লীলার আরও একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। মায়াদেবী পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে লুব্ধ করিয়া স্বীয় কন্যার প্রতিও ধাবিত করাইয়াছিলেন। সেই বার ব্রহ্মা মায়ার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মা তখন প্রেমভক্তির অধিকারী ছিলেন না; প্রেমভক্তির অধিকারী গোকুলবাসীদিগের চরণরেণুলাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি গোকুলে যে কোনও রূপে জন্মলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন (যদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামিত্যাদি। শ্রী, ভা, ১০৷১৪৷৩৪)। এক্ষণে তিনি শ্রীহরিদাসরূপে প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়াছেন; তাই এই প্রেমভক্তির প্রভাবে এবার তিনি মায়ার মোহিনী শক্তিকেও পরাভূত করিয়াছেন। প্রেমভক্তির অসাধারণ প্রভাবই ইহা দ্বারা সূচিত হইল। ইহা দেখিয়া পূর্ব্বলীলার কথা স্মরণ করিয়া মায়াও বোধ হয় একটু অনুতপ্ত হইয়াছিলেন; পূর্ব্বলীলায় ব্রহ্মাকে গর্হিত কার্য্যে প্রলুব্ধ করার চেষ্টাতে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে বলিয়াই যেন মায়াদেবী মনে করিলেন; সেই অপরাধের খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই হয়তো তিনি এবার হরিদাসরূপ ব্রহ্মার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতের জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, কাহারও নিকটে অপরাধ হইয়া থাকিলে তাঁহার চরণে নতি স্বীকারই সেই অপরাধ খণ্ডনের উপায়।

২৪৭। **প্রতীত**—বিশ্বাস। মায়াদেবী যে শ্রীল-হরিদাসের নিকটে নাম-মন্ত্র উপদেশ নিয়াছেন, ইহা কেহ কেহ অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করে না। ইহা বিশ্বাস করার হেতু ও যুক্তি আছে; পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইয়াছে। এই পয়ার হইতে নিম্নের সমস্ত পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি। পূর্ব্ব-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪৯। **লুব্ধ হঞা**—কৃষ্ণ-প্রেম-লাভ করিবার নিমিত্ত লোভ হওয়াতে। **ব্রহ্মা-শিব**-ইত্যাদি—অন্যের কথা তো দূরে, স্বয়ং ব্রহ্মা, শিব এবং সনকাদি মুনিগণও কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হইয়া মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ-গুণ-কীর্ত্তন করিয়া প্রেম-বন্যায় ভাসিয়াছেন। **ব্রহ্মা**—শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরে এবং **শিব**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আর **সনকাদি** চারিজন—কাশীনাথ, লোকনাথ, শ্রীনাথ ও রামনাথরূপে প্রকট হইয়াছেন। **পৃথিবীতে জন্মিয়া**—পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে প্রকট হইয়া।

২৫০। নারদ এবং প্রহ্লাদও গৌর-অবতারে মনুষ্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। প্রহ্লাদ ও ব্রহ্মা একত্রে শ্রীহরিদাস-ঠাকুররূপে এবং নারদ শ্রীবাসরূপে প্রকট হইয়াছেন।

মনুষ্যে প্রকাশে—মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্যরূপে প্রকট হইয়াছেন।

লক্ষ্মী-আদি সভে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া ॥ ২৫১
অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
অবতরি করে প্রেমরস-আস্বাদন ॥ ২৫২
মায়াদাসী প্রেম মাগে, ইথে কি বিস্ময়।
সাধুকৃপা নাম বিনে প্রেম নাহি হয় ॥ ২৫৩
চৈতন্যগোসাঞির লীলার এই ত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব ॥ ২৫৪
কৃষ্ণ-আদি আর যত স্থাবর-জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫১। **লক্ষ্মী-আদি**—লক্ষ্মী-আদি শক্তিগণও মনুষ্যমধ্যে মনুষ্যরূপে প্রকট হইয়া শ্রীগৌর-অবতারে নাম-প্রেম আস্বাদন করিতেছেন। লক্ষ্মী-আদি শব্দের আদি-শব্দে রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতিকে বুঝায়। জানকী ও রুক্মিণী এই দুইজন একত্রে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী-রূপে প্রকট হয়েন। এই লক্ষ্মীই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথমা গৃহিণী। বৈকুণ্ঠের ভূ-শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে প্রকট হয়েন। ইনি প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াতে সত্যভামাও আছেন। সত্যভামা আবার শ্রীজগদানন্দপণ্ডিত-রূপেও প্রকট হইয়াছেন।

ব্রজসুন্দরীগণও গৌরলীলায় মনুষ্য মধ্যে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীমতী রাধিকা—শ্রীগদাধর পণ্ডিতরূপে (শ্রীমন্-মহাপ্রভুতেও শ্রীরাধা আছেন), শ্রীললিতা—শ্রীস্বরূপ-দামোদর (ও গদাধর পণ্ডিত) রূপে, শ্রীবিশাখা—শ্রীল রায়রামানন্দ-রূপে, চন্দ্রকান্তিসখী—গদাধর-দাসরূপে, চন্দ্রাবলী—সদাশিব-কবিরাজ-রূপে, ভদ্রা—শ্রীশঙ্কর-পণ্ডিতরূপে, শৈব্যা—দামোদর-পণ্ডিতরূপে, চিত্রা—বনমালী-কবিরাজরূপে, চম্পকলতা—রাঘব-গোস্বামিরূপে, তুঙ্গবিদ্যা—প্রবোধানন্দ-সরস্বতীরূপে, ইন্দুরেখা—কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারীরূপে, রঙ্গদেবী—গদাধর-ভট্টরূপে, সুদেবী—অনন্তাচার্য্যরূপে, শশীরেখা—কাশীশ্বর-গোস্বামীরূপে, ধনিষ্ঠা—রাঘব-পণ্ডিতরূপে; ইত্যাদিরূপে প্রকট হইয়াছেন। বিশেষ বিবরণ গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় দ্রষ্টব্য।

২৫২। স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণও শ্রীশচীনন্দনরূপে প্রকট হইয়া স্বীয় নাম-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন।

২৫৩। ব্রহ্মাদি-দেবগণ, লক্ষ্মী-আদি দেবীগণ, এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপর্য্যন্তও যখন অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের দাসী মায়াদেবী যে নাম-প্রেম প্রার্থনা করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? নাম-প্রেমের এমনি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি যে, সকলেই এই নাম-প্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত। এই নাম-প্রেমের আস্বাদন-মাধুর্য্য আবার শ্রীগৌর-লীলাতেই বেশী; এজন্য সকলেই গৌর-লীলায় মনুষ্যমধ্যে প্রকট হইয়া নাম প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন—ইহা গৌর-লীলারই স্বরূপগত-বৈশিষ্ট্য।

সাধু-কৃপা-নাম বিনে—সাধুকৃপা ব্যতীত এবং শ্রীহরিনাম-ব্যতীত প্রেম জন্মিতে পারে না। সাধুর কৃপাকে সম্বল করিয়া শ্রীহরিনাম আশ্রয় না করিলে প্রেম জন্মিতে পারে না; এজন্যই মায়া-দেবী শ্রীলহরিদাসের কৃপা-প্রার্থনা করিয়াছেন।

২৫৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যই এই যে, ত্রিভুবনের সকলেই শ্রীশ্রীগৌরের কৃপায় প্রেমভাব পাইয়া প্রেমে নৃত্য-গীত করিয়া থাকে। এই প্রেম-ময় অবতারে কেহই কৃষ্ণ-প্রেমে বঞ্চিত হয় নাই।

২৫৫। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিতেছেন। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণী তো মত্ত হয়ই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপর্য্যন্তও প্রেমে মত্ত হইয়া থাকেন। ঝারিখণ্ডপথে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলেন, তখন তত্রত্য বৃক্ষ-লতা সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গম সকলেই যে প্রেমে মত্ত হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়াছিল, তাহা মধ্যলীলায় বর্ণিত হইয়াছে।

স্বরূপগোসাঞির কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাস-মুখে যেসব শুনিল ॥ ২৫৬
সেইসব লীলা লেখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য-কৃপায় লেখিল ক্ষুদ্রজীব হঞা ॥ ২৫৭
হরিদাসঠাকুরের কৈল মহিমা-কথন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥ ২৫৮
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-মহিমকথনং নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫৬। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন, তাহাই বলিতেছেন। স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামীর কড়চায় যাহা দেখিয়াছেন এবং রঘুনাথদাস-গোস্বামীর নিকট যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই তিনি এই পরিচ্ছেদে বিবৃত করিয়াছেন; সুতরাং ইহার কোনও অংশই অতিরঞ্জিত বা তাঁহার নিজের কল্পিত নহে। স্বরূপ-দামোদর ও দাসগোস্বামী মহাপ্রভুর নিকটেই নীলাচলে ছিলেন, হরিদাস ঠাকুরও নীলাচলে ছিলেন, সর্ব্বদাই তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপাদি হইত। সুতরাং স্বরূপ-দামোদরের ও দাস-গোস্বামীর কথা শুনা কথা নহে, প্রত্যক্ষ-দর্শীর কথা।